কল্যাণী-বধূ

শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত

রজনী সাহিত্য ভবনের পক্ষে
ষ্টুডেন্টস্ বুক ডিপো
২০৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রজনী সাহিত্য ভবনের পক্ষে
ইউডেন্টস্ বুক ডিপো
২০৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত।

মূল্য—দুই টাকা মাত্র

প্রিন্টার—রামকৃষ্ণ সরকার
নিউ ভারতী প্রেস,
২০৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন

আমার একটি বিষয় নিবেদন করিবার আছে। পাশ্চাত্য-শিক্ষা পাইয়া ভারতের অনন্যা নারীমন, প্রভাতের কুয়াসার মত কিছুকাল আচ্ছন্ন থাকিলেও, আপনার ধর্ম, কৃষ্টি ও সতী-ধর্মের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া আপনাকে দেখিতে পায়, ফিরিয়া পায়, ইহার মত সত্য বুঝি আর কিছু নাই।

কল্যাণী-বধূকেও আপনারা সেই একই-রূপে দেখিতে পাইবেন। ভারতীয় নারী আপনাকে বিস্মৃত হইলেও—কিছু দিনের জন্য আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেও, যদি সত্যকার পথ-প্রদর্শকের দেখা পায়, তবে সে আর কখনও বিপথা হইতে পারে না। প্রয়োজন এখন সহৃদয়, সত্যদ্রষ্টা পথ-প্রদর্শকের, তাহা হইলেই বিপথে-চালিতা লক্ষ্মীরূপিণী নারী পুনরায় সুপথ দেখিতে পাইবেন। গৃহে গৃহে কল্যাণী-বধূ কল্যাণীরূপে আবার দেখা দিবেন। বন্দেমাতরম্!

গ্রন্থকার।

কল্যাণী-বধূ

কল্যাণী-বধূ

(১)

সেদিন শনিবার। অপরাহ্ণে অফিস হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, অসিতকুমার পোশাক ছাড়িতেছিল। অষ্টাদশী-মেয়ে, কুমারী সতী, অগ্রজের জুতার ফিতা খুলিতে ব্যস্ত ছিল। এমন সময়ে কর্কশস্বরে টেলিফোন বাজিয়া উঠিলে, সতী দ্রুতবেগে টেলিফোনের নিকট গমন করিয়া রিসিভার কানে লাগাইয়া কহিল, "হাঁ, কে আপনি? কি চাই?"

তারের অপর প্রান্ত হইতে নারী-কণ্ঠের মধুর স্বর, সতীর কর্ণে ভাসিয়া আসিল। সে শুনিল, "জামাইবাবু, অর্থাৎ আপনার অগ্রজপ্রবর অফিস থেকে কি ফিরেছেন, ভাই? আমি লেখা।"

তরুণী মেয়ে সতীর মুখভাব মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হইয়া পুনঃ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "দাদা—এই মাত্র ফিরেছেন। অফিসের পোশাক ছাড়ছেন। এখনি দিচ্ছি তাঁকে।" এই বলিয়া সে রিসিভার-মুখে হাত চাপা দিয়া অগ্রজের দিকে চাহিতেই দেখিল, যে সে তাহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সতী প্রায় অস্ফুট স্বরে কহিল, "লেখা! বৌদির ছোট বোন—তোমাকে ডাকছেন। কথা বলবে এস।"

অসিতের মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। সে কহিল, "ব'লে দে, আমি এখনও ফিরি নি।"

"বা' রে! তা'ও বুঝি আবার কখনও হয়? আমি যে বলেছি, তুমি ফিরেছ। এস দাদা, লক্ষ্মীটি—ভাই!"

অসিত বিরক্তিসূচক ধ্বনি করিয়া, তাহার হস্তধৃত জামাটা সবেগে একটা চেয়ারের উপর ফেলিয়া দিয়া, ভগ্নির নিকট গমন করিল এবং তাহার হাত হইতে রিসিভার লইয়া, প্রাণপণ শক্তিতে তাহার স্বর স্বাভাবিক করিয়া কহিল, "হাঁ, এইবার বল ?"

লেখা তারের অপর প্রান্ত হইতে সুমিষ্ট কণ্ঠে কহিল, "বাপস্ ! আপনি কি হস্‌লুলুতে পোশাক ছাড়ছিলেন না-কি ? আচ্ছা, আচ্ছা, থাক্ কৈফিয়ৎ। এখন শুনুন। সন্ধ্যার সময় গাড়ী যাবে। আপনি সোজা এখানে চলে আসবেন। আজ রাত্রে এখানে আহার ও শয়ন দুয়েরই নিমন্ত্রণ রইল। মা'র আদেশ !" এই বলিয়া সে কোন উত্তর শুনিবার পূর্বেই লাইনের সংযোগ কাটিয়া দিল।

অসিত কয়েকবার 'শোন ! শোন !' করিয়া রিসিভার যথাস্থানে রাখিয়া দিল ও গম্ভীর মুখে পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া, পোশাক-ছাড়া পর্ব সমাপ্ত করিতে মনোনিবেশ করিল।

সতী, অগ্রজের পদদ্বয় হইতে জুতা জোড়াটি মুক্ত করিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "এ কি ! অমন গম্ভীর হয়ে পড়লে যে ? বৌদি ত ভাল আছেন, দাদা ?"

"হাঁ।" অসিত সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিল।

"তবে ?" সতী বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

এদিকে পোশাক পরিবর্তন করা শেষ হইয়াছিল। অসিত, ভগ্নির প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া খাটের উপর শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিয়া কহিল, "ওসব বাজে কথা পরে হবে, বোন। আমাকে তুই এক কাপ চা দেবার বন্দোবস্ত কর ; আজ যা-খাটুনী গেছে অফিসে ! আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম দেয় নি, ভাই !" এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "মা, কোথায় রে সতি ?"

কুমারী সতী কহিল, "বোধ হয় পূজার ঘরে, দাদা।" [illegible]
দ্রুত পদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সতী বাহির হইয়া গেলে, অসিত কুমার দুইচক্ষু মুদিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার মানস-দৃষ্টিতে অতীত জীবন-নাট্যের একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের দৃশ্যগুলি ভাসিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যাইতে লাগিল। সে তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ ক্লাসের ছাত্র। কলিকাতার অন্যতম বিখ্যাত ধনবান, স্যর রাজেন্দ্র পালিতের পুত্র, অধুনা মৃত, সহপাঠী উৎপলের সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, তাহাদের বাড়ীতে প্রায়ই বেড়াইতে যাইত। সেখানে সে উৎপলের ভগ্নি, অনুরাধার সহিত পরিচিত হয়। পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিলে, এবং অসিত বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর, স্যর রাজেন্দ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, মধ্যবিত্ত গৃহের সন্তান, অসিত-কুমারের সহিত কন্যা, অনুরাধার শুভবিবাহ কার্য মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি কন্যা ও জামতাকেপ্রচুর যৌতুক দান করিয়াছিলেন।

কন্যা, অনুরাধার সহিত বিবাহের পূর্বে, স্যর রাজেন্দ্র আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া, হবু জামতা, অসিতকুমারকে গভর্ণমেণ্ট অফিসে অফিসার-গ্রেডের চাকুরীতে পাকা করিয়া দিয়াছিলেন।

অসিত কুমারের সংসারে বৃদ্ধ পিতা, বিমাতা এবং একটি বৈমাত্রেয় ভগ্নি, কুমারী সতী ব্যতীত আর কেহ ছিল না। পিতা, শ্যামাচরণ চাকুরী হইতে অবসর লইয়াছিলেন। তিনি পুত্রের পাঠের ব্যয়ভার ও সংসার চালাইতে ঋণী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি অসিত কুমারের বিবাহ দিয়া যৌতুক স্বরূপ যে-অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহাতে ঋণের অধিকাংশ ভাগ পরিশোধ হইয়া গিয়াছিল। বর্তমানে তিনি পুত্রের মাহিনা ও আপনার পেন্সনের অর্থে সংসার চালাইয়া উদ্বৃত্ত অর্থে ঋণ পরিশোধ করিতেছিলেন। পিতাকে ঋণমুক্ত করিয়া শেষ জীবনে শান্তি পাইবার ও তাঁহার ধর্মচর্চার

কাজ নির্বিঘ্নে চালাইতে সক্ষম করিবার জন্য, অসিত একটিও পয়সা অপব্যয় করিত না। তাহার সারা মন পিতা-মাতাকে সুখী ও শান্ত দেখিবার জন্য সকল সময়ে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। সবে মাত্র এক বছর পূর্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল।

সতী এক হাতে চা'য়ের কাপ ও অন্য হাতে খাবারের ডিস্ লইয়া, অগ্রজের কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, যে অগ্রজ দুইচক্ষু মুদিত করিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। সতী উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিল, "এ কি, দাদা, ঘুমিয়ে পড়লে? এখনও মুখ হাত ধোও নি যে! ওঠো!"

অসিত কুমারের মুখে ম্লান মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে শয্যার উপর উপবেশন করিয়া কহিল, "একটু অপেক্ষা কর, বোন। আমি মুখ-হাত ধুয়ে আসি।"

অল্প সময় পরে অসিত খাবারের রেকাব শূন্য করিয়া যখন চায়ের কাপে চুমুক দিতেছিল, তখন সতী কহিল, "কোথায় শ্বশুর-বাড়ীর নিমন্ত্রণ পেয়ে খুশি হবে, না, যত রাজ্যের দুঃশ্চিন্তায় তুমি অধীর হচ্ছ! কখন গাড়ী আসবে?"

অসিত কুমারের মুখে মৃদু ক্রোধাভাস ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। সে কহিল, "আমি যাব না।"

সতীর অসামান্য মুখখানির উপর দু'টি ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "যাবে না কেন, শুনি?"

অসিতকুমার শান্ত সংযত স্বরে কহিল, "তাঁরা যে-স্তরের মানুষ আমরা সেখানের কেউ নই, সতি।"

সতী সবিস্ময়ে কহিল, "এ আবার কি নতুন গবেষণা তোমার, দাদা? তা' ছাড়া ওঁরা যে-স্তরেরই হোন্ না কেন, তোমার শ্বশুরবাড়ী যেখানে

সেখানে তুমি যাবে না? না, না, তা'ও বুঝি আবার হয়! বৌদি মনে কষ্ট পাবেন, দাদা!"

অসিতের মুখে এক টুক্‌রা হাসি ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। সেই হাসির রূপ দেখিয়া, সতী শিহরিয়া উঠিল। সে পুনশ্চ ক'হিল, "এ কি, চুপ ক'রে রইলে যে, দাদা?"

অসিত চায়ের শূন্য কাপটি নামাইয়া রাখিয়া কহিল, "সব কথা তুই বুঝবি না, বোন। তবে যেখানে আমাদের সম্মান, আমাদের মর্য্যাদা-বোধ আহত হয়ে থাকে, সেখানে আমি যাব না, সতি!"

~~তরুণী মেয়ে~~ সতী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মুহূর্ত্ত কয়েক, অগ্রজের মুখভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল, "তুমি এই কথাই বলছ, দাদা, যে তোমাকে তোমার শ্বশুর-বাড়ীর লোকেরা দুঃসহ অপমান করেন?"

অসিত কুমারের মুখে অপূর্ব্ব আভাস ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "তেমন দুঃসাহস যেন কখনও তাঁদের না হয়, বোন। কিন্তু আর না, সতি, এইবার আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দে, ভাই। আমি পাঁচটার সময় বাইরে যাব।"

সতী কহিল, "গাড়ী এসে ফিরে যাবে?"

অসিত কুমার মৃদুশব্দে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "তোর দাদার গাড়ী-চড়া ত অভ্যাস নেই, বোন। যদি গাড়ী এসে ফিরেই যায়, তবে তা'তে ক্ষতি কি হবে, সতি?"

সতী ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "বাজে ব'কো না, দাদা। সাতাশ বছর পূর্ণ হ'তে চলেছে, বিবাহ করেছ। এরই মধ্যে এতখানি বৈরাগ্য ত সাজে না, দাদা! একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কী?"

অসিত কুমার মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "আমি জানি, তুই কি জিজ্ঞাসা

করবি, সতি। তুই জিজ্ঞাসা করবি যে,-তবে কেন আমি ধনী-গৃহে বিবাহ করতে তখন সম্মত হয়েছিলাম? এই না, সতি?"

সতী কহিল, "হাঁ, তাই। তখন কেন আপত্তি জানাও নি, দাদা? বাপির মনে তখন এই সন্দেহই জেগেছিল, যে এমন অসম-মিলন হয়তো সুখের হবে না।"

অসিত কুমার সহসা কোন উত্তর দিল না। সে নীরবে কিছু সময় বসিয়া থাকিয়া কহিল, "ভুল কি হয় না রে, বোন?"

"হয়। কিন্তু যে-ভুলের কোনরূপ সংশোধন হবার উপায় নেই: সে-ভুল নীরবে সহ্য ক'রে যাওয়াই কি সমীচীন কাজ নয়, দাদা?" এই বলিয়া তরুণী সতী অগ্রজের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল।

অসিত মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "তুই বুঝবি না, সতি। তা' ছাড়া তোর সঙ্গে এসব বিষয়ে আলোচনাও করা যায় না।"

তরুণী সতী মুখ ভার করিয়া কহিল, "কি বুঝব না, দাদা? আর আলোচনা করা চলে না, না, তোমার দিক থেকে অভিযোগ করবার মত কোন সার বস্তু নেই? কোনটা ঠিক, দাদা?"

অসিত তাহার বিদুষী বোনটিকে ভালরূপেই চিনিত। সে হাস্য-মুখে কহিল, "তোর সঙ্গে আর পারলাম না বোন!" এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "মা কি করছেন সতি?"

"সত্যনারায়ণের পূজার আয়োজন করছেন।" এই বলিয়া সতী অগ্রজের শয্যা-প্রান্ত হইতে উঠিয়া মেঝের উপর দাঁড়াইল এবং কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইবার পূর্বে কোমল স্বরে কহিল, "না দাদা, লক্ষ্মীটী তোমার শ্বশুরের গাড়ী ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে অপমান করা চলবে না। তা ছাড়া, কার্ত্তিক মাসের আর দশটা দিন বাকি আছে। অগ্রহায়ণ মাসের

তিন্ তারিখে বৌদি'কে এবাড়ীতে আনবার জন্য, বাপি দিনস্থির করেছেন। তবেই এইবারটির মত, তাঁদের নিমন্ত্রণ তুমি রক্ষা কর, দাদা। মিথ্যে অশান্তি এনে নিজেও সুখী হবে না, আর তাঁরাও বিশেষ ভাবে ক্ষুব্ধ হবেন।"

অসিতকুমার সবিস্ময়ে কহিল," তেসরা অঘ্রাণ তোর বৌদিকে এখানে আনবার জন্য বাপি দিনস্থির করেছেন?"

সতী কহিল, "কেন, মা ত তোমাকে আজ সকালেই সে-কথা বলেছিলেন? তুমি শোন নি, দাদা?"

অসিত্‌কুমার পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল এবং অন্যমনস্ক স্বরে কহিল, "হাঁ, শুনেছি।"

তরুণী সতী মুহূর্ত কয়েক নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া কক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, স্তর রাজেন্দ্র পালিতের সুবৃহৎ মূল্যবান রোলস্ রয়েস্ আসিয়া, অসিতের পিতা, সারদাচরণ বাবুর পুরাতন ত্রিতল অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সঙ্কীর্ণ গলিপথ একেবারে বন্ধ করিয়া দিল।

ত্রিতলে মাতার কক্ষ হইতে, তরুণী সতী মোটরের আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া, মাতার দিকে চাহিয়া কহিল, "মা, তুমি চল, দাদাকে যাবার জন্য বলবে।"

মাতা সর্বেশ্বরী দেবী মৃদু হাস্যমুখে কহিলেন, "পাগল ছেলে! বৌমা আমার বড়-ঘরের মেয়ে হ'লেও এখনও ছেলেমানুষ। বৌমার মা-বাবা, কি ভাই-বোনেরা যদি অবুঝের মত কিছু বলেন, তবে কি আমাদেরও তা'ই মান্য করতে হবে? চল্, মা, অসিকে পাঠিয়ে দিয়ে আসি।"

সর্বেশ্বরী দেবী পুত্রের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পুত্র তখনও শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তিনি কহিলেন, "একি, এখনও শুয়ে আছিস যে, বাবা? নে ওঠ, গাড়ী এসে অপেক্ষা করছে, অসি!"

অসিত কুমার উঠিয়া বসিল, এবং মাতার দিকে চাহিয়া আব্দারের স্বরে কহিল, "আমার কিছু ভাল লাগছে না, মা। আমি যাব না।"

"সে কি হয়, বাবা!" মাতা কহিলেন, "তোমার শ্বশুর গাড়ী পাঠিয়েছেন, ফেরত দিয়ে তাঁকে অপমানিত করা কি ঠিক হবে, অসি?" বলিতে বলিতে তিনি স্নেহভরে পুত্রের কপালে হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া দেখিলেন এবং কন্যার দিকে চাহিয়া কহিলেন "সতি, তোর দাদার

বাত্রার আয়োজন ক'রে দে। আমার পূজার আয়োজন এখনও বাকি আছে, সেরে ফেলি-গে।" বলিতে বলিতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

সতী কহিল, "এখনও-বসে রইলে দাদা ?"

অসিত তীব্রস্বরে কহিল, " 'যা', আমি যাব না।"

সতীর মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "মা'র হুকুম অমান্য করবে তুমি ? হয়েছে! নাও, ওঠ! বল, কোন্ জামা-কাপড় বা'র ক'রে দেব ?"

অসিত স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "সত্যিই ভাই, মা'র কি বাপির হুকুম অমান্য করবার সাধ্য আমাদের নেই।" এই বলিয়া সে পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিল এবং ভগ্নির মুখের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, 'কোনো কাপড়-জামা বা'র করতে হবে না। আমি এই জামা-কাপড়েই যাব, সতি।'

তরুণী সতী ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "তোমার ছেলেমানুষি আর যাবে না, দাদা! স্বাধীন ভারত গভর্ণমেন্টের পদস্থ অফিসার হয়েও, এমন সব কথা বল!" বলিতে বলিতে সে কক্ষমধ্যস্থ আলমারী খুলিয়া জামা-কাপড় প্রভৃতি পোশাক দ্রব্য বাহির করিয়া দিল।

বাহিরে অপেক্ষমাণ সোফার দেরী দেখিয়া কয়েকবার হর্ণ বাজাইলে, অসিত ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "লাট-সাহেবের আর সবুর সইছে না। ইচ্ছা করে, সোজা গিয়ে ওর গালে একটি বিরাশী-সিক্কা ওজনের রামচড় বসিয়ে দিই!"

সতী দ্রুতকণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি প্রস্তুত হ'য়ে নাও। আমি ওপর থেকে সোফারকে শান্ত থাকতে বলছি।" বলিতে বলিতে সে বাহির হইয়া গেল।

অবশেষে সর্বরকমে প্রস্তুত হইয়া, অসিত, ভগ্নি সতীর দিকে চাহিয়া কহিল, "বাপি কালীঘাট থেকে ফিরেছেন. সতি ?

সতী কহিল, "তিনি মা'র আরতী দেখে তবে ফিরবেন ব'লে গেছেন।"

"আচ্ছা, তবে চল্লাম, ভাই।" এই বলিয়া অসিত বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল, শ্বশুর মহাশয় প্রেরীত মোটর গলিপথ সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া-গাড়ী ও লোক-চলাচল বন্ধ করিয়া দিয়াছে। গলির উভয় দিকে উত্তেজিত জনতা সমবেত হইয়া, মোটর বাহিরে লইবার জন্য বারবার অনুরোধ জানাইতেছে। কিন্তু সোফার-প্রভু নির্বিকার চিত্তে বসিয়া সিগারেটে ধূমপান করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া অসিতের ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলিয়া উঠিল। সে মুহূর্ত-দুই সোফারের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিল, "আপনি কানে কম শোনেন ? না, যারা পায়ে হেঁটে চলে, তাদের কথায় কান দেওয়া অবান্তর বিষয় ব'লে ভাবেন ?"

সোফার তাহাদের জামাতা বাবাজীবনের আগমন লক্ষ্য করে নাই। সে তাহার হাতের অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট দূরে ফেলিয়া দিয়া সচকিত হইয়া উঠিল এবং কহিল, "কি বলছেন, জামাই বাবু ?"

অসিত কহিল, আপনি এখানে গাড়ী এনেছেন কেন ? মোটর বাইরে বড় রাস্তায় রাখতে পারেন নি ? দেখছেন না, কত লোক মিথ্যে মিথ্যে দুর্ভোগ ভোগ করছেন !"

সোফারের নাম কানাই মান্না। কানাই একবার জনতার দিকে তাচ্ছিল্য ভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "ওদের জন্য ভাববেন না, জামাই বাবু। আপনি মোটরে উঠুন। আমি গাড়ী বাইরে নিয়ে যাচ্ছি।"

সোফার, মান্নার উক্তি শুনিয়া অসিতের মন দুর্বার ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গেল। এমন সময়ে সহসা

সে তাহার পৃষ্ঠে কোমল হস্তের স্পর্শ পাইল। অসিত শুনিল, সতী বলিতেছে, "আর দাঁড়িয়ে থেকে ওঁদের সব আটকে রেখো না, দাদা।"

অসিত কোন কথা না বলিয়া কোনদিকে না চাহিয়া, তৎক্ষণাৎ মোটরে আরোহণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে মোটর পিছু হটিয়া বড় রাস্তার উপর উপস্থিত হইল এবং দ্রুতবেগে বালিগঞ্জ অভিমুখে ছুটিতে লাগিল।

সোফার মান্না পথে তাহাদের জামাই বাবুর সহিত সদালাপ করিবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও যখন, অসিতের পক্ষ হইতে কোনরূপ সাড়া পাইল না, তখন সে নীরবে বসিয়া মোটর চালনা করিতে লাগিল।

স্যর রাজেন্দ্রের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার ফটকের ভিতর মোটর প্রবেশ করিয়া গাড়ী-বারান্দার নিয়ে দাঁড়াইলে, একজন ভৃত্য আসিয়া মোটরের দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়া তাহাদের জামাই বাবুকে অভিবাদন করিল।

অসিত মোটর হইতে অবতরণ করিয়া একজন ভৃত্য ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িল এবং কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া, কিছু সময় স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু কোন দিকে কোন অভ্যর্থনা ধ্বনি শুনিতে না পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু তৎসত্বেও তাহার কি করণীয় তাহা স্থির করিতে না পারিয়া নিকটে অপেক্ষমাণ ভৃত্যের দিকে চাহিয়া কহিল, "সাহেব কোথায়?"

ভৃত্য কহিল, "বড়ো সাহেব আর মেম সাহেব বায়স্কোপে গেছেন। বড়ো মিসি বাবাও তাঁদের সঙ্গে গেছেন মেজ ও ছোট মিসি বাবা বাড়ীতে আছেন। আপনি ভিতরে চলুন, জামাইবাবু। মেজ মিসি বাবা আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে হুকুম দিয়েছেন।"

অসিতের মনে পাষাণ-চাপ অনুভূত হইতে লাগিল। সে ভৃত্যের দিকে একবার কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "বেশ, চল।"

ভৃত্যের পশ্চাতে অন্দর মহলে তাহার স্ত্রীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, অসিত দেখিল, সেখানে মেজ কি ছোট কোন মিসি বাবাই নাই। তাহার মন—সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে ভৃত্যের দিকে চাহিয়া অকারণে কঠিন স্বর কহিল, "দেখছ কী? যাও!"

ভৃত্য বিস্মিত হইল ও তৎক্ষণাৎ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অসিত বসিয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল, যে ইহা কোন্ দেশীয় আচরণ? এই সব স্তরের লোকেরা যাহাদের অনুকরণ করিবার ব্যর্থ-প্রচেষ্টায় হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন, তাহারাও কি কখন আমন্ত্রিত অতিথির প্রতি এরূপ ঘৃণ্য উপেক্ষার ভাব দেখাইতে পারিত? জামাতাকে আনিবার জন্য মোটর পাঠাইয়া, শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্ত্রীর সিনেমা হাউসে গমন করা সম্ভবপর হয়, জামাতাকে কিরূপ তুচ্ছ ও কৃপার পাত্র ভাবিলে, তাহা চিন্তা করিতেও তাহার সাহস হইল না। অতঃপর সে কি করিবে? সে কি চলিয়া যাইবে? তাহা হইলে কি এই সব বিকৃত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মনে কোন আঘাত লাগিবে? না, তাহারা তাহাকে উপহাস করিবে?

সহসা আলস্ত চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে এরূপ অবহেলা ও অনাদর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। ইহার জন্য তাহাকে যদি শ্বশুরবাড়ীর সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিতেও হয়, করিবে, তবুও......"

অকস্মাৎ কক্ষের বাহিরে তরুণী-কণ্ঠের হাস্যধ্বনি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। অসিতের জ্ঞানিক্ষ্ হয়, ছায়া ও লেখা হাসিতে হাসিতে কক্ষের ভিতর দ্রুতবেগে প্রবেশ করিল। লেখা কহিল, "ও-মা! কখন এলেন, জামাইবাবু? আমরা ত দুজনে ভেবে ভেবে......"

তরুণী ছায়া সারামুখে অপূর্ব দীপ্তি ফুটাইয়া কহিল, "দেখ, ছোটি,

তাহা মিথ্যে কথাগুলো বলিস নি। জামাইবাবু শুনলে লজ্জা পাবেন। আমরা কেন দিদির বরের জন্য ভাবতে যাব, বল্ ত? যা'র ভাবনার কথা, সে মহানন্দে বায়স্কোপ দেখচে বসে!"

লেখা কৃত্রিম হতাশা ভরে কহিল, "তুমি অত্যন্ত হৃদয়হীনা এবং নিষ্ঠুরহৃদয়া, মেজ। নইলে দু'টো মিষ্টি কথা, মিথ্যে ক'রে বললেও যদি একজনের মন বরফ হয়ে যায়, তবে তা'তে দোষ কোথায় বল ত? না, ভাই, জামাইবাবু। তুমি মেজর কথায় কান দিও না। ও-মেয়েটা চিরকালই ঐ একরকম!" এই বলিয়া উভয় তরুণী যুগপৎ খিল খিল করিয়া একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

ছায়া কহিল, "দাঁড়িয়ে কেন, জামাইবাবু? দিদির ফিরতে এখনও পাকা দেড়টা ঘণ্টা বাকি আছে। এই সময়টা আমাদের দুজনকে দিয়ে চালিয়ে নেন, তবে আমাদের পক্ষে বিশেষ আপত্তির কারণ নেই।"

অসিত পুনরায় উপবেশন করিল। সে কহিল, "কিন্তু আমাকে যে এখনই যেতে হবে, ছায়া। আমি ত বেশীক্ষণ থাকতে পারব না!"

লেখা তীব্র স্বরে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "ওরে, মেজ, বেচারার অভিমান হয়েচে। আহা, হবে না! আমাদের দিদির মত হৃদয়হীনা কি, আর দু'টি আছে? না, ভাই, জামাইবাবু, আপনাকে আমরা যেতে দিতে পারব না। তা' হ'লে দিদি ফিরে এসে আমাদের আস্ত কাঁচা চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে তবে ছাড়বে। এমনি ত সে আপনাকে আর চোখের আড়ালে রাখবে না বলেছে!"

ছায়া, অসিতের দিকে চাহিয়া কহিল, "বুঝতে পারছেন না, না! আচ্ছা, এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমাদের ডাডি'......"

বাধা দিয়া লেখা কহিল, "চুপ কর, মেজ। দিদির গুপ্ত খবর আমরা যদি ব্যক্ত করি, তা' হ'লে দিদির হাসিমুখ দেখতে পাওয়া, অসম্ভব

পক্ষে একটি সপ্তাহের জন্য খতম হয়ে যাবে। তা' ছাড়া কাজ কি পরের ধনে পোদ্দারী ক'রে! তা'র চাইতে বেচারাকে একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে দেবার জন্য বাবুর্চিকে হুকুম পাঠাও, ভাই।"

অসিত বাধা দিয়া কহিল, না, ছায়া, না। আমি এখন কিছুই খেতে পারব না। তোমাদের দিদি আসুন; তারপরে ওসব কাজ হ'লেই চলবে।"

লেখা অপূর্ব ভঙ্গিতে কহিল, "ভাল! তাই হবে। যা'র জিনিষ সে এসেই খাওয়াবে, ভাই।"

ছায়া কহিল, "কিন্তু মা যে আদেশ দিয়ে গেছেন তাঁর অসিতকে আমরা যেন টিফিন খাওয়াই। সুতরাং তিনি ফিরে এসে যখন শুনবেন যে, আমরা আপনাকে কিছুই...."

বাধা দিয়া অসিত কহিল, "আমি বল্‌ব, যে তোমরা খাওয়াবার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলে, আমারি ক্ষুধা না থাকায়—খাই নি।"

ছায়া হাস্যমুখে কহিল, "চমৎকার, দোস্ত! নে, ভাই, ছোট, এইবার তুই গানটা গা।"

লেখা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "কেন গাহব, শুনি? কেউ কি শুনতে চেয়েছে?"

ছায়া কহিল, "ওহো, চান নি বুঝি? আমারই ভুল হয়ে গেছে, ছোট। তুই বারবার আমাকে বলেছিলি কি-না, যে জামাইবাবুর সামনে তোকে যেন গাইবার জন্য একবার অনুরোধ করি, তা'ই!"

লেখা গম্ভীর মুখে কহিল, "দিন দিন তুমি হিঁদু জাতের মেয়ের মত হ'য়ে যাচ্ছ, মেজ।"

অসিত হাসিয়া ফেলিল। সে কহিল, "তুমি কোন্ জাতের মেয়ে, লেখা?"

তরুণী লেখা গর্বিত স্বরে কহিল, "আমাদের কোন জাতি নেই। আমরা মানব জাতি। আমরা অতি আধুনিক! আমরা সুসভ্য প্রগতি-উপাসক মনুষ্য-জাতি!"

অসিত মৃদু ব্যঙ্গ কণ্ঠে কহিল "বাঃ, চমৎকার! তুমি যে-ভাগ্যবানের কণ্ঠলগ্না হবে, ছোট, তাঁকে চোখ খুলে আর চলতে হবে না।"

লেখা ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "তা'র অর্থ, জামাই বাবু?"

অসিত হাস্যমুখে কহিল, "অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গবাস হবে। তোমার সঙ্গ লাভে তাঁর দিব্যদৃষ্টি খুলে যাবে। তোমার সহবাসে, তাঁর নন্দন-কাননে বাস করার সমতুল্য হবে, ভাই।"

ছায়া স্মোৎসাহে কহিল, "ওরে, ছোট, তা'ই যে আমাদের জামাই-বাবু কিছুই জানেন না!"

লেখা হাসিতে হাসিতে কহিল, "জানেন বৈ-কি, মেজ। আমাদের দিদির সহবাসের মোক্ষম ফল ধরতে কি বেশী দেরী হয়?"

এমন সময়ে বাহিরে অনুরাধার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। ছায়া ও লেখা এবং অসিত একযোগে দ্রুতপদে বাতায়নের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, অনুরাধা একহাতে কপাল টিপিয়া ধরিয়া অন্দর মহলের আঙিনা অতিক্রম করিয়া আসিতেছে। লেখা সবিস্ময়ে কহিল, "ব্যাপার খানা কি হ'ল মেজ?"

ছায়া কহিল, "তা'ও বুঝিয়ে দিতে হবে? দিদির মাথা ধরে যিনি টান দিয়েছেন, দিদির ধরা-মাথা তাঁরই কাছে আগমন করছেন।"

উভয় তরুণী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অনুরাধা গম্ভীর মুখে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া একবার সচকিতে কক্ষমধ্যস্থ প্রাণী তিনটির দিকে চাহিয়া পালঙ্কের নিকট গমন করিল, ও স্বরে কাতরতা আনিবার প্রয়াস পাইয়া কহিল, "কি ভীষণ মাথাটা না ধরতে চলেছিল!" এই বলিয়া সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল এবং ভগিনিদ্বয়ের দিকে একবার চাহিয়া কহিল, "তোরা ত দেখছি খুব স্ফূর্তিতে আছিস। আর আমিই শুধু মাথাধরার বিকট যাতনায় কেঁদে মরছি!"

লেখা কৃত্রিম সহানুভূতিসূচক স্বরে কহিল, "আহা-রে! দিদির আমার কি কষ্ট! নিন ভাই জামাইবাবু, মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিদিকে আমার ঠাণ্ডা করুন। দেখছেন না, বেচারীর......"

অনুরাধা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "যা, ফাজলামো করিসনে, ছোট।" এই বলিয়া সে অসিতের দিকে ফিরিয়া কহিল, "কিছু খেয়েছ?"

অসিত ধীর স্বরে কহিল, "না। আমার আদৌ ক্ষুধা নেই। আমার জন্য অস্থির হ'তে হবে না। তুমি শুয়ে পড়ো। তোমার মাথাটা আগে ছাড়ুক।"

অনুরাধা কহিল, "না, না, তা'ও বুঝি আবার হয়! যা ভাই ছোট, তোদের জামাই বাবুকে একটু জলযোগ করিয়ে দে। নইলে মা শুনে অনর্থ বাধাবেন।"

লেখা কহিল, "বেশ, আমি যাচ্ছি। কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব দাও আমার? যদি মাথা ধরবে জানতেই, তবে, মিথ্যে মিথ্যে বায়স্কোপে গেলে কেন?"

অনুরাধা ক্রুদ্ধ হইতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল। সে কহিল, 'আমি জানতাম?"

লেখা হাসিতে হাসিতে কহিল, "নিশ্চয়ই, দিদি-ভাই। নইলে যাঁর মাথা সত্যি সত্যি ধরে, সে কি তোমার মতন অমন ক'রে প্রিয়তমকে জলযোগ করিয়ে ঠাণ্ডা করার জন্য অস্থির হয়, দিদি? না ভাই, না, তুমি যেন রাগ ক'রে সত্যি সত্যি মাথা ধরিও না।" বলিতে বলিতে সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

ছায়া বলিল, "তুমি যে ছবি না দেখে চলে এলে, দিদি? জামাইবাবুকে আমাদের কাছে দেড়টা ঘণ্টাও বুঝি বিশ্বাস করতে পারলে না?"

"মুখপোড়া মেয়ে!" এই বলিয়া অনুরাধা হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "শুনেছিস মেজ, আগামী বুধবার থেকে আমার পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীখানা ফারনিস্ করা আরম্ভ হবে?"

ছায়া কহিল, "তুমি একটি বোকারাম, দিদি। এমন সহজে এত বড়ো ব্যাপারটা ফাঁস ক'রে দিতে আছে? আমরা বলে জামাইবাবুকে চমকে দেবার জন্য তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছি। আর সেই তুমি কিনা দিদি, বোকারামের মত...."

অনুরাধা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "যা' বাজে বকিস নে, মেজ। মাথার যন্ত্রণায় আমি আর বসতে পারছিনে।"

তরুণী ছায়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কহিল, "যাচ্ছি, ভাই, যাচ্ছি। আমরা কিছু আর তোমার এই গোবেচারার ওপর ভাগ বসাতে চাইছি না। জামাইবাবু এক স্ব ভাবে তোমারই দিদি, তোমারই!" বলিতে বলিতে হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া সে বাহির হইয়া গেল।

অসিত কুমার নত দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়াছিল, তাহার দিকে মুহূর্ত কয়েক চাহিয়া থাকিয়া, অনুরাধা পুনশ্চ কহিল, "এ কি, অমন ক'রে বসে রইলে যে? ওঠো, জামাটামা খুলে ফেল।"

অসিতের মনোভাব তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে কহিল, "তোমার মাথা ধরেছে, তুমি শুয়ে পড়ো। আমার একটু কাজ আছে। আগামী শনিবারে বরং আমি আসব, অনু।"

অনুরাধা ক্ষণকাল নীরবে একদৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিল। সে পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া স্বামীর হাত দুটি ধরিয়া তাহাকে পালঙ্কের উপর লইয়া আসিল এবং কহিল, "ওগো, একটা বছরেও কি আমি তোমাকে চিনতে পারি নি—ভাব?" বলিতে বলিতে অনুরাধা, স্বামীর পাঞ্জাবীর বোতাম খুলিতে লাগিল।

অসিত ধীর স্বরে কহিল, "আমি আসছি জেনেও, তুমি বাইরে গেলে কেন, অনু?"

অনুরাধা মৃদু স্বরে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "ওহো, ওইখানেই তোমার ব্যথা, না? কিন্তু মা যদি যেতে বলেন, তবে কি আমি না যেতে পারি? বল, পারি?"

এমন সময়ে দুইজন ভৃত্যের সহিত, তরুণী লেখা কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল ও স্বামী-স্ত্রীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া কহিল, "যাক্, বাবা, এতক্ষণে যে মানভঞ্জনের পালা শেষ হয়েছে, দেখে অভাজনেরা সুখীই হ'ল। নিন্, দয়া করে উঠে এসে এগুলি গলাধঃকরণ ক'রে আমাদের কৃতার্থ করুন।"

খাবারের পরিমাণের দিকে চাহিয়া, অসিত শিহরিয়া উঠিল এবং স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিল, "মিথ্যে এতগুলো খাবার উচ্ছিষ্ট হবে। বলিতে বলিতে সে লেখার দিকে ফিরিয়া কহিল, "এক কাজ কর, ভাই...."

অসিতের কথা শেষ হইতে পারিল না। লেখা আচম্বিতে তাহার একখানি হাত ধরিয়া, খাবার-সজ্জিত টেবিলের সম্মুখে লইয়া গেল ও চেয়ারে তাহাকে বসাইয়া দিয়া কহিল, "আরম্ভ করুন। আমি ততক্ষণ

একটা গান গাইছি।" এই বলিয়া সে নিঃসঙ্কোচে, কক্ষমধ্যস্থ অর্গানের সম্মুখে বসিয়া একটি আধুনিক গান গাহিতে লাগিল।

রাত্রে আহার-পর্বের পর, অসিতের শ্বশ্রুমাতা কন্যার শয়ন-কক্ষে জামাতাকে প্রথম দর্শন দিলেন। অসিত, তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, তিনি কহিলেন, "ওসব কুসংস্কারগুলো এখনও তোমাদের মত মডার্ণ-ছেলেদের গেল না, বাবা? জান না কি, পায়ের ধূলোয় কত রোগের ব্যাসিলিই না থাকে? যাও, হাতটা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেল, বাবা।" কন্যার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "লেখা, অসিতকে বাথরুমে নিয়ে যা।"

অসিত তাহার বিবাহের পর, আরও দুইবার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিল। কিন্তু গত দুই ক্ষেত্রেই তাহার পরমারাধ্যা শ্বশ্রুমাতা অন্যত্র থাকায়, সাক্ষাৎ মেলে নাই। সে তাঁহার উক্তি শুনিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল এবং কোন প্রতিবাদ করিবার পূর্বেই দেখিল, শ্যালিকা লেখা তাহার হাতে একখানি সাবান দিয়া বলিতেছে, "আসুন, জামাইবাবু।"

বাথরুমে হাত ধুইয়া, অসিত কক্ষে ফিরিয়া আসিলে, শ্বশ্রুমাতা কহিলেন, "শুনেছ ত, অসিত?"

অসিত বিস্মিত হইয়া কহিল, "কি বলুন ত, মা?"

অসিতের শ্বশ্রুমাতা লেডি চন্দ্রলেখা পালিত, তাঁহার কন্যাদ্বয়ের দিকে পর্যায় ক্রমে একবার চাহিয়া কহিলেন, "তোরা বলিস নি এখনও অসিতকে? আচ্ছা যেয়ে তোমরা যা!" এই বলিয়া তিনি অসিতের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "শোন, অসিত। তোমাদের পুরাতন জীর্ণ বাড়ীখানায় রাধার স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। সে যে-কয়বার তোমাদের বাড়ীতে গত এই বছরের মধ্যে গিয়েছিল, প্রত্যেক বারেই দু'তিন দিনের বেশী না থাকলেও, এখানে ফিরে এসে তা'কে কিছু-দিন ধ'রে

ডাক্তারের ওষুধ খেতে হয়েছিল। তাই আমরা ভেবে দেখলাম, যে পরে সেই ত তোমরাই পাবে? কারণ আমাদের এখন তিনটি মেয়ে ছাড়া ত আর কেউ নেই, অসিত। উৎপল আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। আমাদের যা কিছু আছে, এরা তিন বোনে সমান ভাগেই তা' পাবে। তাই উনি, স্যর পালিত আমাদের পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীখানা নতুন ভাবে সংস্কৃত ও সজ্জিত করবার জন্য একটি বিশিষ্ট ফার্মকে আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁরা বাড়ীর কাজও প্রায় শেষ ক'রে এনেছেন। আমাদের ইচ্ছা, যে তোমরা ডিসেম্বর মাসের পঁচিশ তারিখে, শুভ বড়দিনে নতুন গৃহ-প্রবেশ উৎসব করো। অবশ্য উৎসবের সকল ব্যয়ভার আমরাই বহন করব।"

অসিত শুনিতেছিল, তাহার মনে হইতেছিল, যেন কেহ জোর করিয়া তাহার দুই কর্ণে তপ্ত গলিত সীসক ঢালিয়া দিতেছে। তাহার সকল চেতনাবোধ আচ্ছন্ন প্রায় হইয়া গেল। সে অর্থহীন দৃষ্টিতে শ্বশ্রূমাতার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

জামাতাকে কোন কথা বলিতে না শুনিয়া, লেডি চন্দ্রলেখা পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, "কথা কি জান, বাবা? রাধাকে যে তোমার হাতে দিয়েছি—তা' সে শুধু তোমাকে দেখেই! আমাদের রাধা, সকল প্রকার বিলাস-ঐশ্বর্য এবং প্রাচুর্যের ভিতর পালিতা মেয়ে, যে কখনও তোমাদের ঐ জীর্ণ বাড়ীতে বাস করবে না, বাস করতে হবে না তা'কে, তা' আমরা বিবাহের আগেই স্থির ক'রে রেখেছিলাম। তোমাদের বিবাহের অব্যবহিত পরেই এসব কাজ শেষ হয়ে যেত, কিন্তু স্যর পালিত হঠাৎ লণ্ডনে চলে গেলেন, আমিও তাঁর 'সঙ্গে গেলাম, ফলে এই যা দেরীটুকু হ'তে পেরেছে। যাক্, এখন তোমরা সুখী হও, তোমাদের মন শান্তি পাক্, এই দেখেই আমরা সুখী হব, অসিত।" বলিতে বলিতে তিনি চেয়ার হইতে তাঁহার বিপুল দেহভার উত্তোলন করিতে প্রয়াস পাইলেন।

তরুণী লেখা, মা'র একখানি হাত ধরিয়া তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া দিয়া কহিল, "জামাইবাবু ত কিছুই বললেন না, মা ?"

লেডি চন্দ্রলেখার মুখে অবজ্ঞা হাস্য স্ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "অসিত আবার কি বলবে ? আমাদের মুখের ওপর কোন কথা অসিত বলবে, এটা ত আমরা প্রত্যাশা করি না, লেখা।" এই বলিয়া তিনি অসিতের নীরব প্রাণহীন-প্রায় মুখের দিকে একবার চাহিয়া, অনুরাধার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "এবার তোরা শুয়ে পড়, রাধা। লেখা, আয় আমার সঙ্গে।" এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে কক্ষ বাহির হইয়া যাইতে লাগিলেন।

লেখা আব্দারের সুরে কহিল, 'তুমি যাও, মা'। 'আমি পাঁচ মিনিটের ভিতর আসছি।"

লেডি চন্দ্রলেখা বাহির হইয়া গেলেন। লেখা, অসিতের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনি কি বোবা হয়ে গেলেন, জামাইবাবু ?"

অসিত চমকিত হইয়া উঠিল। সে প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করিয়া, অনুরাধার দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার অত্যন্ত ঘুম পেয়েছে, অনু। আমি আর বসতে পারছিনে !"

তরুণী লেখা হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমরা ঘাস খাই না, জামাইবাবু। দেখতে আমাকে ছেলেমানুষ মনে হ'লে কি হবে, আমি সব বুঝি, বন্ধু, সব বুঝি ! আচ্ছা, গুডনাইট, ফ্রেণ্ড ! গুড নাইট, দিদি-ভাই !" বলিতে বলিতে সে প্রবল বেগে হাসিয়া উঠিল এবং বিষম খাইয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনুরাধা পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া, প্রথমে কক্ষের দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিয়া দিল, পরে স্বামীর সম্মুখে আসিয়া কহিল, "নতুন বাড়ীতে যাওয়াতে কি তোমার মত নেই ?"

অসিত তাহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি পত্নীর দৃষ্টির উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল, "আজ পর্যন্ত আমার একার মতে কিছুই হয় নি। আর অদূর ভবিষ্যতেও তা'র কোন সম্ভাবনা নেই, অনু। আমি বাবাকে ও মা'কে —তোমার মা'র প্রস্তাব জানাব "

অনুরাধা প্রবল বিস্ময়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কহিল, "আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে ও-প্রস্তাবের সম্পর্ক কী আছে ?"

অসিতের মুখভাব সহসা ভীষণাকৃতি ধারণ করিল। সে সর্ব প্রযত্নে আপনাকে ও আপন স্বর সংযত করিয়া কহিল, "তা'র অর্থ, অনু ?"

অনুরাধা সবিস্ময়ে কহিল, "তুমি কি মা'র অভিপ্রায়—বুঝতে পারো নি ?"

অসিত একই স্বরে কহিল, "কি অভিপ্রায় ? কিন্তু সে যাই কেন না হোক, তুমি শুনে রাখো অনু, যে-প্রস্তাবের সঙ্গে আমার মা-বাবার কোন সম্পর্ক নেই, সে প্রস্তাব শুনতেও আমি ঘৃণা বোধ করি। অনু, আমি তোমার মা'র প্রস্তাবে যন্ত্রণা বাথা পেয়েছি, তুমি সেই প্রস্তাব সমর্থন করো বুঝতে পেরে, আমার মর্ম চূর্ণ ক'রে দিয়েছে। দোহাই তোমার, আজ অন্ত এ-বিষয়ে কোন কথা ব'লো না আমাকে ! আমি আর সোজা হ'য়ে বসে থাকতে পারছি না।"

অনুরাধা গম্ভীর মুখে মুহূর্ত-কয়েক স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "বেশ ত, তুমি ঘুমোও না। আমি কি তোমাকে নিষেধ করেছি ? তবে আমার মা'র, কি ড্যাডির প্রস্তাব সমর্থন করব না, এই কি তুমি প্রত্যাশা করো আমার কাছে ?"

অসিতকুমার অর্থহীন দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "এ সবের পরে আমি আর কোন প্রত্যাশাই করতে পারি নে, অনু। তবে শুনে রাখো, আগামী পবিত্র বড়োদিনে তোমার নতুন-

শ্বাড়ীতে আর যাঁদের সঙ্গেই গৃহ-প্রবেশ উৎসব সম্পন্ন করো, আমার সঙ্গে হবে না।"

অনুরাধা দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিল। তাহার দেহের শিরা-উপশিরায় ধনী ও অভিজাত রক্ত প্রবাহ ফুটিতে লাগিল। সে কহিল, "তুমি নিজের ভবিষ্যৎ এমন ভাবে নষ্ট ক'রে দেবে?"

অসিত কুমারের চক্ষুদ্বয় মুহূর্তের জন্য জলিয়া উঠিল। পরে সে ক্লান্ত স্বরে কহিল, "আমি আর বাদানুবাদ করতে পারছি নে, অনু। আজকার রাত্রির মত আমাকে রেহাই দাও তুমি।" বলিতে বলিতে সে পালঙ্কের উপর একপার্শ্বে শয়ন করিয়া চক্ষুদ্বয় মুদিত করিল।

অনুরাধা ক্রুদ্ধ ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল বসিয়া রহিল। পরে কক্ষের আলোক নির্বাপিত করিয়া দিয়া, সবুজ আলো জালিয়া দিল ও স্বামীর নিকট হইতে দূরত্ব ব্যবধানে শয়ন করিয়া নীরবে পড়িয়া রহিল।

সেদিন রাত্রে এই দুইটি তরুণ-তরুণীর তপ্ত ও জালাভরা চক্ষু, নিদ্রা-দেবীর কোমল শীতল স্পর্শ হইতে গভীর রাত্রি অবধি বঞ্চিত রহিল। পরে কোন্ সময়ে যে তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল, কেহই জানিতে পারিল না।

পরদিন প্রাতে অসিত কুমার যখন বাড়ী যাইবার জন্য সজ্জিত হইতে-ছিল, তখন তরুণী লেখা কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া, পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট, অনুরাধার গম্ভীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া অসিতকে কহিল, "মা ব'লে দিলেন, ব্রেকফাষ্ট না ক'রে আপনি যেতে পাবেন না, জামাইবাবু। তা'ছাড়া তিনিও আপনাকে দয়া ক'রে দর্শন দিতে আসচেন।"

অসিতের মন প্রচণ্ড বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমাকে শুধু এক কাপ চা পাঠিয়ে দাও, লেখা। তা' হ'লেই হবে। অস্থির হ'য়ো না, বাবাকে ও মাকে প্রণাম না ক'রে আমি যাব না।"

লেখা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "আবার প্রণাম? না, না, ওসব কুসংস্কারভরা প্রথাগুলো এবার আপনি ত্যাগ করুন। ভদ্রসমাজে মিশতে হ'লে, ওসব পদরজ, চরণামৃতের ভয়ঙ্কর নেশাগুলো ছাড়তে হবে, জামাইবাবু।"

অসিত কুমার ক্রুদ্ধ হইতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহার সজ্জিত হওয়া শেষ হইয়াছিল, সে একটি চেয়ারে উপবেশন করিয়া কহিল, "ভদ্র-সমাজে মিশতে হ'লে, আর কি ত্যাগ করতে হবে, লেখা?"

কল্পনী লেখা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "শুনছ, দিদি-ভাই, তোমার ভালো-মানুষ, গোবেচারি স্বামী-দেবতার প্রশ্ন?"

অনুরাধা গম্ভীর স্বরে কহিল, "ফাজলামি করিসনি, ছোট।"

অসিত কুমার মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "তোমার দিদি রেগেছেন, লেখা। আর সে-ও ঐ একমাত্র হেতুতে, যে আমি ভদ্র-সমাজের উপযুক্ত নই ব'লে।"

লেখা বিদ্রূপভরা কণ্ঠে কহিল, "আপনার অহঙ্কার ত্যাগ করুন, জামাইবাবু। চোখ মেলে চাইতে শিখুন। ড্যাডি বলেন, যে-সব মানুষ অন্ধ সংস্কারের বশে কাজ করে, তাদের শুধু কৃপার পাত্র হিসাবেই ভাবা উচিত। তিনি আরও বলেন, অনেকে মিথ্যা-মর্যাদাবোধের মোহে নিজের ভবিষ্যৎ, নিজের সুখ, শান্তি আয়ত্তের মধ্যে পেয়েও হেলায় ত্যাগ ক'রে ভাবে, যে তা'রা এমন কিছু করেছে, যা'র তুলনা নেই পৃথিবীতে।"

অসিত কুমার হাসিতেছিল. সে কহিল, "সত্যি বলছি, লেখা, তোমার কথা শুনে, আমার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হচ্ছে। এখন দয়া ক'রে, আমাকে এক কাপ চা খাইয়ে দিলে, খুব খুশি হই, ভাই।"

লেখা কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে লেডি পালিত, দুইজন খানসামার সহিত প্রবেশ করিলেন। খানসামারা অসিতের জন্য ব্রেক-

মুটে লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা কক্ষমধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর পুস্তকগুলি সাজাইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

লেডি চন্দ্রলেখা পালিত, একটি কোচের ভিতর তাহার বিশাল দেহ রক্ষা করিয়া কহিলেন, "ব্রেক্‌ফাষ্ট করো. অসিত: এস, বস, বাবা!"

অসিত কোন কথা না বলিয়া ব্রেক্‌ফাষ্ট করিতে বসিল। লেডি চন্দ্রলেখা মুহূর্ত কয়েক নীরবে, কন্যা অনুরাধার গম্ভীর ও নত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে আহার-রত জামাতার দিকে ফিরিয়া কিছু সময় নীরবে থাকিয়া. অসিত যখন চা পান করিতে লাগিল, তখন কহিলেন, "তা'হ'লে ঐ ডিসেম্বরেই গৃহ-প্রবেশের দিন স্থির রইল, অসিত?"

অসিত ইহার জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে শান্ত কণ্ঠে কহিল, "গত রাত্রে আমি অনুকে যা' বলেছি—আপনি হয়তো শুনেছেন। আমি মা'কে ও বাবাকে আপনার কথা জানাব। তাঁরা যদি…"

অসিত বাধা পাইল, লেডি চন্দ্রলেখা উচ্চাঙ্গ ধরণের মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন "বোকা ছেলে! যা'দের সংস্রব থেকে রক্ষা করবার জন্যই আমাদের এই আয়োজন, তুমি অনুমতি নিতে চাও তাদেরই? ওরে অনু, ও-মা ছোট, অসিত কি বলে শোন্!" বলিতে বলিতে তিনি হাসিয়া উঠিলেন ও পুনশ্চ কহিলেন, না, না, ওসব পাগলামি করলে চলবে না, বাবা। স্যর পালিত বলছিলেন, যে আমাদের অসিত যে-গৃহেরই সন্তান হোক, সে যথার্থ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ছেলে। সে নিজের ভবিষ্যৎ, সুখ, শান্তি কিছুতেই অন্ধ গোঁড়ামীতে নষ্ট করবে না।"

লেডী চন্দ্রলেখা নীরব হইলেন। তিনি অসিতের মুখের দিকে চাহিতে দেখিলেন, তাহার মুখভাব রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ভাবিলেন, যে জামাতা তাহার নির্বুদ্ধিতা প্রসূত উক্তির জন্য লজ্জিত হইয়াছে। তিনি মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, বুঝতায়, তোমার

নিজের গর্ভধারিণী মা আছেন, তা'হ'লে না হয় তোমার কথার অর্থবোধ হ'ত। কিন্তু বিমাতা ও বৈমাত্রেয় বোনের জন্য তুমি নিজেকে আহুতি দেবে, আমরা যে স্বপ্নেও তা ভাবতে পারি না, অসিত। রাধা বলে, তোমার বৈমাত্রেয় বোনের বিবাহের বয়স কবে পার হয়ে গেছে। তা'র বিবাহ দেবার জন্য যে-অর্থের প্রয়োজন, সে-অর্থ তোমাদের নেই। সেজন্য তুমি নাকি পৈত্রিক বাড়ীটা বিক্রয় করতে মনস্থ করেছ। শুনে হাসব, না, রাগ করব ভেবে পেলাম না আমরা। ভাবলাম, নিশ্চয়ই তোমাকে ভাল-মানুষ পেয়ে তোমার বিমাতা নিজের ষোলআনা স্বার্থ সিদ্ধি ক'রে নিচ্ছে। তা' ছাড়া অত বড়ো ধাড়ী মেয়ে বিয়ে না দিয়ে ঘরে রাখাও সমীচীন নয়, বাবা। একটা দ্বিতীয় পক্ষ, কি তৃতীয় পক্ষ যা'র হাতে হো'ক তুলে দাও, পাপ বিদেয় হয়ে যা'ক। এ কি, তুমি যাচ্ছ কোথায়, অসিত? এখনও যে.... ....'

অসিত ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, সে আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত করিয়া কহিল, "আমার অপেক্ষা করবার আর সময় নেই। আমি এখন যাচ্ছি, আমি......"

লেডি পালিত বিস্ময়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কহিলেন, "কিন্তু আমার কথা যে এখনও শেষ হয়নি! তা' ছাড়া গৃহ-প্রবেশ উৎসব কেমন জাঁক-জমকে করতে চাও, স্যর পালিতের সঙ্গে সে-বিষয়ে আলোচনা করবে চল। এই মুখপোড়া মেয়ে, ছোট, ধর্ আমাকে, তুলে দে—রে। অসিতকে তোর বাবার কাছে নিয়ে যাই আমি।"

চন্দ্রলেখা মাতার একখানি হাত ধরিয়া কহিল, "ধরছি তোমাকে, তুলেও দিচ্ছি তোমাকে, কিন্তু জামাইবাবু চ'লে গেছেন, তাঁকে নিয়ে ড্যাডির কাছে যাবার সুযোগ আজ আর পাবে না।"

লেডি চন্দ্রলেখা ক্ষণকাল স্তম্ভিত দৃষ্টিতে দ্বারের বাহিরে যেখানে

অসিতকুমার মুহূর্ত কয়েক পূর্বেও দাঁড়াইয়াছিল, সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন, "দেখছি, যত সহজে পোষ মানবে ভেবেছিলাম—তা হবে না। নিশ্চয়ই বাবাজীবনকে ওষুধ করেছে, ওর সৎ-মা। নইলে..." এই অবধি বলিয়া তিনি এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "রাধা, তোর ননদ নাকি মুহূর্তের জন্যও অসিতের কাছ ছাড়া হয় না—সেদিন বলছিলি ?"

অনুরাধা তাহার মাতা'র প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া কহিল, "কি করবে সে বেচারী ? না আছে একটা চাকর, না আছে কিছু! আছে মাত্র একটা ঠিকে-ঝি। সবই ত ওকেই করতে হয়!"

লেডি চন্দ্রলেখা যে-গৃহ হইতে আসিয়াছিলেন, সে গৃহের অধিবাসীরা কদাচিৎ কখনও গঙ্গাস্নান করিবার জন্য কলিকাতায় আসিত। তিনি বর্তমানে কলিকাতায় যে-সমাজের গর্বে অন্য সমাজের মানুষকে মানুষ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না, সেই সমাজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তাঁহার বিবাহের পূর্বে ও বহুদিন পরে পর্যন্ত ছিল না। বর্তমানে স্যর রাজেন্দ্র, অতীতের রাজেন বাবু এক মধ্যবিত্ত গৃহের সন্তান ছিলেন। তিনি জীবনে উন্নত হইবার জন্য সাধারণ মানুষ অপেক্ষা বেশী সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি পাটের ব্যবসায়ে মিলিওনেয়ার ও পরে নাইট উপাধিতে ভূষিত হইয়া, স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া কয়েকবার ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া, ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের শিরোমণি হইয়া বসিয়াছিলেন। অবশ্য যাঁহারা লেডি চন্দ্রলেখার ইতিহাস জানিতেন, তাঁহারা স্বামীর অর্থ-সম্পদ ও উপাধির প্রভাবে, সম্মুখে মস্তক অবনত করিলেও, পশ্চাতে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে মুখর হইয়া উঠিতেন। লেডি চন্দ্রলেখার নাম, তাঁহার বিবাহের সময় নিস্তারিণী-জাতীয় থাকিলেও, সুসভ্য সমাজের বহু আধুনিক অভিজাতের মত নাম

পরিবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি অনুরাধার উক্তি শুনিয়া কহিলেন, "বিশ বছরের সোমত্ত মেয়ে ঘরে রাখা আর ত চলবে না, রাধা। যেমন করেই হোক, ও-পাপকে বিয়ের করতে হবে। নইলে বাবাজীবনকে সায়েস্তা করা যাবে না।

তরুণী লেখা মাতার ঘৃণ্য উক্তি শুনিয়া কহিল, "ছিঃ, মা, ওসব কি তুমি বলছ? দিদির ননদ, সতী দেবীকে আমি দেখেছি। তাঁর মত মেয়ে, আমাদের সমাজেও বেশী নেই। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, তেমনি মিষ্টি কথা। সত্যি, দিদি, তোমার ননদকে আমার এত ভাল লেগেছে।"

লেডি চন্দ্রলেখা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "চুপ কর, মুখপোড়া মেয়ে। আমার চোখে ধুলো দেবে, তেমন মেয়ে এখনও জন্মায় নি। ওরে, আমি সব বুঝি, সব জানি। আমি আজ নতুন আসি নি।"

অনুরাধা পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া কহিল, "পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীটা ড্যাডিকে ভাড়া দিতে বল, মা। ও-বাড়ীতে কোন দিনই আমাদের যাওয়া হবে না?"

লেডি চন্দ্রলেখা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "হবে না! কেমন না হয়, আমি দেখছি। বাবাজীবন যদি শান্ত সুবোধ ছেলের মত আমাদের আদেশ না মানে, তা'হলে করাচ্ছি অফিসারী-চাকরী তা'কে! হঁ, আমাকে চেনে না এখনও!" বলিতে বলিতে তিনি লেখার উপর ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

লেখা, অগ্রজার দিকে চাহিয়া কহিল, "এই একটা বছরেও জামাই-বাবুকে বশ মানাতে পারলে না, দিদি? বলি, তোমার কবে আর সে শক্তি হবে?"

অনুরাধা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "কাজ নেবো করিস নে, ছোট। ওর মত মা-বাবার গোঁড়া ভক্ত আমি আর দু'টা দেখি নি।"

"তা দেখ নি, বুঝলাম। তবে তোমার ঐ ভুবন-ভোলানো রূপ নিয়ে একটা বছর ধরে কি করেছ শুনি?" লেখা প্রশ্ন করিল। তাহার মুখভাব আরক্ত হইয়া উঠিল।

অনুরাধা হাসিয়া ফেলিল। সে কহিল, "তুই হ'লে কি করতিস?"

"আমি হ'লে?" তৎক্ষণাৎ লেখা দাপ্ত ভঙ্গিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি হ'লে এতদিন স্বামী-দেবতাকে ভেড়া বানিয়ে ফেলতাম। তুমি যে আস্ত একটি বোকারাম, তা' আমি জানতাম। কিন্তু তুমি যে এত বড়ো বোকারাম, তা আমি জানতাম না। বুঝেছি, তুমি শুধু নিজের দর্প আর আভিজাত্য নিয়েই দিন কাটিয়েছ। যেখানে ঠাঁই পাও নি, সেখানে উচ্চাঙ্গের মনোভাব দেখিয়ে, ভেবেছ তোমারই জয় হয়েছে, না, দিদিভাই?"

"মুখপোড়া মেয়ে! দিদির সঙ্গে বুঝি এমন ভাবে কথা বলতে হয়?" অনুরাধা অনুযোগ করিল।

লেখা মধুর শব্দে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "দিদি যদি নিজের সম্বন্ধে সচেতন না হন, তবে ছোটবোনের কর্তব্য নয় কি, তাঁকে সচেতন করা?" এই বলিয়া সে মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "রাগ ক'রো না যেন, দিদিভাই। আচ্ছা, গত বছরটা বোধ হয় দু'জনে ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক পাতিয়ে কাটিয়েছ? সত্যি বলতে হবে কিন্তু!"

অনুরাধার মুখভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে কোন উত্তর না দিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। লেখা কিছু সময় অপেক্ষা করিয়া কহিল, "এসব তোমার কি পাগলামো আর ছেলেমানুষী বলতো, দিদি-ভাই? আমি তোমাদের ছোট হলেও, আমার বয়স ত আর ছোট নেই! আমি কি

জানি না, যে পুরুষ মানুষকে বশ করতে হলে, মেয়েমানুষকে কিরূপ অভিনয় করতে হয়? তুমি যদি ধনের আর আভিজাত্যের গর্ব নিয়ে বসে থাক, তবে তোমাকে চিরদিন বসে থাকতেই হবে, দিদি-ভাই। কোনদিনই আধিপত্য করতে পারবে না।"

অনুরাধা সহসা দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আচম্বিতে এই অপ্রত্যাশিত পরিণতি দেখিয়া, তরুণী লেখা ভয় পাইয়া গেল। সে দ্রুত-পদে অগ্রজার নিকটে গিয়া তাহার হাত দু'টি ধরিয়া কোমল স্বরে কহিল, "আমার কথায় রাগ করলে তুমি, দিদিভাই? তুমি কাঁদছ, দিদিভাই? তুমি ত জানো, দিদি, আমাদের জামাইবাবুর মত মহৎ, তাঁর মত উদার, তাঁর মত চরিত্রবান, সহৃদয় এবং দৃঢ়চেতা পুরুষ যে-কোন সমাজের গর্বের ধন। আমার দুঃখ এই যে, তুমি এমন একটি পুরুষকে স্বামীরূপে পেয়েও বশ করতে পারলে না।"

অনুরাধা তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুচিহ্ন নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, "কি করতে হবে শুনি? তা'র পায়ে ধরে কি বলতে হবে, ওগো! আমাকে পায়ে রাখো, আমাকে যত পারো অনাদর করো, আমি একটিও কথা বলব না?'

তরুণী লেখা হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে হাসিতে কহিল, "জামাই-বাবু কোনদিন তোমার পায়ে ধরেছিলেন, দিদি?"

অনুরাধা শিহরিয়া উঠিল। সে কহিল, "ছিঃ ছোট, অমন মহাপাতকের কথা বলতে নেই, ভাই।"

লেখা একটি কৃত্রিম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আঃ, বাঁচলাম! রোগটা যত কঠিন ভেবেছিলাম, দেখছি তা নয়।" এই বলিয়া সে অগ্রজার মুখের দিকে চাহিয়া হাস্যমুখে পুনশ্চ কহিল, "মহাপাতক আবার হ'ল কেমনে শুনি? শ্রীভগবানের মুখ নিঃসৃত চির অমর গাথা, 'দেহি

পদপল্লব মুদারং !' তুমি কি ক'রে ভুলে গেলে, দিদি-ভাই ? অবশ্য কবি জয়দেবও ঐ শ্লোক লিখতে দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন, সত্যি। কিন্তু স্বয়ং ভগবান যদি শ্রীরাধার শ্রীচরণ কামনা করতে লজ্জিত ও পাতকগ্রস্ত না হ'য়ে থাকেন, তবে তোমার বেলাতেই তা' হবে কেন, দিদিভাই ?"

"দূর হ আমার সামনে থেকে !" এই বলিয়া অনুরাধা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

তখন লেখা গুণ গুণ করিয়া একটি গানের সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে সহসা সুর বন্ধ করিয়া আপনাকে আপনি কহিতে লাগিল, "যদি আমাদের এড়িয়ে, সত্য-পথ দেখতে না পাও, দিদিভাই, তা'হ'লে তোমার ভ্রম আর মাতৃদেবীর প্রভাব দূর করবার সাধ্য স্বয়ং বিধাতারও হবে না !"

অমনি ছায়া বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে দ্বার মধ্যস্থলে উদয় হইল। সে কহিল, "তুই কি পাগল হয়েছিস, ছোট ? শূন্য ঘরে কা'র সঙ্গে কথা বলছিস রে ?"

লেখা অপূর্ব ভঙ্গিতে ছায়ার দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমার আর আমার অদৃষ্টে কবে যে শূন্যতা ঘুচবে, মেজ, তা ভগবানই জানেন। কিন্তু ভাই, সেজন্য কথা বলা বন্ধ রাখতে হ'লে যে বোবা হ'য়ে যাব, ভাই। আচ্ছা, এখন আসি আমি। তুমি দিদির অর্গ্যান বাজিয়ে একটা দীপক রাগ ধরো।" এই বলিয়া সে দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অন্দর মহল হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া, অসিত কুমার যখন বহির্মহলে উপস্থিত হইল, তখন একজন ভৃত্য তাহার সম্মুখে আসিয়া কহিল, "বড়ো সাহেব আপনাকে স্মরণ করেছেন, জামাইবাবু। আসুন।"

অসিত বিহ্বল দৃষ্টিতে ভৃত্যের দিকে চাহিয়া কহিল, "কোথায় তিনি?"

ভৃত্য একবার প্রশস্ত হলঘরের দিকে চাহিয়া কহিল, "ঐ যে বড়ো-সাহেব দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"

অসিত বুঝিল তাহার গোপনে পলায়ন করিবার কোন পথই নাই : সে ধীরে ধীরে, শ্বশুর মহাশয়, স্যর রাজেন্দ্র পালিতের সম্মুখে গিয়া, তাঁহাকে নত হইয়া প্রণাম করিতে গেলে, তিনি দুই হাতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া উচ্চাঙ্গ হাস্যে কহিলেন, "হয়েচে, ইয়োংম্যান্ হয়েচে! আজকাল ওসব কুপ্রথা আর চলে না—বুঝেছ? ইউরোপ তথা লণ্ডনে গিয়ে দেখ, তাঁরা কিরূপ সুরুচিসম্পন্ন প্রথায় সেক্‌হ্যাণ্ড ক'রে অভ্যর্থনা জানান। দেখ, ইয়োংম্যান, দেশ আমাদের স্বাধীন হয়েচে, সত্য। তবে গণপরিষদের উচিত, ইউরোপীয় তথা ইংরাজী প্রথায় আমাদের দেশের আইন-কানুন তৈরী এবং সমাজ সংস্কার করা। এ বিষয় নিয়ে বিলাতের টাইম্‌স পত্রে একখানা পত্র আমি লিখেছিলাম। কিন্তু কতকগুলো গোঁড়া কংগ্রেসী আমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ক'রে জবাব দিয়েছিল।"

অসিত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে কোন উত্তর না দিলেও স্যর পালিতের নিকট তাহা ধরা পড়িল না। তাঁহার মন তখন গোঁড়া কংগ্রেসীর নিদারুণ চাবুক মারা জবাবের কথা স্মরণ করিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছিল

তিনি মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, "স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত হ'তে হয়। যারা শুধু পিকেটিং ক'রে, আর দেশের আইন অমান্য ক'রে জেল খেটেছে, শুধু, তা'রাই আজ হয়েছে দেশের সব জুইকৌড় নেতা। সেদিন, মিসেস ডেটো ঠিক কথাই বলেছিলেন, যে, 'কিছুদিন অপেক্ষা করুন স্যর পালিত, দেখবেন, ঐ সব অনভিজ্ঞ লোকেদের হাত থেকে দেশ-শাসনের ভার আপনাদের মত উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে এসেছে।' আমিও তা'ই ভাবি, ইয়োংম্যান। দেশ স্বাধীন হয়েছে। এই স্বাধীনতা বজায় রাখতে হ'লে, স্বাধীন দেশের আইন-কানুনে, রাজনীতিতে অভিজ্ঞ হ'তে হবে। আমাদের মত পৃথিবী ভ্রমণ ক'রে, জ্ঞানার্জন করতে হবে তবেই-না দেশকে সুশাসনে রাখতে পারা যাবে!" এই বলিয়া তিনি উচ্চাঙ্গ ধরণের মৃদু হাস্য করিলেন এবং আপনার উক্তিতে আপনি উদ্দীপ্ত হইয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আচ্ছা, ধরো, ইয়োংম্যান, যেন বাঙলাদেশ শাসনের ভার আমার হাতে এসে পড়ল। তা'হ'লে আমি সর্বাগ্রে কি করি, অনুমান করতে পার?"

অসিতকুমার অধৈর্য-চিত্তে দাঁড়াইয়াছিল, সে কহিল, "আমার একটু জরুরী কাজ আছে। আমি এখন যাই। অন্যদিন..."

বাধা দিয়া স্যর পালিত কহিলেন, "জরুরী কাজ অন্যদিন ক'রো। এখন বস, দরকারী কথাগুলো শিক্ষা ক'রে যাও।" এই বলিয়া তিনি বসিবার জন্য উদ্যত হইয়া সেখানে কোন চেয়ার দেখিতে না পাইয়া, অদূরে অপেক্ষমাণ ভৃত্যদের দুইখানি চেয়ার আনিবার জন্য আদেশ দিলেন।

অবিলম্বে দুইখানি চেয়ার আসিয়া উপস্থিত হইল। অসিতের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও একখানি চেয়ারে তাহাকে বসিতে হইল। স্যর পালিত অন্য চেয়ারে বসিয়া কহিলেন, "হাঁ, শোন। প্রথমেই আমি কংগ্রেসকে

যে-আইনী প্রতিষ্ঠান ব'লে ঘোষণা করি। আর যে-সব লোক দেশে সোভিয়েট প্রথায় গভর্ণমেন্ট গঠন করতে চায়, তা'দের শ্রেফ শূলে-বসাবার আদেশ দান করি। যা'রা উচ্চ-নীচ ভেদ তুলে' দিতে চায়, আর যাঁ'রা তা সমর্থন করে, তাদের কারাগারে বন্ধ রাখবার [illegible] আদেশ দিই। তারপর ঠিক ইংলণ্ডের ধরণে বাঙলা তথা গোটা [illegible] নতুন ক'রে ঢেলে সাজি। আচ্ছা, এইবার কল্পনা-দৃষ্টিতে একবার [illegible] দেখে বল, দেশের তখন কিরূপ হু হু করে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হ'বে?"

অসিতকুমারের মন ঘৃণায় জর জর হইয়া উঠিল। সে কহিল, "বিশেষ জরুরী কাজ আছে, অনুমতি করেন ত আমি যাই, বাবা।"

স্যর পালিতের চমক ভাঙিল। তিনি কহিলেন, "ওহো, তুমি বাড়ী যাচ্ছ? কিন্তু কৈ, মোটরের বন্দোবস্ত কেউ করে নি যে?"

অসিতকুমার ক্লান্তকণ্ঠে কহিল, "আজ্ঞে, মোটরের আবশ্যক নেই। আমাকে কয়েকটা জায়গা ঘুরে যেতে হবে।"

"সেজন্য মোটরের আরও বেশী প্রয়োজন, ইয়োংম্যান। স্যর পালিতের জামাই কখনও তাঁর বাড়ী থেকে হা-ঘ'রে ঘরের ছেলের মত পায়ে হেঁটে কোথাও যায় না। তা'তে তাঁর মাথা হেঁট হয়।" এই বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে একজন ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া, আপনার মোটর বাহির করিবার জন্য আদেশ দিলেন।

অসিতকুমার অসহায় দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল। স্যর পালিত মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "হাঁ, ভুলে যাচ্ছিলাম। আমার পার্ক স্ট্রীটের বাড়াটা বুড়ীকে দিয়েছি এবং ফারনিস্ করবার জন্য কাজও শুরু হয়েছে। তোমরা কবে গৃহ-প্রবেশ করবে? অবশ্য, তোমার মা বলছিলেন যে, পবিত্র বড়দিনে একটা উৎসবের মত ক'রে, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান করা হবে। বলা বাহুল্য, আমিও সম্মত হয়েছি।"

অসিতকুমার নীরবে বসিয়া রহিল। স্যর পালিত ক্ষণকাল চিন্তামগ্ন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "অবশ্য, মাঝে মাঝে তোমার বাপ-মাকে তাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখে আসবে। কারণ তোমার শাশুড়ী-মা'র একেবারে অনিচ্ছা যে, তোমার বাবা, কি মা-বোন পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকেন। তিনি বলেন যে, তা'তে তোমাদের নিরবচ্ছিন্ন সুখশান্তির ব্যাঘাত ঘটবে। আমি অতীতে দেখেছি, ইয়োংম্যান, তোমার শাশুড়ী-মা'র বাক্য, বাইবেল—একেবারে বেদবাক্য!"

এমন সময়ে একখানা মোটর আসিয়া গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়াইল। অসিত যেন বাঁচিয়া গেল। সে চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিয়া স্যর পালিত কহিলেন, "আচ্ছা, এস ইয়োংম্যান।" এই বলিয়া তিনি অসিতের সহিত করমর্দন করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।

অসিত কুণ্ঠিত মনে নত হইয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নাইট উপাধিধারী সাতিশয় বিলাত-ভক্ত শ্বশুরকে প্রণাম জানাইয়া ক্ষিপ্রপদে মোটরে আরোহণ করিল।

এমন সময়ে ধূমকেতুর মত অকস্মাৎ লেখা সেখানে উপস্থিত হইল এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে অসিতকে সেখানে দেখিয়া, দ্রুতবেগে মোটরের নিকট গিয়া কহিল, "না, পালাতে দেব না। নেমে আসুন, জামাইবাবু!"

অসিত বিপদ গণিল। সে কাতরস্বরে কহিল, "কোন উপায় নেই লেখা।" এই বলিয়া সে সোফারের দিকে চাহিয়া কহিল, "মোটর ছাড়ুন।"

"না, অপেক্ষা করুন।" এই বলিয়া লেখা, অসিতের নিকট দাঁড়াইয়া নতস্বরে কহিল, "ড্যাডিকে বল্ব নাকি, আপনি রাগ ক'রে চলে যাচ্ছেন? বল্ব?"

অসিত অত্যন্ত বিপদগ্রস্তের মত কাতর স্বরে কহিল, "তুমি হৃদয়হীনা নও, লেখা। তুমি যদি আমার মনের বর্তমান অবস্থা বুঝেও না-বোঝার ভাণ করো, তবে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে আর পরিত্রাণ থাকবে না। লক্ষীটি! ঐ শ্বশুরমশায় এখানে আসছেন। আমাকে যেতে দাও, ভাই।"

কল্যাণী লেখা মুখ টিপিয়া মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "তবে আমাকে কথা দিন, আপনি বুধবারের ছুটিতে এখানে আসবেন? যদি সম্মত হন, তবেই শুধু আপনাকে যেতে দেব। নইলে...."

অসিতকুমার, জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সম্মুখের খড়কুটোও চাপিয়া ধরে, তেমনি ভাবে বর্তমান অবস্থা হইতে রেহাই পাইবার জন্য কহিল, "বেশ, তাই হবে, লেখা।"

কল্যাণী লেখা কহিল, "মনে থাকবে ত? ভদ্রলোকের কিন্তু এক কথা!" এই বলিয়া সে সোফারের দিকে চাহিয়া কহিল "চালান, মামাবাবু।"

মোটর তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। স্যর পালিত কন্যার নিকটে আসিয়া হাস্যমুখে কহিলেন "দেখলাম, অসিতের বোঝবার শক্তি আছে। সে আমার প্রত্যেকটি মতবাদ বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে, লেখা।"

"নিশ্চয়ই নেবেন, ড্যাডি। আপনার অভিমতে প্রতিবাদ জানাতে এমন দুঃসাহস কা'র হবে, ড্যাডি?" এই বলিয়া লেখা এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "মা একবার ভিতরে ডাকছেন, ড্যাডি।"

স্যর রাজেন্দ্রের মুখভাব ম্লান হইয়া গেল। তিনি উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, "কেন রে, মা? কারুর ওপর রেগেছেন নাকি?"

লেখা হাস্যমুখে কহিল, "হ্যাঁ, ড্যাডি। দিদির আর জামাইবাবুর

তোমার লোকেরা অত্যাচার বেশেছেন, ড্যাডি। আপনি আসুন, যাকে যা শাস্তি করবেন।"

স্যার রাজেন্দ্র সমর স্বরে কহিলেন, "বাগিচের আর পাহুর ওপর? কেন মা, তাঁরা কি করেছে?"

"জানি না, ড্যাডি। আপনি আসুন। নইলে মা এখনি এখানে উপস্থিত হবেন।" বলিতে বলিতে লেখা দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

স্যার রাজেন্দ্র বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন। তিনি যদি কখন কিছু ভীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন, তবে তাহা হইতেছে, তাঁহার পত্নীর ক্রোধ ও তাঁহার ক্রুদ্ধ মুখের ভাব! তিনি তৎক্ষণাৎ অন্দর-মহল অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি এই ভাবিয়া স্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন, যে জামাতা বাবাজীবন যাহাই করিয়া থাকুন, তিনি এখন সকল ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

স্যার পালিত তাঁহার শয়ন-কক্ষের দ্বারে আসিয়া কহিলেন, "আবার কি হ'ল?" বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, লেডি পালিত তাঁহার মুখ কালবৈশাখীর আকাশের মত গম্ভীর করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি দ্বিতীয় কথা বলিতে সাহস না পাইয়া ধীরে ধীরে একটি কৌচের উপর উপবেশন করিলেন ও স্ত্রীর বিস্ফোরণের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলেন।

লেডি চন্দ্রলেখা একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া কহিলেন, "আমি তখনই ব'লেছিলাম, যে বাবাজীর ধরণ-ধারণ তেমন সুবিধের নয়। কিন্তু তুমি কি বলেছিলে, মনে ক'রে দেখ?"

স্যর পালিত কিছুই মনে করিতে না পারিয়া কহিলেন, "ইয়োংম্যান কি তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে যায় নি? কিন্তু সে ত বহুক্ষণ ধ'রে আমার সঙ্গে আলোচনা ক'রে, তবে......"

লেডি চন্দ্রলেখা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, "আমাকে অপমান

ক'রে গেছে, তোমার সঙ্গে আলাপ করছিল? বাবাজীবন বড়ো [illegible] [illegible]।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার গণ্ডে একখানি হাত রাখিয়া স্বামীর মুখের উপর চাহিয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মানা কন্যার উপর নিবদ্ধ হইলে, তিনি উচ্চস্বরে কহিলেন, "এই লেখা, শুনে যা। বলে যা তোদের ড্যাডিকে, অসিত আমাকে কি রকম অপমান ক'রে গেছে।"

চন্দ্রলেখা মাতার ক্রোধবহ্নি-সীমার ভিতর যেমন আচম্বিতে [illegible] আসিয়াছিল, মাতার আহ্বানে কর্ণপাত না করিয়া, তেমনি সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল। শুর পালিত বিপর্যয় গণিয়া কহিলেন, "কি হয়েছে, তুমিই বল? আর ইয়োংম্যান যে তোমাকে অপমান ক'রে যাবে, আমি ভাবতেও পারি না, চন্দ্রলেখা। নিশ্চয়ই তোমার ভুল হয়েছে।"

লেডি চন্দ্রলেখার মুখভাব কুৎসিৎ আকার ধারণ করিল এবং তিনি একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া কিছু বলিতে উদ্যত হইয়াই, সহসা নীরব হইলেন এবং কোচ হইতে বিরাট দেহ অতি কষ্টে মুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "দাঁড়াও, তোমার ত আমার কথা বিশ্বাস হয় না! লেখা এসে বলুক, সে যা' দেখেছে, আর শুনেছে। তারপর বাবাজীবনকে কি ভাবে সায়েস্তা করা যাবে, তা' আমি তোমাকে বল্‌ব।" বলিতে বলিতে তিনি ক[illegible] হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শুর পালিত, যিনি কিছু সময় পূর্বে দেশের স্বাধীনতা ও উন্নতি বজায় রাখিবার জন্য যুগপৎ মূল্যবান গবেষণা মূলক উপদেশ দান এবং বহুজনকে ফাঁসি ও শূলে দিবার আদেশ দিতেছিলেন, তিনিই ক্রুদ্ধা ও মুখরা পত্নীর ভয়ে মূক-প্রায় হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার এমন শক্তি রহিল না, যে তিনি পত্নীকে তাঁহার কি বলিবার আছে, তাহা বলিবার জন্য বাধ্য করিতে পারেন।

একজন ভৃত্য প্রবেশ করিয়া বলিল, "রায় বাহাদুর স্থূলে জমিদার এসেছেন, বড়ো সাহেব।"

স্যর পালিত কহিলেন, "তাকে অপেক্ষা করতে বল্। আমি ব্যস্ত আছি।"

"তিনি বল্লেন হুজুর, যে তাঁর অপেক্ষা করবার সময় নেই। বিশেষ প্রয়োজনে অবিলম্বে আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।" ভৃত্য সভয়ে নিবেদন করিল।

স্যর রাজেন্দ্র তাঁহার মনের ক্রোধ প্রকাশ করিবার অজুহাত পাইয়া, সক্রোধে কহিলেন, "দূর হ' হতভাগা! বল্‌গে যা, আমি একটু পরে যাচ্ছি।"

ভৃত্য দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

স্যর রাজেন্দ্র বসিয়া রহিলেন।

[৬]

বাড়ীতে মোটর উপস্থিত হইলে, অসিতকুমার আঙ্কেলের মত মোটর হইতে অবতরণ করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। সে যখন নীচে পিতার উপবেশন কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইল, দেখিল, পিতা একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিতেছেন।

অসিতকে দেখিয়া, পিতা সারদাচরণ বাবু উল্লসিত স্বরে কহিলেন, "এই যে, এসেছিস, অসি। শোন, এদিকে।"

অসিতকুমার পিতার আহ্বানে কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিলে, পিতা সন্ন্যাসীকে দেখাইয়া পুনশ্চ কহিলেন, "ইনিই আমার পরমারাধ্য গুরুদেব। এঁকে প্রণাম কর, বাবা।"

অসিতের দৃষ্টি সন্ন্যাসীর প্রতীভাদীপ্ত মুখের উপর মুহূর্তের জন্ত

নিবদ্ধ হইল। তাহার মন শ্রদ্ধাভারে অবনত হইয়া পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীকে গড় হইয়া প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী, অসিতের দুই হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া তাঁহার সম্মুখে বসাইলেন ও নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে কিছু সময় চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "ভয় কি, বাবা? প্রাকৃতিক নিয়মে ঝড় ওঠে, বজ্র হুঙ্কার ছাড়ে, মেঘে মেঘে সূর্যদেব ঢাকা পড়েন, পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়।' কিন্তু সত্যিই ত আর রাত্রি হয় না, বাবা! সর্বদা কর্তব্যে মনোযোগী থাক, সর্বদা তাঁকে স্মরণ ক'রে আপন কর্তব্য ক'রে যাও। বাধা বিঘ্ন চারিদিকে যতই ভিড় জমুক, একে একে সব কোথায় যে অদৃশ্য হ'য়ে যাবে, তা'র ঠিকানা থাকবে না।"

সারদাচরণবাবু সশ্রদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "আমার একমাত্র সন্তান, প্রভু! এর মুখের দিকে চেয়েই আমি শান্তিতে নিজের কার্য নিয়ে ব্যস্ত থাকি।"

সন্ন্যাসীর মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। তিনি অসিতের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মানুষ যখন ভাবে, সে নিজেই সব করছে, তা'র নিজ শক্তিই তাকে উন্নতির চরম শিখরে তুলে দিয়েছে, তখন ভগবান হাসেন, বাবা। হঠাৎ এমন এক ক্ষণ এসে উপস্থিত হয়, যে উন্নতির চরম শিখর থেকে, মানুষ অসহায়, নিরুপায় হ'য়ে অবনতির অতল গর্ভে লোক চক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর তখনই সে ভগবানের উদ্দেশে কাতরস্বরে বলে, 'প্রভু! আমাকে রক্ষা কর! আমাকে দয়া কর!'" এই বলিয়া তিনি মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "শোন, বাবা। কোন দিকে না চেয়ে, তোমার কর্তব্য-কর্ম ক'রে যাও। তোমার দায়িত্ব পালন ক'রে যাও। তাকেই আমি কর্তব্য-কর্ম বলি, যা' সাধন করতে সারা মন এক অনির্বচনীয় শান্তি ও তৃপ্তিতে ভরে ওঠে।" এই বলিয়া তিনি নীরব হইলেন।

সারদাচরণ কহিলেন, "গুরুদেব, সিদ্ধপুরুষ, আস। এতদিন হিমালয়ে কঠিন তপস্যা করছিলেন, মাত্র দুটি দিনের জন্য কলকাতায় আমাকে দর্শন দিতে এসেছেন।" এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "বৌমা আমার ভাল আছেন ?"

অসিত নত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "হাঁ, বাপি।"

"তাঁকে আনবার জন্য যে দিনস্থির করেছি, তোমার শ্বশুর শ্বশ্রূমাকে তা' বলেছ ?" সারদাচরণ বাবু প্রশ্ন করিলেন।

অসিতকুমার নত মুখে বসিয়া কহিল, "না, বলা হয় নি, বাপি।"

সারদাচরণবাবু সস্নেহ হাস্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিলেন, "পাগল ছেলে আচ্ছা, আচ্ছা, আমি তোমার শ্বশুর মাশয়কে একখানা পত্র লিখে জানিয়ে দিচ্ছি। তুমি এখন ভিতরে যাও, অসি। পোশাক ছেড়ে ফেল-গে।"

অসিত তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী একবার অসিতকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া, সারদাচরণের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "নেই-বা বৌমাকে এখন নিয়ে এলে, সারদা। মা আমার সন্তান-সম্ভবা হয়েছেন এ সময়ে·········"

যুগপৎ পিতা ও পুত্র প্রবল বিস্ময়ভরে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সন্ন্যাসী ধীর ও শান্ত কণ্ঠে পুনশ্চ কহিলেন, "তোমরা বিস্মিত হয়েছ, না ? কিন্তু সত্যই বউমা সন্তানবতী হয়েছেন। তাই বলছিলাম, এ সময়ে তাড়াতাড়ি না ক'রে মা'কে আমার তাঁর পিত্রালয়ে রাখাই সমীচীন কাজ হবে না-কি ?" এই বলিয়া তিনি মৃদু হাস্য করিলেন, ও পুনশ্চ কহিলেন, "তা' ছাড়া বর্তমান সময়টাও বৌমাকে এখানে আনবার পক্ষে উপযোগী নয়, সারদাচরণ।"

অসিতকুমার প্রচণ্ড বিস্ময়ের সহিত, সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। সে

চনিল, সন্ন্যাসী বলিতেছেন, "উতলা হবার কিছু নেই, সারদা। তবে জীবনের চলা-পথে মেঘ-ঝড় আছেই বাবা! সেজন্য ভয় পেয়ে পথ-চলা বন্ধ করা চলে কি, সারদা?"

অসিত বাড়ীর ভিতর ভিতরে গমন করিল এবং দালানে উপস্থিত হইয়া, ভগিনী সতীকে তাহার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিতে দেখিয়া, সে মৃদু হাসি করিয়া কহিল, "তোর কাজ সারা হ'লে একবার আমার ঘরে আসিস বোন। হাঁ, তার আগে বল, মা ত ভাল আছেন?"

ভগিনী সতী অগ্রজের মুখভাব, কণ্ঠস্বর এবং বলিবার ধারা লক্ষ্য করিয়া মুহূর্ত কয়েক নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে কহিল, "হাঁ, মা ভাল আছেন। তা' ছাড়া আমার কাজও সারা হয়ে গেছে। তুমি পোশাক ছেড়ে ফেল। আমি তোমার জন্য এক কাপ কফি তৈরী ক'রে নিয়ে এখনই আসছি।"

অসিত আর কোন কথা না বলিয়া, তাহার শয়ন-কক্ষে গমন করিল এবং পোশাক পরিবর্তন না করিয়াই সে সোফার উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া রহিল।

অবিলম্বে সতী এক কাপ ধূমায়মান কফি লইয়া অগ্রজের কক্ষে প্রবেশ করিল ও একটি টিপয়ের উপর কাপটি রাখিয়া, অগ্রজের বেদনাক্লিষ্ট মুখভাবের দিকে মুহূর্ত কয়েক চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ধীর স্বরে কহিল, "এবেলা যে ওঁরা ছেড়ে দিলেন, দাদা?"

অসিত কফি কাপে চুমুক দিতেছিল। সে কোন কথা না বলিয়া শুধু একটা কণ্ঠশব্দ করিল, "হুঁ।"

সতী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "'হুঁ' কি? নিশ্চয়ই তুমি জোর ক'রে চলে এসেছ?"

অসিত পুনরায় একই প্রকার শব্দ করিল, "হুঁ।"

সতী সাবস্ময়ে কিছু সময় নীরবে অগ্রজের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে কাতরকণ্ঠে কহিল, "কেন শুধু শুধু ঝগড়া ক'রে এলে, দাদা? বৌদি মনে কষ্ট পাবেন না?"

"বাজে বকিস্ নে, সতী। আমাকে কারুর সঙ্গে ঝগড়া করতে হয় নি। সে কাজটা তাঁরা বেশ পাকা করেই রেখেছিলেন। যেমন জোর-জবরদস্তি ক'রে আমাকে পাঠিয়েছিলে, তেমনি ফল ফলেছে। এবার দু' হাতে প্রাণভরে সেই গরল পান করি এস।" এই বলিয়া সে কাপটি টিপয়ের উপর রাখিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সতীর বিমূঢ় আভাস ভরা মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "বুঝতে পারছ না, না? অপেক্ষা কর, বেশী দিন উৎকণ্ঠা ভোগ করতে হবে না।"

সতী ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "কি সব বাজে যা তা বলছ, দাদা?" বলিতে বলিতে সে অগ্রজের একখানি হাত ধরিয়া কহিল, "কি হয়েছে, বলবে না আমাকে তুমি, দাদা?"

অমিয়কুমার তাহার হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া পালঙ্কের উপর উপ-বেশন করিল এবং সতীর দিকে চাহিয়া কহিল, "তাঁরা যে-কথা অবলীলা-ক্রমে আমাকে বলেছেন, সে কথা তোর কাছে বলতেও আমার সর্ব আত্মসম্মান বোধ-বিদ্রোহী হয়ে উঠ্ছে, সতী। আমাকে তুই মার্জনা কর, ভাই। আমি সে কথা তোর কাছে বলতে পারব না, বোন!" এই বলিয়া সে পালঙ্কের উপর শয়ন করিল।

সতী দুঃসহ বিস্ময়ভরে কহিল, "এমন কি কথা, দাদা, যে তুমি আমার কাছে বলতে পারবে না?" এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "থাক্, আমিও সে কথা শুনতে চাইনে, দাদা। —হাঁ, যা বলছিলেন, যে বৌদিকে এ বাড়ীতে আনবার জন্য দিনস্থিরের কথা তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীকে বলেছ ত?"

অসিত গম্ভীর স্বরে কহিল, "না।"

সতী ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে মুহূর্ত কয়েক চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "বেশ, মা'কে আমি বলি-গে। তুমি বিশ্রাম করো, দাদা।"

সতী বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইলে অসিতকুমার কহিল, "আচ্ছা, এখানে আয়, শোন্। তোকে আর উৎকণ্ঠার ভিতর রাখতে চাইনে, বোন্।"

সতী তাহার মনোভাব গোপন করিয়া কহিল, "নেই-বা আমাকে তুমি বলতে, দাদা?" বলিতে বলিতে সে পালঙ্কের নিকট আসিয়া, অগ্রজের পদতলের নিকট বসিল।

অসিতকুমার মুহূর্ত কয়েক দ্বিধাগ্রস্ত থাকিয়া তাহার শাশুড়ীর প্রস্তাবটি ভগিনীর নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করিল এবং পরে কিছু সময় নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "তোর বৌদি' নাকি এই বাড়ীতে যে দু'তিনবার এসেছিলেন, প্রত্যেক বারেই সেখানে ফিরে গিয়ে, তাঁর অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা করাতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপরেও কি আমি দিনস্থিরের কথা তাঁদের কাছে ব'লে উপহাসাস্পদ হতে পারি, সতী?"

তরুণী সতী বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল, সে তাহার অগ্রজের মুখের দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সে সহসা কোন কথা বলিতে পারিল না দেখিয়া অসিতকুমার ম্লান মৃদু হাস্যমুখে পুনশ্চ কহিল, "ভাবছিস, তোর দাদা কি-সব আবোল-তাবোল বকছে, না রে, সতি? আর তা'রই জন্য তোকে আমি এসব ব্যাপার জানাতে অস্বীকৃত হয়েছিলাম, ভাই।"

সতী প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া কহিল, "এসব কথা বাপিকে বলেছ, দাদা?"

অসিত শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "না, সতী, না। আমি মরে গেলেও, বাপিকে এসব কথা বলতে পারব না, বোন্। বাপির সকল আশা, সকল

তুমি ধ্বংসের উপলক্ষ্য আমি হ'তে পারব না। কি কুক্ষণেই যে এমন নির্বোধের মত কাজ করেছিলাম!" বলিতে বলিতে সে দুই করতলের উপর মুখ রক্ষা করিল।

সতী কোমলস্বরে ডাকিল, "দাদা!"

অসিতকুমার নিজেকে সংযত করিয়া, ম্লান মৃদু হাস্যমুখে ভগিনীর দিকে চাহিয়া কহিল, "না রে, ভাই, না। আমি আদৌ বিচলিত হয় নি, বোন। আচ্ছা, যা, আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। গতরাত্রে এই দুঃখ কথা শুনে মাথাটা এমন গরম হয়ে উঠেছিল যে, কিছুতে ঘুমুতে পারি নি, সতি।"

তরুণী সতী মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "আমার একটা বিষয়ে বিষম খটকা বাধে, দাদা। তোমাদের বিবাহ হয়েছে, প্রায় এক বছর হ'তে গেল। তা'র পূর্বে প্রায় বছর-দুই ধ'রে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, স্মর পালিতের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে বহুবার ওঁদের ওখানে যাতায়াত করেছিলে। আমি ভেবে হতবাক হই, এই দীর্ঘ সময়ের ভিতরও, না তুমি বৌদিকে, না বৌদি তোমাকে চিনতে পেরেছিলেন! সত্যই আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি, দাদা?"

অসিত ম্লান হাস্যমুখে কহিল, "মানুষ কি সহজে তার আসল রূপ বাইরে প্রকাশ করে, সতি? বিশেষভাবে নারী, তা'র সর্বোৎকৃষ্ট অংশটুকু, এমন কি কোন উৎকৃষ্ট অংশ না থাকলেও অভিনয় ক'রে দেখাবার প্রয়াস পায়। অনভিজ্ঞ যুবকেরা ভোলে। আমার ক্ষেত্রেও তা'র ব্যতিক্রম ঘটে নি, বোন।"

সতী একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া কহিল, "কিন্তু বাপি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে হয়তো তুমি সুখী হতে পারবে না। কিন্তু যা' হ'বার হয়েছে। এখন তোমাকে সব সহ্য ক'রে নিতে হবে, দাদা।"

অসিতকুমার ভগনীর উপর ক্রুদ্ধ হইতে গিয়া, সহসা হাসিয়া ফেলিল। সে কহিল, "দেখ, সতি, তোর মুখে ঐ সব গুরু-গম্ভীর উপদেশগুলো যে মানায় না, তা' কি তুই বুঝতে পারিস না?"

সতী মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "মানায় না কেন? বয়সে ছোট বলে? কিন্তু দাদা, আমি হ'লে কিছুতেই তোমাদের মত ভুল করতাম না।"

অসিত বংশুময় স্বরে কহিল, "তোর বৌদিও ভুল করেন নি, সতি। তাঁর পিতা-মাতা অথবা বোনেরাও কোন ভুল করেন নি। ভুল করেছিলাম শুধু আমি। আর আমাকেই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু আর না, ভাই—এবার আমি একটু ঘুমিয়ে নিই!" বলিতে বলিতে সে শয়ন করিল।

সতী কোন কথা না বলিয়া, কক্ষের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

[৭]

সর্বেশ্বরী দেবী কন্যা সতীর মুখে, পুত্র অসিতের শ্বশুর-বাড়ীর কাহিনী শুনিয়া মর্মাহত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্ষণকাল কোন কথা বলিতে পারিলেন না। সতী অধীর হইয়া কহিল, "একি মা, তুমি কোন কথা বলছ না যে? দাদা ত দুঃখে ক্ষোভে এমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন যে, সারারাত ঘুমুতে পারেন নি। এখন শুয়েছেন, মা।"

সর্বেশ্বরী শান্ত অথচ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "যা' একান্ত স্বাভাবিক পরিণতি, তা' যখন ঘটতে চলেছে, তখন বলবার কি আছে, সতি?"

সতী বিমূঢ় স্বরে ডাকিল, "মা!"

জননীর মুখে মৃদু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। তিনি কহিলেন, 'আমাদের অসি যদি বড়লোক হয়, আমাদের অসি যদি পাঁচজনের ভিতর একজন হয়, তবে সেজন্য দুঃখ কিসের আছে, মা? তবু

ভাবনা আমার তোর জন্য, সতি। উনি যা' পেন্সন পান, তা' আমাদের মোটা ভাত-কাপড়ের কষ্ট হবে না। তবে তোর বিয়ে…"

সতী যাতনায় অধীর হইয়া কহিল, "এখন তুমি কি বলছ, মা? তুমি কি ভাব, দাদা শ্বশুর-বাড়ীর প্রস্তাবে সম্মত হবেন? না, মা; তুমি যেন দাদার কাছে এমন ভাবে, কোন অভিমত প্রকাশ ক'রো না। তিনি তা হলে এমন মর্মাহত হবেন যে,…"

"কে মর্মাহত হবে, মা?" বলিতে বলিতে গৈরিক আলখাল্লা সারদাচরণ বাবু সেখানে উপস্থিত হইলেন।

সতী ব্যস্তভাবে একখানি গালিচা-কাটা আসন আনিয়া পিতাকে বসিবার জন্য বিছাইয়া দিল।

সারদাচরণ বাবু উপবেশন করিলেন ও, পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কিসের আলোচনা চল্‌ছিল, সর্ব?"

সর্বেশ্বরী ম্লান হাস্যমুখে কহিলেন, "না, না, তেমন কিছু ব্যাপার নয়।"

সারদাচরণ বাবু মৃদু হাস্য করিলেন। তিনি কহিলেন, 'তোমার কাছে কোন ব্যাপারই যে তেমন কিছু নয়, আমি জানি, সর্ব। তুমি যা পৃথিবীর চেয়েও সর্বংসহা!" এই বলিয়া তিনি কন্যার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "কি হয়েছে সতি, বল্ মা শুনি।"

সতী একবার মাতার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া, পিতার নিকটে বসিয়া ধীরে ধীরে, অগ্রজের শ্বশুর বাড়ীর প্রস্তাব জ্ঞাপন করিল এবং তাহার দাদা কিরূপ ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিয়া নীরব হইল।

সারদাচরণ বাবুর মুখে স্নিগ্ধ হাস্যালোক ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, 'এই বাজারে পার্ক ষ্ট্রীটের মত জায়গায় বাড়ী যদি এমনিই পাওয়া যায়, তবে এমন কে নির্বোধ আছে, মা, তা' অস্বীকার করবে? তাছাড়া

বৌমার যদি এ-বাড়ী সহ্য না হয়, তবে, না হয় আমরা সকলেই পাড়ি জুটে চলে যাব। সেজন্য ভাবনার অথবা মাথায় হাত দিয়ে বসে চিন্তা করবার কি আছে মা ?" বলিতে বলিতে তিনি সশব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন।

সতী তাহার আপন-ভোলা পিতাকে ভালরূপেই চিনিত। সে তাঁহার মুখের উপর বলিতে পারিল না যে, দাদার শ্বশ্রু-মাতা দাদাকে তাহাদের ভিতর হইতে ছিন্ন করিয়া লইবার জন্য আয়োজন করিয়াছেন। সতী নীরবে অসহায় দৃষ্টিতে একবার মাতার কাতরত মুখভাবের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

সারদাচরণ বাবুর হাস্যাবেগ প্রশমিত হইলে তিনি কহিলেন, "গুরুদেব বললেন, যে বৌমা সন্তানসম্ভবা হয়েছেন। তিনি সিদ্ধপুরুষ। তাঁর কথা মিথ্যা হবার নয়। তিনি নিষেধ করলেন, বৌমাকে এখন এখানে আনবার জন্য। তবে তিনি বৌমাকে আশীর্বাদ করতে চান। আগামী বুধবার রাত্রের মেলে আমি গুরুদেবের সঙ্গে হরিদ্বার চলেছি। সুতরাং একদিনের জন্য বৌমাকে এ বাড়ীতে আনতে হবে। অসি কি করছে, সতি ?"

সতী মৃদুস্বরে কহিল, "ঘুমুচ্ছেন, বাপি।"

সারদাচরণ বাবু কহিলেন, "আচ্ছা, থাক এখন। পরে আমি আসব শ্বশুরকে পত্র লিখে, বুধবার প্রাতে বৌমাকে আনবার জন্য অসিকে পাঠিয়ে দেব। উঃ, আজ শীতটা বড় জাঁকিয়ে পড়েছে। গুরুদেব ও আমার জন্য দু'কাপ কফি পাঠিয়ে দিস্‌ত, মা।" বলিতে বলিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সারদাচরণ বাবু সহসা চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "অসি, অসিত, একবার শুনে যা এখানে।"

সতী মৃদুভাবে কহিল, "বাবা ঘুমুচ্ছেন।" [illegible] তাঁর [illegible] তাঁর মুখের কথা মুখে রহিল। সে দেখিল যে, পিতার আগে অগ্রজ দ্রুতপদে আসিতেছেন। তিনি যে আদৌ ঘুমাইতে যায়েন নাই, অসিতের মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিতে সতীর বিলম্ব হইল না। সে সবিস্ময়ে অগ্রজের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সারদাচরণ বাবু, পুত্রকে সম্মুখে দেখিয়া কহিলেন, "এই যে, অসি। শুনলাম, তোমার শ্বশুর তোমাকে তাঁর পার্ক স্ট্রীটের বাড়ীখানা দিয়ে চেয়েছেন। শুনে অত্যন্ত খুশি হয়েছি, বাবা। ওর রাজেন্দ্রের ওপর আমার যে বিরূপ মনোভাব ছিল, তা' এবার দূর হয়ে গেল। হাঁ, মন দিয়ে শোন। গুরুদেব, বৌমাকে আশীর্বাদ করবেন ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। শোন, কত তপস্যার জোর থাকলে, তবে গুরুদেবের মত মহাত্মা অযাচিত ভাবে আশীর্বাদ করতে চান! যাক্, সে কথা শোন্, বাবা, আমি বুধবারে গুরুদেবের সঙ্গে হরিদ্বার চলেছি। সুতরাং বুধবার দিন প্রাতে বৌমাকে এ বাড়ীতে আসবার দিনস্থির করেছি। আজ রবিবার কাল বিকালে অথবা সন্ধ্যায় যে কোন সময়ে তুমি শ্বশুর-বাড়ী গিয়ে বৌমাকে এখানে এ-বাড়ীতে আনবার কথা জানিয়ে এস।' সতীর দিকে ফিরিয়া তিনি দ্রুত কণ্ঠে কহিলেন, "কৈ রে মা, কফি একটু শীগগির পাঠিয়ে দে। শীত যা পড়েছে আজ!' বলিতে বলিতে তিনি দ্রুতপদে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অসিতকুমার ও সতী উভয়ে উভয়ের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সর্বেশ্বরী দেবী, পুত্র ও কন্যার মনোভাব বুঝিয়া মৃদু হাস্যমুখে কহিলেন, "ওঁর কথায় অস্থির হ'তে হবে না, বাবা। সতি, আমি কফির জল চড়িয়ে দিয়েছি। অসি, তুই যা বাবা একটু ঘুমিয়ে নে। এর পরে আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করব, বাবা।"

অসিত বিষণ্ণ কণ্ঠে কহিল, "বাপিকে কে ভুল সংবাদ দিয়েছে, মা?"

সর্বেশ্বরী দেবী হাস্যমুখে কহিলেন, "কেউ ওঁকে ভুল সংবাদ দেয় নি, বাবা। তবে উনি ভুল ক'রে শুনতেই চিরকাল অভ্যস্থ। ওঁর ভুল আমি দূর ক'রে দেব এখন। তুই যা, বাবা, মিথ্যে উদ্বেগে অস্থির হয়ে নিজেকে পীড়িত ক'রো না।"

অসিত কুমার ধীরে ধীরে তাহার শয়ন-কক্ষের অভিমুখে চলিয়া গেল। সতী প্রথমে দুইকাপ কফি, পিতা ও তাঁহার গুরুদেবকে দিয়া আসিল এবং তৃতীয় কাপটী লইয়া অগ্রজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, অসিত একটি কৌচের উপায় বসিয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে। অসিত, সতীকে দেখিয়া কহিল, "বস্, সতি।" এই বলিয়া সে ধূমায়মান কফি কাপটি হাতে লইয়া একটি চুমুক দিয়া কহিল, "হাঁ, বাপিকে তুই কি বলেছিস, সতি?"

"সত্য কথাই বলেছি, দাদা।" সতী কহিল, "কিন্তু তুমি ত জান, তিনি সব কিছুরই ভালটুকু গ্রহণ ক'রে মন্দটুকু ত্যাগ করেন?"

অসিত বিব্রত স্বরে কহিল, "বাপি তাঁর গুরুদেবের সঙ্গে, তাঁর বহুদিনের সাধ, হরিদ্বার-যাত্রা করতে চলেছেন,। এসময়ে তাঁকে এসব চিন্তা থেকে দূরে রাখাই সমীচীন কাজ হ'ত না কি, সতি?"

সতী কহিল, "আমাকে বিশ্বাস করো দাদা, আমি মা'র সঙ্গে কথা বলছিলাম, হঠাৎ বাপি এসে উপস্থিত হন এবং জিজ্ঞাসা করেন, আমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছি? তাই তাঁকে যখন সব কথা বলতে বাধ্য হ'লাম, তিনি মাত্র এইটুকু বুঝলেন যে তোমার শ্বশুর মশায় তোমাকে তাঁর পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীখানা দিতে চেয়েছেন, আর তুমি নিতে চাও নি।" এই বলিয়া সে মৃদুস্বরে হাসিয়া উঠিল।

অসিত কহিল, "যা হবার হয়েছে। বাপির ভুল ভাঙবার কোন চেষ্টা যেন ক'রো না, তুমি।"

সতী মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "মা কি বলছিলেন জান, দাদা?"

অসিত কুমারের মুখভাব ম্লান হইয়া গেল। সে কহিল, "কি বলছিলেন রে?"

"মা বলছিলেন, যে তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, তোমার বড়লোক হওয়ার, এবং পাঁচ জনের ভিতর একজন হবার পথে কোন অন্তরায় তিনি মানবেন না।" এই বলিয়া সতী ম্লান মৃদু হাস্য করিয়া নীরব হইল।

অসিত কুমার গম্ভীর স্বরে কহিল, "নিশ্চয়ই তুমি মাকেও ভুল বুঝিয়েছ?"

সতী ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল, "মা-গো-মা! আমি পৃথিবীশুদ্ধ লোককে ভুল বোঝাতে আরম্ভ করেছি যেন!" এই বলিয়া সে মুহূর্ত্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "সত্যি, দাদা, মা'র অভিমতে এতটুকু অন্যায় কোথাও আমি দেখতে পাই নে।"

অসিত গম্ভীর মুখে বলিল, "তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়েছ কিনা!"

সতী হাসিয়া ফেলিল। সে কহিল, "বাপির হুকুম কখন তামিল করছ, দাদা?"

অসিত ম্লানস্বরে কহিল, "কি বিপদেই পড়লাম, ভাই।"

সতীর মুখভাব সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে বলিল, "বিপদ আবার কিসের, দাদা? তাঁরা বড়লোক সত্য, কিন্তু আমাদের মত মধ্যবিত্ত ঘরে যখন মেয়ে দিয়েছেন, তখন আর উপায় কি আছে? আমাদের বাড়ীর বউকে বাড়ীতে আনবার কথা বলতে যাওয়ায় এতটুকুও অপমান অথবা মর্য্যাদা হানির বাষ্পমাত্রও নেই। বরং তা' না করাই হচ্ছে তোমার পক্ষে, বাপির পক্ষে, আমাদের বংশের পক্ষে ঘোরতর

অপমানজনক ব্যাপার, দাদা। বৌদি ধনী পিতার কন্যা সত্য। কিন্তু তিনি যে তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, তেমনি সত্য, দাদা। তুমি নিজ অধিকার, দাবি তাঁদের ভয়ে ছেড়ে দেবে, এতবড়ো কাপুরুষ তুমি হবে, দাদা ?"

অসিত কুমার সবিস্ময়ে ভগিনীর উদ্দীপ্ত আভাস ভরা মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। কিছু পরে সে কহিল, "বেশ, আমি বাপির আদেশ তামিল করব, সতি। অসংখ্য ধন্যবাদ বোন !"

সতীর মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, "ধন্যবাদ, কেন, দাদা ?"

অসিত শান্ত কণ্ঠে বলিল, "আমি এতক্ষণ ভুল পথে চলেছিলাম, ভাই। তোর আগুনজ্বালা কথার আলোকে পথ দেখতে পেয়েছি।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "মানুষকে বর্তমানে বিচার করা হ'য়ে থাকে, অর্থের ওজনে। যা'র যত বেশী অর্থ আছে, সেই ব্যক্তি তত বড়ো-মানুষ। সুতরাং আমরা কি ভাবে এই মত-ধারাকে রুদ্ধ করতে পারি, বোনি ?"

সতী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "তোমার মত উচ্চশিক্ষিত যুবকের মুখে এরূপ প্রশ্ন আমি প্রত্যাশা করতে পারি না, দাদা। অশোক-দা' সে দিন বলছিলেন যে, অর্থ আমার নেই, সত্যি, তা' ব'লে আমি হীন ভেবে নিজেকে খাটো করব কেন ? তোমার অর্থ আছে, সে অর্থ তোমার, আমার কিছু অধিকার নেই তা'তে। তবে আমার অর্থ নেই ব'লে আমাকে অমানুষ ভাববার অধিকার তোমাকে দেব কেন ?"

অসিতকুমার ব্যগ্রস্বরে কহিল, "কৈ, অশোক ত অনেক দিন আসে নি রে ! কেন আর আসেনা বল্ ত ?"

তরুণী সতী হাস্য মুখে কহিল, "অনেক দিন কেন হবে, দাদা ? এই ত গত রবিবারে তোমরা দুজনে একত্রে বায়স্কোপে গিয়েছিলে ? আজ বোধ হয় তিনি আসবেন।"

যতীর কথা শেষ হইবার পূর্বেই, একজন পরিচারিকা প্রবেশ করিয়া কহিল, "অশোকবাবু এসেছেন, দিদিমণি।"

অসিত কহিল, "অশোককে ওপরে নিয়ে এস, অন্নদা।"

পরিচারিকা বাহির হইয়া গেল। অসিত ভগ্নির দিকে চাহিয়া কহিল, "যা ভাই, অশোকের জন্য কফি নিয়ে আয়।"

সতী হাস্য মুখে কহিল, "অশোকদা'র সঙ্গে তুমি গল্প করো, দাদা। আমার দশ মিনিটের বেশী বিলম্ব হবে না।"

(৮)

অশোক, অসিতের সহপাঠী ও অভিন্নহৃদয় বন্ধু। অসিত কুমারের সহিত একসঙ্গে বি, এ, পাশ করিয়া, অশোক তাহার পিতার ব্যবসায়ে সহকারী ম্যানেজাররূপে ব্যবসায় শিক্ষা করিতেছে।

অশোক পরিচারিকার আহ্বানে অসিতের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আমি ত ভাবতে ভাবতে আসছিলাম যে, তোমার টিকিটির দেখাও পাব না। কিন্তু এমন অসময়ে বাড়ীতে রয়েছ যে?"

অসিতকুমার গম্ভীর স্বরে কহিল, "তা' হ'লে এই কথাটাই তুমি বল্‌ছে যে, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে, আমার দেখা পেয়ে তুমি হতাশ হয়েছ?"

অশোক প্রাণখোলা স্বরে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "তুমি যে বাঙ্‌লা ভাষার একজন অথরিটী তা' আমি জানি। সত্যই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব, এই উদ্দেশ্য নিয়ে আসি নি। আমি এসেছিলাম, সতীর একটা অনুরোধ পালন করার জন্য।"

অসিতকুমার মুখভাব একই প্রকার রাখিয়া কহিল, "তবে তার কাছেই যাও। আমাকে একটু ঘুমুতে দাও।"

"কেন, গত রাত্রি কি জাগরণেই কেটেছে?" অশোক প্রশ্ন করিল।

অসিত কহিল, "ধ'রে নাও, তাই হয়েছে।

"তবে প্রভাতেই প্রত্যাগমন হ'ল কেন?" অশোক প্রশ্ন করিল।

অসিত কুমার গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "তা' বুঝতে হ'লে একটু বুদ্ধি-বৃত্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে। তোমার মত নীরেটের ওসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা—অনধিকার চর্চা মাত্র।

অশোক মুহূর্ত কয়েক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "ব্যাপার কি বল ত? গিন্নীর সঙ্গে বিবাদ ক'রে আস নি ত?"

অসিতকুমার কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে তরুণী সতী দুই কাপ ধূমায়মান কফি লইয়া কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল এবং উভয় বন্ধুর দিকে একবার চাহিয়া হাস্যমুখে কহিল, "বন্ধুদের ভিতর সদালাপের কোন আভাসই দেখছি না যে! তবে কি দাদা এখানেও জের টেনে চলেছেন, অশোকদা?"

অশোক মৃদু শব্দে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "তুমি আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে আমাকে বাধিত করলে, ভাই।" এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত নীরবে অসিতের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, তরুণী সতীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "আচ্ছা, ও আলোচনা পরে হচ্ছে। দাও, কফি আবার না ঠাণ্ডা হয়ে যায়।" বলিতে বলিতে সে সতীর হাত হইতে একটি কাপ লইয়া মুখে তুলিতে উদ্যত হইলে, সতী কহিল, "দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন। কৈ অন্নদা, নিয়ে এস শীগ্‌গীর।"

পরিচারিকা অন্নদা দু'টি খাবারের ডিস্ লইয়া প্রবেশ করিল। সতী একটি ডিস্ অশোকের হাতে দিল এবং অন্যটি হাতে লইয়া ডাকিল, "দাদা!"

"কি?" অসিত কুমার একই ভাবে থাকিয়া উত্তর দিল।

"লক্ষ্মীটি ওঠো, কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।" এই বলিয়া সে একটা ক্ষুদ্র গোলাকার টেবিলের উপর খাবারের ডিস ও কফি-কাপটি রাখিয়া পালঙ্কের নিকট টানিয়া আনিল।

অসিত শয্যার উপর উঠিয়া বসিল ও আহার করিতে লাগিল।

অশোক কহিল, "তুমি খাবে না, সতি?"

সতীর মুখে এক টুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। সে কহিল, "কবে আমরা আপনাদের সঙ্গে খেয়েছি, অশোকদা'?

অশোক দৃঢ়স্বরে কহিল, 'এই না-খাওয়াটাই অন্যায়, অশোভন এবং যা'রা এই নিয়ম করেছে, তারা অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী।"

অসিত রাগ করিতে গিয়া হাসিয়া কহিল, "সাধে তোমাকে আমি বুদ্ধিমান বলি, অশোক। নইলে এক নিঃশ্বাসে অর্বাচীনের মত যাঁরা স্মরণীয়, পূজনীয়, মহান সংস্কারক, যাঁরা হিন্দু-সমাজের রীতি-নীতি এক অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা শাস্ত্রসম্মত ক'রে গেছেন, তাঁদের অপরাধী করতে জিভ দ্বিধায় শঙ্কায় অসাড় হয়ে যেত।"

অশোক গম্ভীর হইয়া কহিল, "না, তোমার সঙ্গে তোমার অর্বাচীন যুক্তিরও তর্ক ক'রে প্রতিবাদ জানাব না। কারণ এই মাত্র শুনেছি, তুমি অপ্রকৃতিস্থ এবং গাত্রদাহে জর্জরিত হয়ে ভীষণ জ্বালা ভোগ করছ। তবে আমি নিশ্চয়ই জানতে চাইব যে, বিদুষী অনুরাধা দেবী তোমাকে কিরূপ ভাষাগ্নিতে তপ্ত ক'রে তুলেছেন?"

সতী হাসিতে হাসিতে কহিল, "মা গো মা! আপনারা কি ঝগড়া না করলে শান্তি পান না?"

"তুমি ঠিক ধরেছ, সতি।" অশোক কহিল, "তবে এইটুকু বোধহয় বুঝতে পারো নি যে, তোমার অগ্রজ প্রবর বিবাহ ক'রে, এমন এক অমানুষে পরিণত হয়েছেন যে তিনি মানুষের সঙ্গে মুহূর্তের জন্যও সদ্ভাব

"কেন, গত রাত্রি কি জাগরণেই কেটেছে?" অশোক প্রশ্ন করিল।

অসিত কহিল, "ধ'রে নাও, তাই হয়েছে।"

"তবে প্রভাতেই প্রত্যাগমন হ'ল কেন?" অশোক প্রশ্ন করিল।

অসিত কুমার গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "তা' বুঝতে হ'লে একটু বুদ্ধি-যুক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে। তোমার মত নীরেটের ওসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা—অনধিকার চর্চা মাত্র।"

অশোক মুহূর্ত কয়েক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "ব্যাপার কি বল ত? গিন্নীর সঙ্গে বিবাদ ক'রে আস নি ত?"

অসিতকুমার কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে তরুণী সতী দুই কাপ ধূমায়মান কফি লইয়া কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল এবং উভয় বন্ধুর দিকে একবার চাহিয়া হাস্যমুখে কহিল, "বন্ধুদের ভিতর সদালাপের কোন আভাসই দেখছি না যে! তবে কি দাদা এখানেও জের টেনে চলেছেন, অশোকদা?"

অশোক মৃদু শব্দে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "তুমি আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে আমাকে বাধিত করলে, ভাই।" এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত নীরবে অসিতের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, তরুণী সতীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "আচ্ছা, ও আলোচনা পরে হচ্ছে। দাও, কফি খাবার না ঠাণ্ডা হয়ে যায়।" বলিতে বলিতে সে সতীর হাত হইতে একটি কাপ লইয়া মুখে তুলিতে উদ্যত হইলে, সতী কহিল, "দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন। কৈ অন্নদা, নিয়ে এস শীগ্‌গীর।"

পরিচারিকা অন্নদা দু'টি খাবারের ডিস্ লইয়া প্রবেশ করিল। সতী একটি ডিস্ অশোকের হাতে দিল এবং অন্যটি হাতে লইয়া ডাকিল, "দাদা!"

"কি?" অসিত কুমার একই ভাবে থাকিয়া উত্তর দিল।

"খাবারটি জুড়ো, কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।" এই বলিয়া সে একটা ছোট গোলাকার টেবিলের উপর খাবারের ডিস ও কফি-কাপটি রাখিয়া তাদের নিকট টানিয়া আনিল।

অসিত শয্যার উপর উঠিয়া বসিল ও আহার করিতে লাগিল।

অশোক কহিল, "তুমি খাবে না, সতি?"

সতীর মুখে এক টুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। সে কহিল, "কবে আমরা আপনাদের সঙ্গে খেয়েছি, অশোকদা'?"

অশোক দৃঢ়স্বরে কহিল, 'এই না-খাওয়াটাই অন্যায়, অশোভন এবং যাঁ'রা এই নিয়ম করেছে, তারা অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী।"

অসিত রাগ করিতে গিয়া হাসিয়া কহিল, "সাধে তোমাকে আমি বিদ্বান বলি, অশোক। নইলে এক নিঃশ্বাসে অর্বাচীনের মত যাঁরা স্মরণীয়, পূজনীয়, মহান সংস্কারক, যাঁরা হিন্দু-সমাজের রীতি-নীতি এক অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা শাস্ত্রসম্মত ক'রে গেছেন, তাঁদের অপরাধী করতে জিভ দ্বিধায় শঙ্কায় অসাড় হয়ে যেত।"

অশোক গম্ভীর হইয়া কহিল, "না, তোমার সঙ্গে তোমার [illegible] যুক্তিরও তর্ক ক'রে প্রতিবাদ জানাব না। কারণ এই মাত্র শুনেছি, তুমি অপ্রকৃতিস্থ এবং গাত্রদাহে জর্জরিত হয়ে ভীষণ জ্বালা ভোগ করছ। তবে আমি নিশ্চয়ই জানতে চাইব যে, বিদুষী অনুরাধা দেবী তোমাকে কিরূপ ভাবাগ্নিতে তপ্ত ক'রে তুলেছেন?"

সতী হাসিতে হাসিতে কহিল, "মা গো মা! আপনারা কি ঝগড়া না করলে শান্তি পান না?'

"তুমি ঠিক বলেছ, সতি। অশোক কহিল, "তবে এইটুকু বোঝবার বুঝতে পারো নি যে, তোমার অগ্রজ প্রবর বিবাহ ক'রে, এমন-এক অমানুষে পরিণত হয়েছেন যে তিনি মানুষের সঙ্গে মুহূর্তের জন্যও [illegible]

রাখতে পারছেন না। আহা, রাগ ক'রো না, বন্ধু। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি এখনই। কিন্তু তার আগে, আমার যে জন্য এখানে আসা, সেই কাজটা শেষ ক'রে ফেলি।" বলিতে বলিতে সে তাঁহার হস্তধৃত একটি বাণ্ডিল খুলিয়া ভিতর হইতে আকাশনীল বর্ণের এক তাড়া পশম বাহির করিয়া সতীর হাতে দিয়া কহিল, "বাপ্‌স্! রঙ মিলিয়ে পশম কেনার মত দুর্ভোগের ব্যাপার আর কিছু আছে কিনা আমি জানিনে।"

সতী হাস্যমুখে কহিল, "অসংখ্য ধন্যবাদ, অশোক দা'। বাঃ, ঠিক রঙ মিলেছে ত! এখন বলুন এর দাম কত?"

অশোকের মুখ ভাব সহসা ম্লান হইয়া উঠিল। সে ম্লানকণ্ঠে কহিল, "দাম জেনে কি হবে?"

"বা রে! পশমের দাম দেব না?" সবিস্ময়ে তরুণী সতী প্রশ্ন করিল।

অশোকের মুখভাব আরও ম্লান হইয়া গেল। সে কহিল, "বড় ভুল হয়ে গেছে, সতি। ক্যাস-মেমোটা ত আমি রাখি নি। যা'ক, এবারে যা হবার হয়েছে, অন্যবারে নিশ্চয়ই......"

সতী মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, "না, তা হবে না। বাপি শুন্‌লে রাগ করবেন। মা আমাকে বক্‌বেন। আপনি বলুন, অশোক দা', কত টাকায় কিনেছেন পশমটা?"

অশোক ম্লানস্বরে কহিল, "তুমি ত কোনদিন আমাকে কিছু আন্‌তে বলো না, সতি। যদি ভাগ্যক্রমে একটা তুচ্ছ কাজ করবার সুযোগ দিয়েছ, তবে......"

অসিত নীরবে শুনিতেছিল। সে বাধা দিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "তা'র দাম দিতে চেয়ে গোবেচারার আনন্দকে নষ্ট ক'রে দিও না। ভাবপ্রবণ ইডিয়ট! জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, জীবনে আর কি কখনও কোনো

ব্যক্তিকে নিজের অর্থে জিনিষ ক্রয় ক'রে দিয়ে এমন কাতর ভাবে মূল্য না দিতে প্রার্থনা জানিয়েছ ?"

অশোক গম্ভীর স্বরে কহিল, "যা বোঝ না, তা'তে কথা ব'লো না।"

অসিত সশব্দে হাসিয়া উঠিল। সতী অস্পষ্ট স্বরে 'কি একটা অজুহাত দেখাইয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অসিত কহিল, "বুঝি না, না ? হয় তো বুঝি না। কিন্তু দেখেছি, তোমার মত নির্বোধের সংখ্যা বাঙলা দেশে একটু বেশী পরিমাণেই আছে।"

অশোক কহিল, "তা'র অর্থ ? তুমি কি বলতে চাও শুনি ?"

অসিত কহিল, "না, আমি তেমন কিছুই বলতে চাই না। শুধু ভাবছি, বাঙলা-দেশের ছেলে না হয়ে, যদি মেয়ে হ'য়ে জন্মাতাম, তা' হ'লে তোমার মত অনেক অর্বাচীনের মাথায় হাত বোলাতে পারতাম।"

অশোক রাগত স্বরে কহিল "তুমি একটু নীরেট অর্বাচীন।"

অসিতকুমার মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "তুমি খুব বুদ্ধিমান ! যে-কোন সিনেমা অথবা থিয়েটার বাড়ীতে গিয়ে দেখ, পুরুষের সংখ্যার চেয়ে মেয়েদের, বিশেষ ভাবে তরুণী মেয়েদের সংখ্যা বড় বেশী। তুমি কি ভাব, নিদারুণ ইনফ্লেসনের সময়ে মধ্যবিত্ত পরিবার নিজে'র অস্তিত্ব বজায় রাখতেই যখন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন, তখন এমন ভাবে মেয়েদের জন্য পয়সা অপব্যয় করতে পারেন ?"

অশোক অসিতের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "তবে সিনেমায়, থিয়েটারে এত ভিড় জমে কেন ?"

"কেন, আমি সেই কথাটাই বলতে চাইছি। তুমি যদি সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করো, তবে জানতে পারবে, বেশী ক্ষেত্রে, তোমার মত অর্বাচীনের জন্যই যে-কোন সৎ অথবা অসৎ উপায়ে, কিম্বা ঋণ ক'রেও অর্থ-সংগ্রহ

ক'রে, নিজেদের এক বিজাতীয় তৃষা মেটাতে গিয়েছে। না, না, তোমাকে আমি বলছি না। তা'ছাড়া, তুমিও কোন যুক্তি-তর্কে এটা আমার ভুল ধারণা, প্রমাণ করতেও পারবে না। কারণ আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং শুনেছি।"

অশোক গম্ভীরমুখে কহিল, "স্নেহের, ভালবাসার কোন দাবি নেই বলতে চাও?"

অসিত মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "আমি যে ততবড়ো অর্বাচীন নই" তা' তুমিও বলবে। তবে এরূপ ভাবে অর্থহীন, যুক্তিহীন, কোনরূপ সার্থকতাহীন অপব্যয়ের আকর্ষণ যে কি হ'তে পারে, আমি অনেক ভেবে দেখেছি, কিন্তু কোন সদুত্তর সংগ্রহ করতে পারি নি, অশোক।"

অশোক নীরবে রহিল। অসিত পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "তুমি সতীকে স্নেহ করো, তুমি সতীকে যে-চোখে দেখ, আমরা জানি। আমরা তোমার কাছে......"

অসিত কথা শেষ করিতে পারিল না। এমন সময়ে সতী হাস্যমুখে কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "যাক, "দুই বন্ধুর যে ভাব হয়েছে, দেখে এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারব।" বলিতে বলিতে সে একটি চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল ও পুনশ্চ কহিল, "অশোকদা, কাকীমা, কাকাবাবু ভাল আছেন?"

"হাঁ, সতি, মা-বাবা ভাল আছেন।" এই বলিয়া অশোক মুহূর্ত দুই নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "তোমার বৌদি কবে আসছেন, সতি?"

"আমার অজ্ঞাত তথ্য, অশোকদা'।" সতী ধীরকণ্ঠে কহিল।

অশোক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "তা' কিরূপে হয়, সতি? অসিতের শ্বশুর আমাদের ফার্মকে তাঁর পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীখানা কারমিল্ করবার ভার দিয়েছেন। তিনি এক মাসের ভিতর কাজ শেষ করার

করে আমাদের কন্‌ট্রাক্টবদ্ধ করেছেন। তিনি বলছেন যে, আগামী ২৪শে ডিসেম্বর বড়দিনে তাঁর কন্যা-জামাতা নবগৃহে প্রবেশ করবেন। আরও শুনলাম যে, ঐ বাড়ীটা তিনি কন্যা-জামাতাকে দান করবার জন্য অভিপ্রায় করেছেন। কিন্তু তোমাদের কি কোন কথাই তিনি জানান নি?"

সতী একবার অগ্রজের মুদিতচক্ষু গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া, ধীরকণ্ঠে বলিল, "জানি, অশোকদা।"

অশোক সবিস্ময়ে কহিল, "জান! তবে এতবড়ো সুসংবাদে এমন দুঃসংবাদের রূপ কেন, সতি? প্রায় দু'লাখ টাকার বাড়ীটা পেয়ে কি তোমার দাদা অসুখী হয়ে পড়েছেন? আশ্চর্য নয়! বর্তমানে অসিত তাদের যেরূপ বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় পাচ্ছি, তা'তে……"

তরুণী সতী ম্লান হাস্যমুখে কহিল, 'ওপর থেকে যা দেখা যায়, তা'ই কি সব সময়ে একই প্রকার হয়ে থাকে, অশোকদা'?"

"অর্থাৎ সোনার মত চক্‌চক্ করলেই সব সময়ে সোনা হয় না!' এই কথাই তুমি বলছ, সতি?" এই বলিয়া অশোক মৃদু হাস্য করিল এবং অসিতের দিকে চাহিয়া কহিল, "বলি, ঘুমুলে, না দু'টো কথা বলবে? অবশ্য যদি ঘুমুতেই চাও, তবে আমি বিদায় গ্রহণ করি, কি বল?"

অসিত সহসা শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। সে কহিল, "বল, কি জানতে চাও?"

অশোক কহিল, "তবে তুমি শুনেছ। এখন বল, পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীর কথা যা'……"

অসিত কহিল, "আমি তাঁদের সর্ত্ত, মরে যাব সে-ও শ্রেয় হবে, তবু স্বীকার করতে পারব না।"

অশোক সবিস্ময়ে কহিল, "সর্ত্ত! কিরূপ সর্ত্ত, অসিত?"

অসিত, ভগিনীর দিকে চাহিয়া কহিল, "বুদ্ধিমানকে তুই বুঝিয়ে দে, ভাই। আমি সত্যি সত্যি একটু ঘুমুতে চাই।" এই বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল।

তরুণী সতী ধীরে ধীরে অসিতের শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রস্তাবিত সর্তটি জ্ঞাপন করিল এবং পরিশেষে কহিল, "মা কিন্তু দাদার এরূপ ছেলেমানুষি দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন। তিনি বলছেন যে, দাদা হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলে দিচ্ছেন।"

অশোক মৃদুস্বরে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "মা'র কথা থাক; সতি। কিন্তু সত্যই কি শ্বশুর পালিত এমন এক অমানুষিক প্রস্তাব করতে পেরেছেন?"

তরুণী সতী মৃদু ম্লান হাস্য করিল। সে কোন কথা বলিল না। নীরবে নত দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

অশোক পুনশ্চ কহিল, "এই সব আধুনিক ধনীরা মানুষ, না অন্য কিছু, বুঝতে বেগ পেতে হয়। বল কি, সতি! এমন হৃদয়হীন উক্তি, অসিতের শাশুড়ী করতে পারলেন? এঁরা কি ভাবেন, মানুষ ধনবান না হ'লে, তাদের এমন ভাবে অপমান করা যায়? উঃ, রাগে আমার হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছা করছে।" এই বলিয়া সে ক্ষণকাল নীরবে অসিতের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে সতীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "উত্তরে তোমার দাদা কি বলে এসেছে?"

সতী নত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "দাদাকে ত চেনেন আপনি? দাদা আঘাত পেয়েও কখনও প্রত্যাঘাত করতে পারেন না। দাদা নীরবে সব বিষটুকু পান করে চলে এসে, এখন বিষের জ্বালায় জর্জরিত হয়েছেন। কিন্তু আপনিই বলুন ত, অশোক দা, দাদার শাশুড়ীর দিক থেকে দেখলে, তাঁর কি এতটুকুও অন্যায় হয়েছে?"

অশোক বিভ্রান্তস্বরে কহিল, "হয় নি? বল কি তুমি, সতি!"

"না, হয় নি, অশোক দা।" সতী ম্লান অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল, "কে আর আপন সন্তানকে সুখী দেখতে না চায়? বৌ'দি যদি পৃথক থেকে, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকে সুখী হন, তবে এমন কি কেউ বাপ-মা আছেন, যাঁরা সাধ্যমত তেমন বন্দোবস্ত করে দেবেন না? আমরা শুধু নিজের স্বার্থ টাই দেখচি কি না, তাই সংঘাত বেধেছে।"

অসিত সবেগে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। সে গম্ভীর স্বরে কহিল, "তুই চুপ করবি, সতি, না, আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাব?"

সতীর মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে এক অপূর্ব স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে অগ্রজের স্নেহময় মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমাকে এই বারটির মত মার্জনা করো, দাদা।"

অসিত কোন কথা না বলিয়া পুনশ্চ শয়ন করিল।

অশোক এই স্বর্গীয় দৃশ্যটি দেখিল। তাহার চক্ষুদ্বয় সহসা জ্বালা করিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমাকেও তুমি মার্জনা করো, অসিত। সত্যি ভাই, আমি তোমাকে এতদিন চিনতে পারি নি। তুমি দেবতার চেয়েও মহান!"

সতী ধীর কণ্ঠে কহিল, "সবই বুঝলাম, অশোক দা'। কিন্তু এ-সবের প্রতিক্রিয়া যা হবে, ভাবতেও আমি ভরসা পাচ্ছি না। না-জানি দাদার শ্বশুরমশায় যখন শুনবেন যে, দাদা ………"

অশোক হাস্যমুখে কহিল, "কি আর করবেন তিনি? তাঁর মেয়ের দ্বিতীয়বার ত বিবাহ দিতে পারবেন না? উপরন্তু স্বামীর কাছ থেকে কন্যাকে দূরে রাখাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।"

তরুণী সতী কহিল, "ঐ কি সবটুকু, অশোক দা'?"

অশোক ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "তা'ছাড়া আর কি আছে বল ?"

তরুণী সতী মুহূর্ত কয়েক চিন্তা করিয়া কহিল, "না থাক, অশোক দা'। এমনই নানা চিন্তার ভারে আমরা কাতর, তার ওপর নতুন সম্ভাবনার কথা ভাব্‌লে, ভার বাড়বে ভিন্ন কমবে না।" এই বলিয়া সে একটু সময় নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "আপনি সন্ধ্যার সময় আসবেন ত ?"

"এই ত এলাম, সতি। অবশ্য যদি-তোমার কিছু প্রয়োজন থাকে, আমার ......" এই অবধি বলিয়া সহসা অশোক নীরব হইল।

সতী কিছু বলিবার পূর্বেই অসিত কহিল, "হাঁ, প্রয়োজন আছে, অশোক। তুমি এস, ভাই। আমি যদি বাড়ীতেও না থাকি, তবে আমার জন্য অপেক্ষা ক'রো। কেমন মনে থাকবে ?"

অশোক হাস্যমুখে কহিল, "আমার স্মরণশক্তি এখনও বেশি দুর্বল হয়নি, বন্ধু। আচ্ছা, তাই হবে। এখন আসি।" এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

তরুণী সতী কহিল, "আর একটু বসবেন না ?"

"না, ভাই। একটু কাজ আছে—যাই। আবার সন্ধ্যার সময় আসব। আসি, অসিত !" এই বলিয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সতী কহিল, "দাদা, তুমি এবার একটু বিশ্রাম করো।" এই বলিয়া সে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

(৯)

সেদিন সন্ধ্যা হইবার কিছু পূর্বে, অসিত সজ্জিত হইয়া শ্বশুর-বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিল। সে যখন স্যার পালিতের গৃহে উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা সবেমাত্র হইয়াছে। সে বহির্বহলে প্রবেশ করিতেই দেখিল,

শ্বশুর পালিতের ড্রইংরুমের সম্মুখে তিন চারখানা নানা জাতীয় সুদৃশ্য ও মূল্যবান মোটর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে বুঝিল, তাহার শ্বশুরের নিকট বিশিষ্ট অতিথিবর্গ রহিয়াছেন।

অসিতকুমার মুহূর্ত কয়েক স্থির হইয়া একান্তে দাঁড়াইয়া রহিল। সে তাহার শ্বশুর মহাশয় ও তাঁহার অতিথিবর্গকে এড়াইবার জন্য গাড়ী-বারান্দার দিকে না যাইয়া পার্শ্ববর্তী দ্বারের দিকে গমন করিতে লাগিল।

একজন লোককে পদব্রজে বাড়ীর ভিতর যাইতে দেখিয়া, স্বল্প অন্ধকারের ভিতর চিনিতে না পারিয়া, একজন ভৃত্য, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে অসিতকুমারকে দাঁড়াইবার জন্য কঠিন, স্বরে আদেশ দিতে লাগিল।

অসিত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ভৃত্য নিকটে আসিয়া তাহাদের জামাইবাবুকে চিনতে পারিয়া লজ্জিতকণ্ঠে কহিল, "এ কি, জামাইবাবু? আপনি!" বলিতে বলিতে সে অভিবাদন করিল ও পুনশ্চ কহিল, "বড়ো সাহেব ড্রইংরুমে আছেন। ওদিকে আসুন, জামাইবাবু।"

অসিতকুমার শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে কহিল, "না। আমি বাড়ীর ভিতর যাব। তুমি আমার সঙ্গে এস।" এই বলিয়া সে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ভৃত্য তাহাদের জামাতাকে পায়ে হাঁটিয়া আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িল। বড়ো সাহেব যদি এই অনাচারের কথা জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অনর্থ বাধাইবেন, চিন্তা করিয়া, ভৃত্য কোন বাধা না দিয়া অসিতকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

অন্দর মহলের প্রবেশ মুখে আসিয়া, সহসা অসিতের তাহার শ্বশ্রূমাতাকে স্মরণ হইল। কোনরূপ সংবাদ না দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে, যদি তাঁহার সভ্য-সমাজের কোডে বাধে, তাহা হইলে অনর্থ

আরও বিলম্ব সহিবে না। এই ভাবিয়া সে ভৃত্যের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি ভিতরে গিয়ে বল, আমি—এসেছি।"

ভৃত্য সবিস্ময়ে কহিল, "আর আপনি?"

অসিত গম্ভীরস্বরে কহিল, "আমি এখানে অপেক্ষা করছি, তুমি যাও।"

ভৃত্য সবিস্ময়ে কহিল, "কাকে সংবাদ দেব, জামাইবাবু?"

"মেম সাহেবকে।" অসিত কহিল।

ভৃত্য কহিল, "মেম সাহেব ত বাড়াতে নেই, জামাইবাবু। তিনি মিটিংয়ে গেছেন।"

অসিতকুমারের মন হইতে যেন পাষাণ-চাপ অপসৃত হইয়া গেল। সে কহিল, "আচ্ছা, তুমি যাও।"

ভৃত্য বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "কোথায় যাবে, জামাইবাবু? মিটিংয়ে?"

অসিতের ইচ্ছা হইল বলে যে, 'তুমি জাহান্নামে যাও।' কিন্তু কোন কথা না বলিয়া সে দ্রুতবেগে অন্দরমহলের পথে অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

ভৃত্য বিমূঢ়মুখে সেইখানে মুহূর্ত কয়েক দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অস্ফুট-কণ্ঠে কিছু বলিতে বলিতে বহির্মহল উদ্দেশে চলিতে লাগিল।

এদিকে অসিতকুমার অন্দর মহলে তাহার স্ত্রীর শয়ন কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করিয়া ডাকিল, "অনু!"

কোন উত্তর নাই।

অসিতকুমার পুনরায় ডাকিল, "অনু! অনুরাধা!"

কোন উত্তর না পাইয়া, অসিত দ্বার ঠেলিতেই দ্বার ভিতর দিকে মুক্ত হইয়া গেল। সে কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, যে কক্ষের

ভিতর কেহ নাই। সে একটি কৌচের উপর উপবেশন করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধঘণ্টা সময় বহিয়া গেল। অসিতকুমারের মন ধৈর্য্যের শেষ সীমায় উপস্থিত হইলেও, সে সকল উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা চাপিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

এমন সময়ে দ্বারের বাহিরে নারী-কণ্ঠের হাস্যধ্বনি ও একসঙ্গে কথা বলিবার নিমিত্ত দুর্বোধ্য শব্দ অসিতকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। সে শুনিল, তাহার ছোট শ্যালিকা, লেখা বলিতেছে, "দিদি-ভাই, আমি যদি তুমি হতাম, অর্থাৎ তোমার গোবেচারা স্বামী-প্রভু যদি আমার প্রভু হতেন, তা'হলে কবে তাঁকে ভেঁড়াতে পরিণত করতাম, বুঝতেও পারতেন না!"

"মুখপোড়া মেয়ে!" বলিয়া অনুরাধা কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সে তাহার চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। তাহাকে থমকিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া, পশ্চাতে দণ্ডায়মানা লেখা ও ছায়া যুগপৎ কহিল, "কি হ'ল, দিদি?"

অনুরাধা কোন উত্তর না দিয়া, স্বামীর দিকে চাহিয়া হাস্যমুখে কহিল, "সত্যি, তুমি এসেছ? না, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছি?"

অসিত কিছু বলিবার পূর্বেই, লেখা অগ্রজার পাশে আসিয়া কহিল, "কি ভয়ানক লোক আপনি, জামাইবাবু? আড়ি পেতে কথা শোনায়, আপনি যে হিঁদু ঘরের মেয়েদেরও হার মানিয়েছেন! বলি, কতদূর অবধি শুনেছেন, বলায়?"

অনুরাধা ধমক তুলিয়া কহিল, "তুই থাম, ছোট!" ছায়ার দিকে ফিরিয়া বলিল, "যা, ভাই, মেজ, কফি আনবার জন্ত বলে আয়।"

স্বামীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "ওঠো, জামা খুলে ফেল।" বলিতে বলিতে সে পাখা চালাইয়া দিল।

ছায়া বাহির হইয়া গেল। লেখা কহিল, "এইবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিন, জামাইবাবু ?"

অসিত বিদ্রূপ হাস্যে কহিল, "ভেঁড়াপর্ব আমি শুনেছি, ছোট। আমি ত পূর্বেই বলেছি, তুমি যে ভাগ্যবানকে ধন্য করবে, তা'কে আর বেশীদিন সজ্ঞানে পৃথিবীর জল-বাতাস ভোগ করতে হবে না।"

লেখা কৃত্রিম মুখভার করিয়া কহিল, "আপনি আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, না ?"

অসিত হাস্যমুখে কহিল, "তোমাকে দু'চোখ মেলে দেখে আমার আশা মেটে না, ছোট। এক এক সময়ে মনে হয়, শ্রীভগবান আমাকে যদি আরও দু'টো চোখ দিতেন, তা'হলে আমার দেখার আশা কথঞ্চিৎও তৃপ্ত হ'ত। তা'ছাড়া ভাই......"

লেখা মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "তা'ছাড়া কি—বলুন ?"

অসিত শ্যালীর হাস্যময় মুখের দিকে একবার চাহিয়া কহিল, "তা'ছাড়া আর ত কিছু আশা নেই আমার।" অসিত হাস্যমুখে কহিল, "তোমার কণ্ঠের মধুর কথা শুনে, তোমার ঐ অপরাজিত রূপ দেখে, শোনার আর দেখার আশা আগুনের ঘৃত-ক্ষুধার মত বেড়েই চলেছে, শুধু। জ্বলে গেলাম, আমি জ্বলে গেলাম!"

অনুরাধা মৃদু স্নিগ্ধ হাস্যমুখে কহিল, "আঃ, কি হচ্ছে আজ!"

অসিতকুমার কৃত্রিম ম্লান কণ্ঠে কহিল, "হায়রে অদৃষ্ট! অন্তরের ক্ষুধার যে বাক্যে রূপ দেব, তা'রও সুযোগ নেই আমার, এমনি হতভাগ্য আমি, লেখা।"

তরুণী লেখা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "তাই বুঝি আপনি কিছু জানেন না, জামাই বাবু? তাই যে আপনি……"

অসিতকুমার নাটকীয় ধরণে কহিল, "কি জানি, আমি কিছুই জানি না, ছোট। যেটুকু শিখেছি, তোমাদের অনুকরণ ক'রে বই ত নয়। আমাদের মত বাকিকে, তোমাদের মত মেয়েরা যেটুকু কৃপাদৃষ্টিতে দেখেন, সেইটুকু অবধিই আমাদের শিক্ষা হয়ে থাকে।"

লেখা মহাবিস্ময়ে সচকিত হইয়া কহিল, "তার মানে, জামাইবাবু?"

অসিতকুমার মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "মানে এখন থাক, ছোট। এখন যে জন্য তোমাদের আবার বিরক্ত করতে এসেছি, তা-বলি।" এই বলিয়া সে অনুরাধার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "মা কখন ফিরবেন?"

অনুরাধা কহিল, "আটটার সময় ফিরবেন, বলে গেছেন।" এই বলিয়া সে লেখার দিকে ফিরিয়া কহিল, "একবার দেখ না ভাই, ছোট। কফি আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন?"

লেখা হাস্যমুখে কহিল, "দেরী আদৌ হয় নি। তবে আমার উপস্থিতি এখন তোমাদের ভাল লাগছে না। কেবল সেই হেতুর জন্যই আমি তোমার আদেশ পালন করতে যাচ্ছি।" বলিতে বলিতে সে মধুর স্বরে হাসিয়া উঠিল এবং দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনুরাধা স্বামীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "মাকে কি বলবে? নতুন বাড়ীতে যাবার মত করেছ নাকি?"

অসিত পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "না, অনু, পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে যাবার কথা নয়। আমাকে বাপি পাঠিয়েছেন, তোমার মা-বাপিকে বলবার জন্য যে……।"

অসিতের কথা শেষ হইবার, অবসর মিলিল না। ছায়া ও লেখা উভয়ে কফি ও খাবারের প্লেট হাতে লইয়া হৈ চৈ করিতে করিতে

কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিল। লেখা ক্ষুদ্র টেবিলের উপর কফি কাপটী নামাইয়া রাখিয়া, ছায়ার দিকে চাহিয়া কহিল, শীগ্‌গীর, শীগ্‌গীর রেজ। প্লেটটা রেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে চল মেজ, নইলে দিদি-ভাই এমন অভিশাপ দেবে যে·····" এই বলিয়া তাহার দৃষ্টি পর্যায়ক্রমে অসিতকুমার ও অনুরাধার উপর পতিত হইলে সে স্তব্ধ হইয়া গেল এবং ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "একি, মেঘ উঠেছে নাকি? বা-ব্বা! পাঁচটা মিনিটও হয় নি, দুজনকে একা রেখে বাইরে গেছি, আর অমনি রাম-রাবণের যুদ্ধ বেধে গেছে?"

অসিত জোর করিয়া মুখে হাসি আনিয়া কহিল, "না ভাই, ছোট। বিশ্বাস করো, আমরা আদৌ যুদ্ধ ত দূরে থাক, পরস্পরে বাহ্বাস্ফোটও করি নি। করেছি, অনু?"

অনুরাধা গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

ছায়া কহিল," আচ্ছা, আচ্ছা, সালিশী পরে করা হচ্ছে। এখন আসুন ত, জামাইবাবু, কফি ঠাণ্ডা হয়ে যায় এদিকে।"

অসিত কোন প্রতিবাদ না করিয়া ছায়ার হাত হইতে প্রথমে খাবারের প্লেটটি লইল ও আহারান্তে কফি-কাপ শূন্য করিয়া নামাইয়া রাখিল। পরে পকেট হইতে একটী রুমাল বাহির করিয়া যখন মুখ মুছিতে লাগিল, তখন লেখা কহিল, "সত্যি বলতে কি, জামাইবাবু, আপনাদের দেখে বিবাহে রুচি আমার চলে গেছে। বিয়ের পরে যদি এমনি করে শুধু ঝগড়া-ঝাঁটিতেই কাল কাটাতে হয়, তা'হলে না-বিয়ে-করা জীবনই ভাল। বাপ্‌স্! বিয়ের ছোঁয়াচ লেগলেই কি প্রেম শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে!"

অনুরাধা হাসিয়া ফেলিল। অসিত কুমার কহিল, "তুমি সত্য কথাই বলেছ, লেখা। বিবাহ মুক্তি আনে না, আনে বন্ধন। বিশেষ

ভাবে, হিন্দু-বিবাহ। তাই বিয়ের পরেই আর বিয়ের আগের দৃশ্য দেখা যায় না।"

ছায়া গম্ভীর স্বরে কহিল, "বিবাহ যদি বন্ধন, তবে সেই বাঁধন গলায় পরবার জন্য মানুষ এত ব্যাকুল হয় কেন, জামাইবাবু ?"

অসিতকুমার হাস্যমুখে কহিল, "আমার অভিমতের জন্য আমি মার্জনা চাইছি, মেজ। আমার উক্তি প্রত্যাহার করছি।"

লেখা সোল্লাসে কহিল, "না, মেজ, না। জামাইবাবুকে ওঁর উক্তি না প্রত্যাহার করতে দেওয়া, না ওঁকে মার্জনা করা যাবে। কারণ বিবাহের মত পবিত্র বস্তুকে উনি বন্ধন বলেছেন। তাঁর সরল অর্থ এই যে, উনি এখন মুক্তি চান। বন্ধন থেকে মুক্তি চান, তাই না, জামাইবাবু ?"

অসিতকুমারের ইচ্ছা হইল যে বলে, হাঁ সে মুক্তিই চায়। কিন্তু তাহা না বলিয়া সে কহিল, "আমি মুক্তি চাই না, ছোট, আমি বাঁধনটা আরও প্রগাঢ়, আরও শক্ত করতে চাই। আর তারই জন্য এবেলায় এখানে ছুটে এসেছি।"

ছায়া কহিল, "জোর ক'রে আলোচনা বন্ধ ক'রে দিলেন আজ—তা বুঝেছি। কিন্তু আমি এইটুকু বলে রাখতে চাই যে, বিবাহ যদি বন্ধন হয়, তবে সে এমন এক জাতের বাঁধন, যা থেকে কেউ মুক্তি নিতে চায় না।"

লেখা হাসিতেছিল, সে কহিল, "শুধু ঝগড়া-ঝাঁটি করতে চায়, কেমন, না, মেজ ? সত্যি ভাই, বিয়ের পূর্বে একটিবার দিদিকে দেখবার জন্য আমাদের এই গোবেচারা জামাইবাবুর সে কি আকুলতা ! আমি ভাবতাম, হাঁ, বিয়ে যদি করতে হয়, তবে এমনই এক জন্ তুফান্ বিয়ে করিব। নইলে সারাজীবন কুমারী হয়ে থাকব। আর এখন ভাবি......"

অসিতকুমার কহিল, "কি ভাব, ছোট ?"

"ভাবি, একান্তপক্ষে যদি বিয়েই করতে হয়, তবে আপনার ঐ যে-সব ছেলেরা আগে থেকেই, তাদের লেখার নেশা মিটিয়ে নেয়, তাদের গলায় মালা দেব না, দেব না, দেব না!" বলিতে বলিতে সে এক বেগে হাসিয়া উঠিল ও কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ছায়া হাসিতেছিল, সে কহিল, "ছোট-টা একটা আস্ত পাগল ওর কথায় কান দেবেন না, জামাইবাবু? বলিতে বলিতে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

(১০

শ্যালিকাদ্বয় বাহির হইয়া গেলে, অসিতকুমার পত্নীর পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল এবং তাহার একখানি হাত আপন দুই হাতের মধ্যে লইয়া কহিল, "এ কি, অনু, আমার কথা না শুনেই, তুমি মুখ ভার ক'রে বসে রইলে? শোন, আমার বাপি কি বলে পাঠিয়েছেন।"

অনুরাধা ধীর স্বরে কহিল, "কি বলেছেন?"

আগামী বুধবারে তোমাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য দিন স্থির করেছেন। আর সেই কথা তোমার মা-বাবাকে জানাবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।" এই বলিয়া অসিতকুমার মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "যাবে ত, অনু?"

অনুরাধার মনে তখন চিন্তার প্রবল ঘূর্ণী বহিতেছিল। সে কি উত্তর দিবে? তাহার পিতা-মাতা যে তাহাকে কিছুতেই শ্বশুর-বাড়ীতে পাঠাইবেন না, তাহা তাহার স্বামীর অপেক্ষা বেশী আর কে জানে? আর তিনিই কি-না এমন নির্বিকার ভাবে, সেই প্রস্তাবই করিতেছেন!

পত্নীকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, অসিতকুমার কহিল, 'এ কি, চুপ ক'রে রইলে যে, অনু?'

অনুরাধা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "এই কি আমার মা'র প্রস্তাবের উত্তর হ'ল?"

অসিতকুমার শান্তকণ্ঠে কহিল, "তুমি কি আজ পর্যন্ত আমাকে চিনতে পারো নি, অনু? তুমি কি জাননা, যে আমি মা'র, কি বাপির অমতে কোন কাজ করিতে পারি না? তা' ছাড়া, তুমিও আমাদের বংশের কল্যাণী বধূ! তোমারও কি উচিত নয়, তাঁদের যোগ্য সম্মান দেওয়া, অনু?"

অনুরাধা মুহূর্ত কয়েক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমার বাপি-মা'র অপমান করতে বল্‌ছ আমাকে?"

অসিতকুমার ম্লান হাস্যমুখে কহিল, "তুমি ত জান, রাণী, আমি তেমন কথা বলতে পারি না?"

অনুরাধা গম্ভীর স্বরে কহিল, "তোমার যেমন বাবা-মা'র প্রতি কর্তব্য আছে, তীক্ষ্ণ সম্মানবোধ আছে, তেমনি আমারও যে আছে, তা' কেন ভুলে যাচ্ছ? তুমি কি ভাব, আমাকে বিবাহ কর্‌ছ, এই দাবিতে আমার ওপর যে-কোন অত্যাচার করতে পারবে?"

"অত্যাচার!" অসিতকুমারের মুখে মৃদু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "না, অনু, তোমার ওপর 'অত্যাচার করব, এমন চিন্তাও আমি করতে পারি না। তুমি যেমন তা' জান, তেমন আর কেউ জানে না, অনু। কিন্তু সত্য ক'রে বল ত অনু, তোমার কি আমাদের বাড়ীতে যাবার ইচ্ছা নেই?"

অনুরাধা সহসা কোন উত্তর দিল না। সে কিছু সময় নীরবে নতমুখে,

বসিয়া থাকিয়া কহিল, "আমার ইচ্ছা, অনিচ্ছায় কিছু যায় আসে না। তুমি মা'কে বল, তিনি যেমন বলবেন, তেমনি হবে।"

অসিতকুমার দুঃসহ বিস্ময়ে ভাঙিয়া পড়িল। সে কহিল, "তোমার কোন মতামত নেই, অনু? আমি যদি বলি, তুমি আমার সঙ্গে চল, তুমি যাবে না, অনু?"

অনুরাধা ধীর স্বরে কহিল, "তুমি কি বল, আমি মা'র আদেশ, জ্যাঠির হুকুম অমান্য ক'রে তোমার সঙ্গে যাব?"

অসিতকুমার মুহূর্ত কয়েক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "হাঁ, তাই যদি বলি, অনু?"

অনুরাধার মুখে দুঃসহ বিস্ময়াভাস ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "তোমার জিজ্ঞাসার আমি উত্তর দেব না।"

"কেন?" অসিতকুমার তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্ন করিল।

অনুরাধা কিছু বলিবার পূর্বে, তরুণী লেখা দ্রুতপদে কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিল, "মা, এসেছেন, দিদি-ভাই। তিনি বললেন যে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই দর্শন দান করবেন। "এই বলিয়া সে স্বামী-স্ত্রীর মুখের দিকে মুহূর্ত কয়েক চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "বাপ্ রে! এ যে জলদগম্ভীর ভাব! বলি আপনাদের মুখের হাসি কি চিরজন্মের বিদায় নিয়েছে, জামাই বাবু? না, না, হঠাৎ উত্তর দেবেন না। একটু ভেবে বলুন। যা-বা, যা আপনারা সুঁচিতে আরম্ভ করেছেন, তা'র পরিসমাপ্তি ট্র্যাজেডিতে না কমেডিতে, আপনাদের ঈশ্বরই জানেন?"

অসিতকুমারের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "সব কিছুই তোমার দিদিভাইয়ের ওপর নির্ভর করছে, ছোট।" 'এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত মাত্র নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল,' আচ্ছা, ছোট "ধরো তোমার বিবাহ হয়েছে, ধরো তোমার স্বামী......"

ঝুনু ঝুনু ধ্বনিতে তরুণী লেখা হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমার স্বামী? দোহাই জামাই বাবু, যা'কে তা'কে যেন ধরে এনে ঘরে ঢুকিয়ে দেবেন না। আমি অমন দিদি-ভাইয়ের মত যা'র তা'র শয্যাসঙ্গিনী হব না, জামাইবাবু। হাঁ, এখন বলুন?"

অসিতকুমার খোঁচা খাইয়াও, হাস্যমুখে কহিল, "মনে করো, তোমার মনের মতই স্বামী এলেন। তিনি যদি তোমাকে বলেন, এখনি আমার সঙ্গে চল, তা' হ'লে তুমি কি বলবে যে......"

লেখা বাধা দিয়া কহিল, "আরে থামুন, থামুন! আগে বলুন, স্বামী-দেবতা কোথায় নিয়ে যেতে চাইবেন? সিনেমায়? থিয়েটারে? না, কোন বল্ ডান্সে?"

অসিতকুমার কহিল, "যদি তাঁর বাড়ীতেই নিয়ে যেতে চান, তা'হলে তুমি কি বলবে যে,......

লেখা তাহার দিদির মুখভাব একবার লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বাধা দিল। সে কহিল, "নিশ্চয়ই সে-বাড়ী এমন বাড়ী যেখানে যাওয়া চলে, জামাই বাবু? রাগ ক'রবেন না, আবার অভিমানও প্রকাশ করবেন না, তবে দিদির বাড়ীর মত বাড়ী হ'লে, অর্থাৎ যেখানে দু'দিন থাকবার পর, দশ দিন ওষুধ খেতে হবে, প্রাণ গেলেও ছোটরাণী যাবেন না, জামাই বাবু।"

অসিতকুমারের মুখে কে যেন কালী লেপিয়া দিল। সে কিছু সময় প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে সংযত করিয়া কহিল, "ধন্যবাদ, ছোট।"

তরুণী লেখা হাস্য মুখে কহিল, "নিশ্চয়ই ধন্যবাদ দিতে হবে। আমরা ত আর 'পদ্মিনী নতে' নই, জামাই বাবু? আমাদের তুলনা করা চলে, একমাত্র মেঘের সঙ্গে। আষাঢ়ের নয়ন মনোহর জলদ দেখে, মেঘদূত রচিত হয়েছিল। কিন্তু জলদের ভিতর অশনিও আছে। আমরা সেই বজ্র-বিদ্যুৎ ভরা মেঘরাণী। জামাইবাবু ভুলেও একটু 'ভুল করেছেন,

কি বজ্রের ঘাদ পেয়েছেন ! সে ঘাদ কিরূপ তীব্র ও তিক্ত এখন বুঝতে পারছেন ত ?"

এমন সময়ে লেডি চন্দ্রলেখার পদশব্দ দ্বারের বাহিরে উত্থিত হইলে, লেখা দ্রুতপদে দ্বারের নিকট গিয়া কহিল, "এস মা, জামাইবাবু এখানে আছেন।"

অসিতকুমার পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া মেঝের উপর দাঁড়াইয়াছিল। লেডি পালিত কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "বস, বাবা। আমি খুব খুশি হয়েছি, অসিত। আমি জানতাম, তুমি আসবে।" লেখার দিকে চাহিয়া কহিল, "আমাকে ধর, লেখা।" এই বলিয়া কন্যার উপর, ভর দিয়া, তিনি একটী কোচে উপবেশন করিলেন।

অসিত একটা চেয়ারে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

লেডি পালিত উপবেশন করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, 'একটা মিটিংয়ে গিয়েছিলুম, অসিত। কিছুতেই ছাড়লে না। আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে তবে ছাড়লে। মেয়েদের মিটিং। বলে, আপনি হলেন নারী-সমাজের মাঝখানকার মণি, আপনি হলেন......"

লেখা লজ্জিত কণ্ঠে বাধা দিয়া কহিল, "মধ্যমণি, না মা ?"

"তুই থাম, বাপু। তোরা হ'লি আজকালকার মেয়ে। তোরা এসব বুঝবি কী ? বলি, তোরা কিই দেখেছিস, আর কতটুকুই বা দেখেছিস !" বলিতে বলিতে লেডি পালিত অসিতের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "কি বল, বাবা, অসিত ? আমরা যা দেখেছি আর যা শিখেছি, ওদের এখন কত যুগ কেটে যাবে তবে তা'......"

বাধা দিয়া লেখা কহিল, "কিসের জন্য মিটিং হয়েছিল, মা ? তুমিই ত প্রিসাইড্ করলে ?"

লেডি পালিত গর্বভরে কহিলেন, "তবে আর কে করবে তুমি? মিটিংয়ে আমি বললাম, যে বাঙ্‌লা ভাষায় বক্তৃতা করতে হবে। শুনে ব্যারিষ্টার গোসের স্ত্রী কি বলে জানিস, লেখা? বলে, আমি ভাল বাঙ্‌লা জানিনে। আমি ইংরাজীতে বলব। দেখ্, একবার ফেঁপো মেয়ের কথা! আমি রুলিং দিলাম, যে বাঙ্‌লা বলতে না পারবে, তা'কে কোন কথা বলতে দেওয়া হবে না। শুনে একদল কাজিল মেয়ে সভা থেকে ফর্‌ফর্ ক'রে বেরিয়ে গেল। বয়েই গেল! আমি তখন উঠে দাঁড়ালাম। আর মুখে যা এল, তাই বলে......"

অসিতকুমার অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। তাহার প্রতি লেডি পালিতের দৃষ্টি পড়িতেই তিনি সহসা থামিয়া গেলেন ও অসিতের দিকে চাহিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, "শুনছি, অসি, তোমার কথা শুনছি। আর তুমি যা বলতে এসেছ, মনে করো, আমি তা' শুনেছি। আরে, বাবা, ফেঁপে মেয়েগুলোই না হয় জানে না, তা' ব'লে আমাদের কি আর কিছু জানতে বাকি আছে?"

লেখা কহিল, "জামাইবাবু কি বলতে এসেছেন, মা?"

লেডি পালিত আত্মগর্বে উদ্ভাসিত হইয়া কহিলেন, 'এই ত বোকা একটি পাশ করেছিস, অথচ বুঝতে পারিস না! অসিত বলতে এসেছে যে, বড় দিনেই গৃহ-প্রবেশ উৎসব করা হবে। এই না তুমি অসিত?"

অসিতের মুখভাব ম্লান হইয়া গেল। সে নত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল "আমি বল্‌তে এসেছিলাম যে, বাপি আগামী বুধবারে......"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া লেডি পালিত বাধা দিলেন। তিনি কহিলেন, "আরে না, না, তা'ও বুঝি আবার হয়! তা'ছাড়া তোমার বাপির সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কী বল ত? তিনি কেন তোমাদের বিষ

নাক গলাতে আসেন? বড়ো অন্যায়! বিকৃত রুচির পরিচায়ক। না, বাবা না! শুভ, পবিত্র বড়োদিনেই উৎসব হবে। সার পালিতের……"

লেখা বাধা দিয়া কহিল, "তুমি জামাইবাবুকে বক্তব্য শেষ করতে সময় দাও না কেন, মা? ওঁর ড্যাডি কি বলেছেন শোন আগে। তারপর……"

লেডি পালিত ঝঙ্কার তুলিয়া কহিলেন, "তুই থাম, বাপু! তোরা এসবের কি বুঝিস বল্ ত? অসিতের বাবা আবার এসব কাজে কি বল্‌বেন? আর বললেই বা শুনছে কে? কি বল বাবা, অসিত?" বলিতে বলিতে তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন।

অসিত একবার সচকিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া, শাশুড়ীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "আপনাদের গৃহ-উৎসব সম্বন্ধে আমার বাপি কিছুই বলেন নি, মা। তিনি বলেছেন যে, আগামী বুধবারে তাঁর পুত্রবধূকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য দিনস্থির করেছেন। আর আমাকে তা জানাবার জন্য আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

কক্ষের ভিতর যেন আচম্বিতে বজ্রপাত হইল। কক্ষমধ্যে সকলেই যেন সংবাদের অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় বিমূঢ় হইয়া পড়িল। সর্বাগ্রে লেডি পালিত আত্মসম্বরণ করিলেন। তিনি অসিতের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার বাবা দিনস্থির করেছেন, আর তুমি কি স্থির করেছ, অসিত?"

অসিত মরিয়া হইয়া কহিল, "বাপিকে অমান্য করব, আপনি কি তাই আশা করেন, মা?"

লেডি পালিত কঠিন স্বরে কহিলেন, "আর আমার রাজরাণীর মত স্বচ্ছন্দে-পালিতা মেয়ে একটা দরিদ্রের খামখেয়ালের ক্রীড়নক হবে,

এই কি তুমি এবং তোমার পরমারাধ্য পিতৃদেব আশা করেন, অসিত?"

অসিতকুমার ধীরকণ্ঠে কহিল, "সে অনুযোগ এখন বৃথা, মা। আপনারা যখন স্বেচ্ছায় আপনাদের কন্যাকে দরিদ্রের হাতে সমর্পণ করেছেন, তখন তার কর্মভোগ থেকে মুক্ত রাখবেন কি উপায়ে?"

লেডি পালিতের সুসভ্য মুখোস সহসা খান্ খান্ হইয়া ফাটিয়া পড়িল। তিনি কহিলেন, "ওসব কথার হেঁয়ালী রাখো, অসিত। জিজ্ঞাসা করি, আমার মেয়েকে ত নিয়ে যেতে চাইছ, জানতে পারি, তাকে খাওয়াবার পরাবার সংস্থান তোমাদের আছে?"

অসিতকুমার ধীরে ধীরে চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কহিল, "আমার বাপি, মা, বোন যা খান, যা পরেন, আপনার কন্যার জন্য তা'র কোন অভাব হবে না, মা।"

"ওহো, তা'ই না কি! ভেবেছ আমার মেয়েকে বিয়ে ক'রে, তা'র মাথাটি কিনেছ, না? শোন, এখনও ভেবে দেখ, আমাদের কথা শুনে সুখী হবে, না ভুল পথে চলে নিজের সর্বনাশ করবে? আরও শোন, আমার মেয়ে কোনদিনই তোমার ঐ ভাঙা বাড়ীতে বাস করতে যাবে না। ভাগ্যে স্যর পালিত বাবাজীবনের একটা চাকরী ক'রে দিয়েছিলেন, তাতেই তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা বেড়েছে, না? তুমি ভুলে যাচ্ছ, যে উনি ইচ্ছা করলে......"

লেখা অধীর হইয়া মা'র একখানি হাত ধরিয়া কহিল, "ও মা, তুমি থাম, তুমি শান্ত হও। এসব তুমি কি বলছ, জামাইবাবুকে?"

লেডি পালিত কন্যার হাত হইতে আপন হাত ছিনাইয়া লইয়া সক্রোধে কহিলেন, "যে যেমন ঘরের মানুষ, তা'কে তা স্মরণ করিয়ে না দিলে হয় না, লেখা। পার্ক ষ্ট্রীটের দু'লাখ টাকা দামের একটি

বাড়ী দিতে চাইছি, কোথায় কৃতার্থ হয়ে যাবে, না ......"এই অবধি বলিয়া তিনি দেখিলেন, যাহাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি চোখা চোখা বাক্যবান ছাড়িতেছিলেন, সেই ব্যক্তি কক্ষ হইতে কোন সময়ে বাহির হইয়া গিয়াছে। তিনি একবার দ্বারদেশের দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "একি, চলে গেল না কি? ডেকে নিয়ে আয়, লেখা। এখনও আমার কথা শেষ হয় নি যে।" সহসা তাঁহার দৃষ্টি অনুরাধার দিকে ফিরিলে, তিনি দেখিলেন, অনুরাধা দুলিতেছে। তিনি চিৎকার করিয়া কহিলেন, "ওরে রাধা, ওকি রে? দুলছিস কেন?"

লেখা বিদ্যুদ্বেগে অগ্রজার নিকট গমন করিয়া তাহাকে ধরিতেই, অনুরাধা জ্ঞান হারাইয়া পালঙ্কের উপর লুটাইয়া পড়িল। লেখা চিৎকার করিয়া উঠিল, "মা, মা, দিদি মূর্চ্ছা গেছেন। আমি জল নিয়ে আসি।" বলিতে বলিতে সে দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

লেডি পালিত কয়েকবার উঠিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি অনুরাধার মুখের উপর একাগ্র হইয়া রহিল।

(১১)

সেদিন সন্ধ্যার সময় অসিতের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু, রমেশ তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া শুনিল, যে, অসিত শ্বশুর বাড়ী গিয়াছে, তখনও ফিরে নাই। সে দ্বারদেশ হইতে ফিরিবে কি-না চিন্তা করিতেছিল, এমন সময়ে তরুণী সতী ভিতর হইতে কহিল, "এ কি, চুপ করে দাঁড়িয়ে ওখানে ভাবছেন কি? ভিতরে আসুন, রমেশ'দা।"

রমেশের যেটুকু দ্বিধা হইতেছিল, সতীর আহ্বানে তাহা লয় পাইয়া

গেল। সে উপরে আসিয়া দেখিল, সতী দালানে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সতী কহিল, "ওখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন কি শুনি? বন্ধু যে এ সময়ে বাড়ীতে থাকবে না, তা' জেনেই যখন এসেছেন, তখন..." কথা শেষ না করিয়া সে মৃদুস্বরে হাসিয়া উঠিল ও পুনশ্চ কহিল, "আসুন, বসবেন আসুন। দাদা হয়তো এখনই এসে পড়বেন।"

রমেশকে অগ্রজের কক্ষে বসাইয়া, সতী কহিল, "পাঁচমিনিট বসে বসে কিছু ভাবুন। আপনার কফি নিয়ে আসি।" এই বলিয়া সে কোন উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

রমেশ প্রফুল্ল চিত্তে বসিয়া রহিল। তখনও পাঁচ মিনিট সময় উত্তীর্ণ হয় নাই, সতী একহাতে ধূমায়মান কফির কাপ ও অন্য হাতে গৃহে প্রস্তুত গরম কচুরী ও মিষ্টান্ন লইয়া প্রবেশ করিল।

রমেশ, সতীর হস্তধৃত দ্রব্যগুলির দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "তুমি কি আলাদীনের প্রদীপটা পেয়েছ, সতি? এই যে চার মিনিটের মধ্যে এতগুলি দ্রব্যের......"

বাধা দিয়া সতী কহিল, "নেই বা অর্থহীন প্রশ্নে মাথা ঘামালেন, রমেশ দা। তা'র চেয়ে এগুলো গরম থাকতে থাকতে সদ্ব্যবহার করলেই ঠিক কাজ করা হবে।"

"তা' হবে।" এই বলিয়া রমেশ হাস্য মুখে সতীর হাতের ভার মুক্ত করিয়া আহারে মনোনিবেশ করিল।

সতী মেঝের উপর বসিয়া কহিল, "আচ্ছা, ওবেলা উনের দাম নিতে চাইলেন না কেন?"

রমেশ তাহার হস্তধৃত শূন্য কাপটি রাখিয়া কহিল, "আবার সেই একই পীড়ন, সতি?"

সতী স্মিতহাস্য মুখে চাহিয়া কহিল, "পীড়ন আবার কোথায়? না, না,

দয়া ক'রে বলুন, প্রায় টাকা চল্লিশের পশম কিনে এনে, দাম নিতে চাইছেন না কেন আপনি? কেন চাইছেন না, রমেশ দা?"

রমেশের মুখভাব ম্লান হইয়া গেল। সে কহিল, "তোমার দাদার মত তুমিও আমাকে ভুল বুঝবে, সতি?"

তরুণী সতী মধুর স্বরে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "আচ্ছা, একটা কথার জবাব দিন আমার। আপনার মত পুরুষেরা যখন কোন কিছু দান করেন, তখন পাত্র অথবা পাত্রী সম্বন্ধে হিসাব ক'রেই দানের মাত্রা স্থির ক'রে রাখেন, না? আচ্ছা, ধরুন, এই যে চল্লিশটা টাকা অপব্যয় করতেও আপনার মনে বাধ্‌ল না, এর জন্য বিনিময়ে আপনি কি পেলেন, রমেশ দা?"

রমেশ মুখ ভার করিয়া কহিল, "পেলাম কতকগুলো এমন তিক্তস্বাদে-ভরা অনুযোগ, যা হজম করতে আমার বহুদিন লাগবে, সতি। এক প্রস্থ তোমার অগ্রজপ্রবর দিয়েছেন এবং তাঁর অবর্তমানে তোমার দান সুরু হয়েছে, সতি। এরপর আর আমি সহ্য করতে পারব না।"

"কিন্তু এখনও কেন, সহ্য করছেন, রমেশ দা?" এই বলিয়া তরুণী মেয়ে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমাকে মার্জনা করুন আপনি। আমি বলতে চাই, যে দানের প্রতিদান নেই, তেমন দান করার মত নির্বুদ্ধিতা আর কি আছে, রমেশ দা?'

রমেশ আহত স্বরে কহিল, "তুমিও আমাকে ভুল বুঝবে?"

সতী মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, সে কহিল, "ভুল আপনারই হচ্ছে, রমেশ দা। দা শুনে কত রাগ করতে লাগলেন। পাছে আপনি মনে কষ্ট পান, এই ভয়ে আপনাকে কিছু বলতে চাইলেন না। সত্যি, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, এসবের সার্থকতা কোথায় আপনার?"

রমেশ মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "মনের তৃপ্তি ও শান্তি ব'লে দুটো শব্দ আছে, সতি। আমার মন যদি তোমাকে দান করে সুখী হয়, সে তৃপ্তি পায়, শান্ত-সমাহিতচিত্ততা-লাভ করে, তবে তার মূল্য কি তুচ্ছ কয়েকটি টাকায় স্থির করা যায়, সতি?"

সতী ম্লান হাস্যমুখে কহিল, "প্রতিদানহীন দান ক'রে তৃপ্তি পাওয়া যায়, শান্তি পাওয়া যায়, এও একটা অভিনব অভিজ্ঞতা হ'ল আমার, রমেশ দা।"

রমেশ মুহূর্ত কয়েক স্থির দৃষ্টিতে সতীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "জানি না তুমি বুঝবে কি না, জানি না তুমি ধারণা করতে পারবে কি না, যে এমন মানুষও আছে, যে তা'র মানসীকে দেখতে পেয়েও দেখে, যে তাকে পাবার কোন পথ নেই, কোন উপায় নাই, তবুও তার পরম সাধনায় কল্পলোকবাসিনী মানসীকে দেখতে পেয়েছে, এই আনন্দে, এই সৌভাগ্যে সে আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারে।"

তরুণী সতী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "এমন হিসাবের যুগেও তা' কি সম্ভব হয়, রমেশ দা?"

"বলেছি ধারণা করা শক্ত হবে, সতি। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো, এমন মানুষও আছে, যে সম্পত্তি অপরের জেনেও, পরের সুখে সুখী হয়ে থাকে। তেমনি তা'র মানসী অন্যের ভোগ্যা হবে, অন্য পুরুষের অঙ্কশায়িনী হবে জেনেও, সেই সব আত্মভোলা পুরুষের দল, মানসীর মুখের একটু হাসি, কণ্ঠের মধুর কথা দেখবার ও শোনবার জন্য নিজের জীবন দিতেও দ্বিধা বোধ করে না, সতি। এই সব মানুষকে, হিসাবী মানুষের দল চিনতে পারে না, বুঝতে পারে না, তা'রা তাদের নির্বোধ ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।"

সতী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সে কহিল, "আশ্চর্য, পরমাশ্চর্য ব্যাপার, রমেশ দা।"

রমেশ সহসা মৃদুস্বরে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "আর সেই সব মানগরবিনী নারীরাই এই সব আত্মভোলাদের বাক্যের নির্মম কশাঘাত দিয়ে জর্জরিত করে তোলে। দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রীতি, তাদের হৃদয়ে আছে কিনা, সন্দেহ জাগে।"

সতী সহসা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং দ্রুত রমেশের পদতলে পড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আমাকে আপনি মার্জনা করুন, এই বারটির মত আমার দুঃসহ স্পর্ধাকে আপনি মার্জনা করুন, রমেশ দা।"

রমেশ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। সে কহিল, "এ আবার তুমি কি বলছ, সতি? তুমি ত কোন অপরাধ করো নি, সতি। ছিঃ, ওঠো, ভাই।" সতী ম্লান হাস্যমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কোন কথা না বলিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

রমেশের মন সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে এই ভাবিয়া আনন্দিত হইল যে, সতী তাহার উক্তি বুঝিতে পারিয়াছে। সে মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া কহিল, "ভগবান! আর যেন আমাকে ভুল না বোঝে সে! আর যেন না কোন দিন আমাকে বাক্যের কশাঘাত সহ্য করতে হয়, প্রভু!"

অল্প সময় পরে, তরুণী সতী কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিল, "মা বলছেন, যে দাদার আসতে হয় তো দেরী হবে। সুতরাং এখানে রাত্রের আহার পর্বটা শেষ ক'রে যান, রমেশ দা। মা'কে তাই বলি-গে?"

রমেশ অপলক দৃষ্টিতে সতীর পলকহীন দৃষ্টির প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "কোন উপায়েই আজ তা হয় না, সতি। আমাকে বিশ্বাস করো, যদি উপায় থাকত, তা'হলে......"

বাধা দিয়া হাস্যমুখে তরুণী সতী কহিল, "উপায় নেই কেন?

বাড়ীতে টেলিফোনে সংবাদ দিলেই ত সব কিছু ঝঞ্ঝাট শেষ হয়ে যায় ?"

রমেশ কহিল, "না, সত্তি না। তা নয়। আজ রাত্রি দশটার সময় আমাদের ফার্মের ডিরেক্টার বোর্ডের গোপনীয় মিটিং বসবে। আমি অন্যান্য ডিরেক্টারদের নিমন্ত্রণ করেছি বাড়ীতে। সুতরাং তাঁদের না খাওয়া পর্যন্ত......"

বাধা দিয়া সতী হাস্যমুখে কহিল, "বেশ ত, ডিরেক্টারদের ত আর আমি এখানে খেয়ে যাবার জন্য বলছি না ? তাঁরা আপনাদের বাড়ীতেই খোস মেজাজে আহার করুন না, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আপনি কেন সে জন্যে, এখানে খাবেন না, রমেশ দা ?"

রমেশ হাস্যমুখে কহিল "প্রথমত আহারের পর আমি ঘণ্টা-দুই আর কোন কাজ করতে পারি না'। দ্বিতীয়ত আজকার মিটিং কোনরূপেই স্থগিত রাখা চলে না, সত্তি। অবশ্য তোমার নিমন্ত্রণ আমি অস্বীকার করছি না, অন্য যে-কোন একদিন এসে রক্ষা ক'রে যাব।"

সতী হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "সেদিন হয়ত আপনাকে আপ্যায়িত করা আমাদের দ্বারা সম্ভবপর হবে না।"

রমেশ সশব্দে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল "বেশ ত, সেদিন না হয় পাকা তারিখটি জেনে যাব, সত্তি। লোকসান আমার কিছুতেই হবে না।" এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "অসিত কি আজ রাত্রে আর ফিরবে, তুমি মনে করো, সত্তি ?"

তরুণী সতী চিন্তিত মুখে কহিল, "কি-জানি, রমেশ দা ! সত্যি বলতে কি, ভয়ে আমার মন আকুল হয়ে উঠেছে। দাদা যদি তাঁর শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গে বিবাদ করে আসেন, তা'হলে......"

রমেশ কহিল, "সহসা ঝগড়া করবার পাত্র অসিত নয়, সতি। ওঁর মত সহনশীল যুবক আমি আর দু'টি দেখি নি, সতি।"

এমন সময়ে সর্বেশ্বরী দেবী প্রবেশ করিলেন। রমেশ ব্যস্তভাবে উঠিয়া তাঁহাকে গড় হইয়া প্রণাম করিল। তিনি আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "সুখী হও, দীর্ঘজীবী হও, বাবা।" এই বলিয়া তিনি কন্যার মুখের দিকে একবার চাহিয়া রমেশের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তুমি মাঝে মাঝে এসে সতী আর অসিতকে দেখে যেও, বাবা। আমি তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করতে চলেছি।"

তরুণী সতী মহা বিস্ময়ের সহিত কহিল, "সে কি! তুমিও যাবে, মা?"

"হাঁ সতি। এইমাত্র গুরুদেবের সঙ্গে তোমার বাবা কালীঘাট থেকে ফিরে এসেছেন। গুরুদেব বললেন যে উনি যে উদ্দেশ্যে হরিদ্বারে যাচ্ছেন, আমি সঙ্গে গেলে, তাঁর সে উদ্দেশ্য নাকি বিশেষভাবে সফল হবে। তাই আমি আর না বলতে পারলাম না, মা। গুরুদেব বললেন, মাত্র দুই কি তিন সপ্তাহের জন্য বাইরে থাকতে হবে। আমি ক্ষীরোদাকে সর্বসময়ের জন্য বন্দোবস্ত করে যাব। তা'ছাড়া বৌমা পরশু অঘ্রাণ আসছেন। তোমরা দু'টিতে থাকবে, অসিত থাকবে, কোন কষ্টই হবে না, মা।"

সতী কহিল, "বৌদিকে যদি না পাঠান ওঁরা, মা?"

সর্বেশ্বরী দেবী ম্লান হাস্যমুখে কহিলেন, "পাঠাবেন না কেন, সতি? মেয়েকে স্বামীর ঘর করতে পাঠাবে না, এমন মা-বাপ কি কেউ আছেন, মা? তা'ছাড়া, যদিই বৌমার ঐ দিনে আসবার অসুবিধা হয়, তাতেই ক্ষতি কি মা তোমার? ক্ষীরোদা থাকবে, অসিত থাকবে, তোমার কোন অসুবিধাই হবে না, মা।"

সতী কহিল, "বাপি কবে যাত্রা করবেন, মা?"

"কথা ত ছিল, বৃহস্পতিবারে। কিন্তু শুক্রবারে না কি, কি-এক মহাযোগ আছে, তাই গুরুদেব আমাদের আগামী কাল যাত্রার জন্ম স্থির করেছেন। তোমার বাবাও সম্মত হয়েছেন।" এই বলিয়া সর্বেশ্বরী দেবী, রমেশের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তারপর, তোমার বাড়ীর খবর সব ভাল, রমেশ?"

রমেশ স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "হাঁ, খুড়ি-মা, সবাই ভাল আছেন।"

সর্বেশ্বরী দেবী একবার কন্যার দিকে চাহিয়া, রমেশের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তোমার যে কোন্ এক জমিদারের মেয়ের সঙ্গে বিবাহের কথাবার্তা চলছিল, বাবা, তা'র কি হ'ল?"

রমেশ লজ্জানত মুখে কহিল, "ওসব স্বপ্ন দেখাও মহাপাপের কাজ, মা! আমরা যে দরের লোক, আমাদের উচিত হবে, সেই দরের ঘরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। অবশ্য, বাবা একটু ঝুঁকেছিলেন, কিন্তু মা'র অমত হওয়ায় কিছু হতে পারে নি।"

সর্বেশ্বরী দেবী কহিলেন, "তবে বুঝি, অন্য স্থানে কোথাও স্থির হয়েছে?"

"না খুড়ি-মা, কোথাও স্থির হয় নি।" এই বলিয়া রমেশ মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "মা একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, বলছিলেন কাকী-মা। কিন্তু আপনি যখন তীর্থে চলেছেন, তখন আপনি ফিরে আসুন, তারপর মা'কে আনব।"

সর্বেশ্বরী দেবী ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "কেন রমেশ? কোন কি প্রয়োজন আছে?"

রমেশের মুখভাব লজ্জাভাসে ছাইয়া গেল। সে কহিল, "আমি ঠিক জানিনে, কাকী-মা। তবে তিনি আমার মুখে অনেক কথা

শোনেন কি না, তা'ই একবার……..." এই অবধি বলিয়া সহসা সে নীরব হইল।

সর্ব্বেশ্বরী দেবী কহিলেন, "ফিরে এসে, আমি তোমার মাকে জানাব, রমেশ। তুমি আর একটু অপেক্ষা করো, অসিত বলে গেছে, সে নটার মধ্যে ফিরে আসবে।" এই বলিয়া তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সতী কহিল, "কি অনেক কথাই আপনি জ্যেঠাইমাকে বলেন, রমেশ দা?"

রমেশ হাসিয়া উঠিল, সে কহিল, "কৈ কাকী-মা ত কোন ব্যাখ্যা দাবি করলেন না, সতি? তবে তুমি কেন তা করবে বল ত?"

"তা'র একমাত্র হেতু এই যে, যাঁকে যত সহজে বোঝাতে পেরেছেন, আমাকে পারেন নি।" এই বলিয়া সতী মৃদু হাস্য করিল ও পুনশ্চ কহিল, "কৈ, বলুন?"

রমেশ স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "এমন অনেক কথা আছে, সতি, যা সবার কাছে বলা চলে না। তেমনি যে-কথাটা আমি উহ্য রাখতে চেয়েছি, সে কথাটিও তোমার কাছে বলা চলে না।"

সতী কিছু বলিতে উপক্রম করিয়াই দেখিল, তাহার অগ্রজ বিভীষণ মুখ করিয়া ধীরে ধীরে কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিতেছেন। সে ও রমেশ উভয়ে অসিতকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সাহস করিয়া কেহ কোন প্রশ্নমাত্র করিতে পারিল না।

১১

অসিত কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া, পর্য্যায়ক্রমে ভগিনী ও বন্ধুর দিকে একবার চাহিয়া, পালঙ্কের উপর উপবেশন করিল ও ম্লানস্বরে কহিল, "কখন এসেছ, রমেশ?"

রমেশ কহিল, "অবান্তর প্রশ্ন। কিন্তু তোমার কি হয়েছে, অসিত? তুমি কি অসুস্থ হয়েছ?"

অসিতকুমার মুহূর্ত্ত কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "অসুস্থ হয়েছি? না, রমেশ, আজ যেরূপ আমি সুস্থ বোধ করছি, তেমন ভাল আমি কখনও ছিলাম না।" এই বলিয়া সে সতীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "একটু কফি নিয়ে আয়, ভাই। তারপরে শুভ সংবাদ শোনাব।"

সতী বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, সে কহিল, "এখনই আনছি দাদা। রমেশ দা, আপনি যেন চলে যাবেন না। আমি এখনই আসছি।" বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

রমেশ চেয়ার হইতে উঠিয়া অসিতকুমারের পার্শ্বে পালঙ্কের উপর উপবেশন করিল এবং বন্ধুর গাত্রে একখানি হাত রাখিয়া কহিল, "কি হয়েছে, আমাকে কি বলা চলে না, অসি?"

অসিতকুমার কহিল, "নিশ্চয়ই বলা চলে, রমেশ। তবে একটু অপেক্ষা করো। সতী আসুক, তাতে দু'বার একই বিষয় বর্ণনা করবার ক্লেশ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে।" এই বলিয়া সে মৃদু হাস্য করিল ও পুনশ্চ কহিল, "একদা যেন শুনেছিলাম, যে তোমার বাবা এক মিলিওনেয়ার জমিদারের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে মনস্থ করেছেন। আমার একটা অনুরোধ আছে, শুনবে তুমি?"

"বল!" রমেশ বিস্মিতকণ্ঠে কহিল।

অসিত দৃঢ় স্বরে কহিল, "তুমি সেখানে বিবাহ ক'রো না। জীবনে যদি পবিত্র-কর্তব্য সাধন করতে চাও, তবে ও-ভুল তুমিও ক'রো না, রমেশ। আশা করি, আমার এই অনুরোধ তুমি বিশেষ ভাবে বিবেচনা ক'রে দেখবে?"

রমেশ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "সে-সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছি, অসি। মা আমার কিছুতেই জমিদার-কন্যাকে গৃহে আনতে সম্মত হলেন না। সেজন্য বাবা যথেষ্ট রাগ করেছিলেন। তা' হ'লেও হবে কি, মা আমার কিছুতেই সম্মত হলেন না।"

অসিত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ভগবান তোমাকে রক্ষা করেছেন, রমেশ।"

"কিন্তু তোমার কি হয়েছে, আমাকে বলবে না তুমি, অসিত?" রমেশ আগ্রহভরে প্রশ্ন করিল।

এমন সময়ে সতী দুই কাপ ধূমায়মান কফি ও এক প্লেট খাবার লইয়া প্রবেশ করিল এবং একটি কাপ রমেশের হাতে দিয়া, খাদ্য-প্লেটটি ও অন্য কাপ কফি অগ্রজের সম্মুখে একটা টিপয়ের উপর রক্ষা করিল।

অসিত কহিল, "রমেশকে কিছু খেতে দিলি না, সতি?"

সতী কিছু বলিবার পূর্বে রমেশ দ্রুতকণ্ঠে কহিল, "একটু আগে আমি পেটভরে খেয়েছি," অসিত। এখন দয়া ক'রে, আমাদের উৎকণ্ঠা দূর করো।"

অসিত নীরবে খাদ্য-প্লেটটি নিঃশেষ করিয়া কফি-কাপে চুমুক দিতে দিতে কহিল, "না, সুবিধে হ'ল না, সতি। এমনিই ত তোর বৌদি'র এ বাড়ীটা সহ্য হয় না, দুদিন থেকে গিয়ে দশ দিন ওষুধ খেতে হয়। সেক্ষেত্রে তাঁরা কি ক'রে, এখানে পাঠাতে সম্মত হ'তে পারেন? তাই

বলছিলাম, সুবিধে হ'ল না, ভাই।"

গৃহের ভিতর গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। কিছু ক্ষণ পরে সতী কহিল, "বৌদি'ও আসতে চাইলেন না, দাদা?"

অসিত ম্লান হাস্যমুখে কহিল, "বাবা-মা'র অবাধ্য হওয়া কি তাঁর পক্ষে সমীচীন কাজ হ'ত, সতি? তিনিও বল্লেন আমাকে, যে আমি যেমন আমার বাপি-মা'র আদেশ অমান্য করতে পারি না, তেমনি তাঁর পক্ষেও তা' করা উচিত হবে না। ফলে......"

রমেশ গম্ভীরস্বরে কহিল, "আমি হ'লে তাঁর এই যুক্তি কিছুতেই মান্য করতাম না, অসিত।"

"কি করতে শুনি?" অসিত সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

রমেশের মুখভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে কহিল, "হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে আনতাম।"

অসিতের মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। সে কহিল, "তা'তে লাভ কি হত, বুদ্ধিমান? দেহটি আসত, সত্যি, কিন্তু তাঁর মন? বিরূপ ও বিদ্রোহী হ'য়ে নরকের আগুন জ্বেলে দিত। তেমন ক্ষেত্রে কি করতে তুমি, তীক্ষ্ণধী?"

রমেশ গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "দেখ, আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের কারবার মূখ্যত দেহের সঙ্গে। অবশ্য কয়েক দিন যদি তিনি মুখ ভার ক'রেই থাকতেন, তবে কি এসে যেত, বল ত?"

অসিত কহিল, "মিথ্যে আমার দুরাশা! তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না।"

রমেশ হাস্যমুখে অসিতের দিকে চাহিল, সে কহিল, "উত্তম! আমি এখন আসি।" এই বলিয়া সে পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিল এবং তরুণী সতীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "আসি, সতি। তোমার অনুগ্রহ

কিছু না বললেও, আমি আবার শীঘ্র এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে যাব। ইতোমধ্যে তোমার অগ্রজকে শান্ত করো; সতি।" কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে বাহির হইয়া গেল।

অসিতকুমার ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া থাকিয়া কহিল, "মা কি করছেন, সতি ?"

সতী ম্লানস্বরে কহিল, "মা যে কাল বাপির সঙ্গে হরিদ্বারে যাবেন, দাদা। এদিকে বৌদি'ও এলেন না, তা' হ'লে......"

সতী কথা শেষ করিবার পূর্বে অসিত কহিল, "মা'ও যাবেন, হরিদ্বারে ?"

"হাঁ, দাদা। গুরুদেবের আদেশ।" এই বলিয়া সতী বিষণ্ণ মুখে কিছু সময় নীরব থাকিয়া, পুনশ্চ কহিল, "এ সময়ে মা'র কি বাপির কাছে বৌদি'র সংবাদ দেওয়া ঠিক হবে, দাদা ?"

অসিত রুক্ষস্বরে কহিল, "আমার মাথার কোন ঠিক নেই। দেখ, তুই যদি বুঝিস যে, মা কি বাপিকে ও-সংবাদ দেওয়া ঠিক হবে না, তবে আমিও কোন কথা বল্‌ব না।"

"না, ব'লো না, দাদা। তাঁরা ভগবানকে দর্শন করবার জন্য চলেছেন, সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে তাঁদের মন আবার ভারাক্রান্ত করব কেন ? আমরাই সব ভারটুকু বহন ক'রে তাঁদের হাসিমুখে যাত্রা করবার সুযোগ দেওয়াই ঠিক হবে।"

অসিতকুমার মুহূর্ত কয়েক নীরবে বসিয়া থাকিয়া কহিল, "এখন কি করা আমাদের উচিত, সতি ?"

সতীর মুখে ম্লান মৃদুহাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমি দেব তোমাকে উপদেশ, আমি দেখাব তোমাকে পথ, এমন অসম্ভবও কি কখনও সম্ভব হয়, দাদা ? বৌদি'ও কি আসতে চাইলেন না ?"

অসিতকুমার কহিল, "না, সতি। আমি জানতাম, তবুও বাপির আদেশে যেতে হ'ল। যাক্, এক রকম ভালই হ'ল, সতি। চিরদিনের জন্য একটা বোঝাপড়া শেষ হ'য়ে গেল।"

সতী কহিল, "তার মানে?",

অসিতকুমার কহিল, "মানে এমন কি শক্ত ব'লে মনে হচ্ছে, সতি? ওঁদের মনে মোটর ড্রাইভারেরও প্রতি যে-টুকু শ্রদ্ধাবোধ আছে, দরিদ্রের প্রতি তা'র শতাংশের একাংশও নেই, তা' সে জামাতা হ'লেও। কি ভুলই আমি করেছিলাম, বোন! ধনিকন্যার নম্র, সুসভ্য ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ ক'রে ফেলেছিল। আমি ভেবেছিলাম, যে—ঐশ্বর্য ও বিনয়ের এমন বিস্ময়কর মিলনও যেখানে কল্পবপর হয়, সেখানে মর্ত্যে স্বর্গ নেমে আসবে। তাই যখন আমি তোর বৌদি'কে জিজ্ঞাসা করলাম 'অনু, তুমি আমার মত একজন সাধারণ লোককে ভাগ্যবান ক'রে, সুখী হবে ত?' "

সতী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "শুনে তিনি কি বল্লেন?"

"বল্লেন?" অসিতকুমারের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, 'তা'র মুখে ভেসে উঠ্‌ল এক স্বর্গীয় দীপ্তি, সতি। কণ্ঠস্বর শুনে মনে হ'ল, কে যেন বীণার তারে আঘাত করল। বল্লে, 'আমার সকল স্বপ্ন আজ সফল হ'ল!' এই বলিয়া সে ক্ষণকাল অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "সেই মেয়ের আজ যে-পরিবর্ত্তন দেখলাম, মনে হ'ল, যেন আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছি, বোন। সতি?"

"বল, দাদা!" মেয়ে আগ্রহ ভরে প্রশ্ন করিল।

অসিতকুমার কহিল, "তুই যেন কোনদিন তেমন মেয়ে হস্ নি,

বোন্। মুখ ও মন যেন তোর চিরদিন এক হ'য়ে থাকে। যা'কে ভালবাসতে পারবি না, তা'কে কোনদিন অভিনয়েও ভোলাতে চাইবি না। যা'কে ভালবাসবি, তার জন্ম যেন তোর জীবন আহুতি দেবার জন্ম সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকে। তবেই সুখী হ'তে পারবি, অপরকে সুখী করতে পারবি।"

সতী বসিয়াছিল, অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া অগ্রজকে গড় হইয়া প্রণাম করিল ও দাঁড়াইয়া কহিল, "তুমি বিশ্রাম করো, দাদা। আমি মা'কে একটু সাহায্য করিগে।"

অসিতকুমার কহিলেন, "মা'কে কি বলবি ?"

"বলব যে, তুমি শ্বশুর বাড়ীতে গিয়েছিলে, তারিখটি জানিয়ে এসেছে।" এই বলিয়া সতী মৃদু হাস্য মুখে বাহির হইয়া গেল।

অসিতকুমার শয়ন করিল। তাহার দুই চক্ষু কিছু সময় অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। অবশেষে সে কোন সময়ে যে ঘুমাইয়া পড়িল, জানিতে পারিল না।

১৩

অগ্রহায়ণ শেষ হইতে চলিয়াছে। প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্বে অসিতের জননী ও পিতৃদেব, তাঁহাদের গুরুদেবের সহিত হরিদ্বার তীর্থ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা শীঘ্রই ফিরিবেন, জানাইয়াছেন।

অসিতকুমার শ্বশুরের করিয়া দেওয়া চাকুরী ছাড়িয়া দিবার জন্ম একমাসের নোটিশ দিয়াছে। অফিসের বড়ো কর্তা, অসিতকে চাকুরী না ছাড়িবার জন্ম এবং অনতিবিলম্বে যে তাহার পদোন্নতি হইবে,

তাহা জানাইয়াও তাহাকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। উপরন্তু কেন যে অসিত চাকুরী ছাড়িতেছে, তাহা জানিবার জন্ম প্রয়াস পাইয়াও তিনি কিছু জানিতে পারেন নাই। নোটিশের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইতে আর মাত্র একটি সপ্তাহকাল অবশিষ্ট আছে।

অসিত নোটিশ দিয়া, চারিদিকে চাকুরীর জন্ম আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিল। রমেশ তাহার পিতার সুবৃহৎ কারবারে, অসিতকে ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করিবার জন্ম প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু অসিত সম্মত হইতে পারে নাই। সে বলিয়াছিল যে, 'আমি পৃথিবীর সাম্রাজ্যের প্রলোভনেও আমাদের ভিতর যে পবিত্র বন্ধুত্ব-সম্পর্ক বিদ্যমান, তা' ক্ষুণ্ণ করতে পারব না।'

তরুণী সতী সবই শুনিয়াছিল। সে অগ্রজকে কোন বাধা দেয় নাই। সেদিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে, অসিত অফিস হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিল, যে অভিন্নহৃদয়প্রায় বন্ধু, রমেশ বহির্দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে সবিস্ময়ে কহিল, "একি, এখানে দাঁড়িয়ে আছ যে? ভিতরে যাও নি কেন, রমেশ?"

রমেশ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "যাবার সুযোগ এখনও পাই নি। কারণ দ্বার ভিতর থেকে বন্ধ।"

অসিত সবেগে দ্বারের কড়া নাড়িয়া দিতেই উপর হইতে সতী কহিল, "যাই, দাদা!" এই বলিয়া সে দুড়দাড়্ শব্দে সিঁড়ি ভাঙিয়া নিম্নে অবতরণ করিল এবং দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়া দিয়া, রমেশের দিকে চাহিয়া কহিল, "এ কি, আপনারা কি একসঙ্গে এলেন নাকি?"

রমেশ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "হাঁ, প্রায় একসঙ্গে। তবে পাঁচটা মিনিট আগে আমি এসেছি। আমি প্রাকৃতিক শোভা দেখছিলাম, সতি।"

অসিতকুমার তীক্ষ্নস্বরে কহিল, "বন্ধদ্বারের ওপর দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে

থেকে যে, প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করা হয়ে থাকে, তা আমার এই প্রথম অভিজ্ঞতা হ'ল বুদ্ধিমান।"

সতীর পশ্চাতে সকলে অসিতের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। সতী অগ্রজকে পোশাক পরিবর্তন করিবার এবং রমেশকে বসিবার জন্ত অনুরোধ জানাইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

রমেশ কহিল, "তারপর, কোন নতুন সংবাদ আছে, অসিত?"

অসিত পোশাক পরিবর্তন করিতেছিল। সে কহিল, "না। তবে মা ও বাপি শীগগীর ফিরে আসছেন।"

রমেশ সোল্লাসে কহিল, "শুনে অত্যন্ত খুশি হ'লাম, অসিত। মা'কে ত আর ঠাণ্ডা রাখা যাচ্ছে না, ভাই।

অসিত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "কেন, রমেশ? মা'র সঙ্গে তাঁর এমন কি প্রয়োজন, রমেশ?"

রমেশ নিরীহ স্বরে কহিল, "তা'ত জানিনে, ভাই। তবে মা'র আদেশ পালন করতে পারব, আমি এই আনন্দে মশগুল্ হ'য়ে আছি।"

অসিতকুমার হাস্তমুখে কহিল, "ভাবছি, এই কটা দিন কেটে যাবার পর, আমি একটা ছোট দোকান করব কি-না!"

রমেশ কহিল, "উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু কিসের দোকান হবে শুনি?"

অসিত কহিল, "এমন সব জিনিষ দোকানে থাকবে, যা'র জন্ত কোন মহিলা খরিদ্দার আসবে না। আমার দোকান হবে মাত্র, পুরুষদের জন্ত।"

রমেশ হাস্তমুখে কহিল, "তবু এমন সব কি জিনিষ, যার গন্ধে কোন নারী দোকানে পদধূলি দেবেন না, অসিত? জিজ্ঞাসা করি, এ দুনিয়ার তাবৎ নারী-সম্প্রদায়ের ওপর কি তোমার বিতৃষ্ণা ধরে গেছে? ভাল কথা, শ্বশুর বাড়ীর আর কোন সংবাদ পেয়েছ? পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীখানার কাজ আমরা শেষ ক'রে ফেলেছি।"

অসিত গম্ভীরমুখে কহিল, "ওসব কথা শুনে আমার আর ভাল হয় না, রমেশ।" তার চেয়ে তুমি অন্য কথা বল?"

রমেশ কিছু সময় নীরব থাকিয়া কহিল, "আমার একটা পরামর্শ গ্রহণ করবে, অসিত? তুমি আবার বিবাহ কর। মিথ্যে মিথ্যে জীবনটা এমন ভাবে নষ্ট করার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই, ভাই।"

অসিতের মুখভাব, অপূর্ব আভাসে ভাসিয়া গেল। সে কহিল, "বিবাহ একবারই হ'য়ে থাকে, রমেশ। দোহাই তোমার, তুমি অন্য আলোচনা কর।"

রমেশ সবিস্ময়ে কহিল, "তুমি এখনও অনুরাধা দেবীকে ভালবাস, অসিত?"

অসিত কহিল, "এই জন্যই তোমাকে 'বুদ্ধিমান' বলে থাকি। ঠিক ধরেছ ত? ভাবছি; তোমার কণ্ঠে যিনি মালা দেবেন, তাঁর তপস্যার জোর কতখানি!"

সতী প্রবেশ করিতেছিল। সে কহিল, "কা'র তপস্যার জোর কতখানি, দাদা?"

অসিত অন্যমনস্ক স্বরে কহিল, "তোমার।"

রমেশ পুলকিত আনন্দে চমকিত হইয়া উঠিল। সে অসিতের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি কি বললে, অসিত?"

সতী মধুর হাস্যমুখে কহিল, "নেই-বা দাদাকে আমার লজ্জা দিলেন, রমেশ দা? আসুন, দয়া ক'রে একটু জলযোগ করুন।"

রমেশ কহিল, "তোমার দাদা এবার এমন এক ব্যবসা করবেন, যে দোকানে কোন নারীর শুভাগমন সম্ভবপর হবে না।"

সতী অগ্রজের দিকে চাহিয়া কহিল, "যাও, মুখ হাত ধুয়ে এস। কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

অসিত কহিল, "আমাদের বুদ্ধিমানকে আগে খেতে দে, সতি। আমি এখনই আসছি।" এই বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সতী ম্লানস্বরে কহিল, "এমন ভাল চাকুরীটা পর্যন্ত দাদা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। শেষ অবধি যে কি হবে, আমি ভাবতেও সাহস পাইনে, রমেশ দা।"

রমেশ কহিল, "তোমার বৌদি'র কোন খবর পাও নি, সতি?"

"না, রমেশ দা। তাঁরা জেদ ধরে বসে আছেন, হয়, দাদা তাঁদের ঘরজামাই হয়ে থাকবেন, নয় কোন সম্পর্ক তাঁরা রাখবেন না।" এই বলিয়া তরুণী সতী মুখখানি ভার করিয়া বসিল।

রমেশ ধীরকণ্ঠে কহিল, "তুমি যার গৃহ আলোকিত করবে, সতি, তা'র মত ভাগ্যবান আমি কল্পনাও করতে পারিনে।"

সতী শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "ছিঃ, রমেশ দা। আপনার মুখে বিদ্রূপ বড়ো বাজে আমাকে।"

রমেশ অতিশয় সচকিত হইয়া কহিল, "আমাকে বিশ্বাস করো, সতি, আমি বিদ্রূপ করি নি। আমার দিবারাত্রের ভাবনাকে একটু প্রকাশ করেছি মাত্র। তুমি কি জান না, সতি, যে আমি……" রমেশের কথা, শেষ করিবার সুযোগ মিলিল না। অসিতকুমার কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল।

অসিত কহিল, "দে, ভাই, খাবার দে।"

সতী অগ্রজের হস্তে খাবারের পাত্রটি তুলিয়া দিল। অসিত, রমেশের দিকে চাহিয়া কহিল, "তারপর, নতুন খবর কি আছে, রমেশ?"

রমেশ কহিল, "নতুন খবর কিছু নেই, অসিত। তবে পুরাণো খবরের মধ্যে এইটুকু বলতে পারি যে, পাশ্চাত্য-শিক্ষা বাঙালীর অন্তঃপুরকে খুব তাড়াতাড়ি চূর্ণ করতে আরম্ভ করেছে। এই শিক্ষায় পুরু,

পিতাকে সন্দেহের চোখে দেখে, যা'কে বিশ্বাস করতে বাধা দেয়, মানুষকে স্বার্থপর ও আত্মসুখধর্মী ক'রে তোলে। দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে, শিক্ষা-ব্যবস্থা যত শীঘ্র পরিবর্তন করা যায়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গলকর হবে।"

অসিত মুখ ভার করিয়া কহিল, "বড়ো বড়ো বুলি অনেক শুনেছি, রমেশ। তা'ছাড়া যা করবার দায়িত্ব, না তোমার, না আমার, তা'র জন্য মাথা ব্যথা করার কি হেতু আছে? এখন বল, কোন্ ব্যবসায়ে অল্প পুঁজিতে বেশি লাভ হয়?"

রমেশ হাসিয়া কহিল, "এমন ব্যবসার খবর ত আমার জানা নেই, ভাই। তবে যদি সময় দাও, তবে, অনুসন্ধান ক'রে দেখতে পারি।"

সতী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে কহিল, "আপনারা গল্প করুন, আমি ক্ষীরোদাকে বাজারে পাঠিয়ে আসি।" এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

অসিত কহিল, "সত্য বলছি, রমেশ, আমার এই জগতের ওপর বিতৃষ্ণা ধ'রে গেছে। মানুষ যে এতবড়ো স্বার্থপর হ'তে পারে দেখে, আমি স্তম্ভিত হয়ে পড়েছি। ভাবছি, সংসার ত্যাগ করাই একমাত্র সুখের পথ কি-না! কিন্তু সতীর একটা বন্দোবস্ত না ক'রে, কিছু করতেও পারছি না আমি।"

রমেশ কহিল, "অভয় দাও ত একটা কথা বলি, অসিত। সতীর ভার আমার মা নেবার জন্য অস্থির হ'য়ে পড়েছেন। অবশ্য যদি তোমাদের কোন আপত্তি না থাকে, তা'হ'লে......"

অসিতের চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া গেল। সে কহিল, "আর একবার বল, রমেশ? ঠিক শুনেছি কিনা বুঝতে পারছি না। সত্যি

বল্‌ছ, আমার অভাগিনী বোন্‌টাকে তুমি সুখী করবে? সতীকে পায়ে ঠাঁই দেবে তোমার?"

রমেশ কম্পিত স্বরে কহিল, "পায়ে ব'ল না, ভাই, সতীকে আমি চিরদিন মাথায় ক'রে রাখব। খুড়ি-মা যে হঠাৎ তীর্থ দর্শনে গেলেন, নইলে এই মাসেই শুভকাজ শেষ হ'য়ে যেত। বল, অসিত, আমাকে তোমরা গ্রহণ করতে পারবে ত?"

কক্ষের বাহিরে চাপা ক্রন্দন-শব্দের সহিত দ্রুত পদধ্বনি উত্থিত হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে যখন, সতী পুনরায় কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল, তখন তাহার মুখখানি শিশির-ধৌত পদ্মের মত ঝলমল করিতেছিল। চকিতে তাহার দৃষ্টি রমেশের সহিত মিলিত হইলে, সে দৃষ্টি নত করিয়া অগ্রজের উদ্দেশে কহিল, "দাদা, তোমাদের একটু কফি দেব?"

"শুধু কফি নয় সতি, আমাদের নতুন ক'রে একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দে, ভাই।" অসিত হাস্যমুখে কহিল।

সতী প্রথমে অগ্রজকে, পরে রমেশকে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার এই অকারণ প্রণামের হেতু কেহ জানিতে চাহিল না। কারণ তাহারা উভয়েই বুঝিল যে, হেতুটি সতীর নিকটেও অজ্ঞাত নাই।

১৪

সতী জলযোগের উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি হস্তে তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। রমেশ হাস্যমুখে কহিল, "এইবার বল, অসিত, তুমি কি ব্যবসা করতে চাও?"

অসিতকুমার ম্লানস্বরে কহিল, "না, ভাই, ভেবে দেখলাম ব্যবসা—আমার দ্বারা হবে না। কারণ আমি মিষ্টি ক'রে মিথ্যা কথা খরিদ্দারকে বলতে পারব না। দেখেছি ত, তামা-তুলসী আর ধর্মকে নিয়ে এক শ্রেণীর দোকানদারেরা কিরূপ অবলীলাক্রমে ব্যবসা চালিয়ে থাকেন! তা ছাড়া সজ্ঞানে মিথ্যা কথা ব'লে লাভ করা, আমার ধাতুতে সহ্য হবে না, রমেশ।"

রমেশ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "যাক, বাঁচা গেল! নইলে আমি ভাবছিলাম, যে তুমি যদি ব্যবসা করতে আরম্ভ কর, তা'হ'লে ব্যবসার আসল পুঁজিটা কত দিন অন্তত অটুট থাকবে? তা ছাড়া, শুধু পুরুষ-খরিদ্দার বর্তমান যুগে পাওয়া অসম্ভব হ'ত, অসিত। মেয়েরা যখন শুনতেন যে, তুমি দোকানে তাঁদের প্রবেশাধিকার দিতে চাও না, তখন তাঁদের স্বামীদের, ছেলেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রয় করার জন্য, তোমার দোকানে দলে দলে আবির্ভাব হ'তেন।"

"সর্বনাশ!" অসিত শিহরিয়া উঠিল। সে কহিল, "কাজ নেই আমার অমন ব্যবসায়! তা'র চেয়ে সংবাদপত্র বিক্রয় করব, তা'ও শ্রেয় হবে।"

রমেশ সোৎসাহে কহিল, "চমৎকার! এইবার একটা কথার মত কথা বলেছ, অসিত। তোমার মত ছেলেরা যদি এই ব্যবসাটির দিকে একবার চোখ দেয়, তবে অনেক অনাচার সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়।"

অসিতকুমার বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "এক এক সময়ে তোমার হেঁয়ালী-কথা বোঝা শক্ত হ'য়ে ওঠে আমার। আরও একটু প্রাঞ্জল হ'তে পারো না?"

রমেশ কহিল, "না, ভাই। ভুল ক'রে যে-টুকু ভুল করেছি, সেইটুকু অবধিই থাক। নইলে প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট হ'য়ে যাব। আমা

রাগ ক'রো না! কোন দিন যদি কোন সংবাদপত্র অফিসে কাগজ বা'র হবার সময় গমন কর, তা'হ'লেই আমার উক্তির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারবে। দেখবে; বাঙ্‌লার অসহায় ছেলেরা; যাদের অন্ন উপার্জনের আর কোনও সহজ পন্থা নেই, তা'রা কয়েকখানা সংবাদপত্র সর্বাগ্রে পাবার জন্য কিরূপ ব্যর্থ চীৎকার করছে।" এই অবধি বলিয়া রমেশ মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "মানি, প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বিক্রয়-এজেন্সী নেবার জন্য। কিন্তু এমন ব্যবস্থা কি করা যায় না, যিনি এজেন্সী নেবেন, তাঁকে একটি বিশেষ সর্তে বাধ্য করা, যে বাঙ্‌লার দরিদ্র তরুণদের সর্বাগ্রে কাগজ দিতে হবে? যাক, ভাই, ও-কাজ তোমার দ্বারা হবে না। তা'র অপেক্ষা......"

অসিত শুনিতেছিল, কহিল, "বল, তা'র অপেক্ষা কী? কিন্তু শোন রমেশ, আমি এক বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছি যে, এই চাকরী যাবার পর, আমি আর কারুর দাসত্ব করব না।"

রমেশ কহিল, "মুস্কিল হয়েছে, তুমি মেয়েদের দূরে রাখতে চাও। নইলে এমন লাভজনক ব্যবসার কথা বলতে পারতাম যে, একটিও মিথ্যা কথা না ব'লে, তুমি এক বছরের ভিতর মিলিওনেয়ার হ'য়ে যেতে পারতে।"

এমন সময়ে হঠাৎ লাজনত মুখে, সতী কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া একখানি চেয়ারের উপর উপবেশন করিল। সে কহিল, "আমার দাদা কোনদিন মিলিওনেয়ার হ'তে চান না। আপনি বলুন, দাদা হাসিমুখে, শান্তির মাঝে কি ভাবে থাকতে পারবেন?"

রমেশের মুখে স্মিত হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "মুস্কিল হয়েছে যে......"

বাধা দিয়া সতী নত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "আপনার মুস্কিলের কথা

[illegible] শুনেছি। বেশ ত, দাদাকে আমি বুঝিয়ে বলব'খন। আপনি বলুন, মেয়েদের দূরে না রেখে এমন কি ব্যবস্থা আছে......"

রমেশ হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "না, থাক। তোমার দাদা বলেছেন, তিনি মিথ্যা কথা বলতে পারবেন না। কিন্তু শুধু সত্য-ভাষণেও বিপদ আছে, সত্যি।"

অসিতকুমার গম্ভীর মুখে কহিল, "এমন দিনেও তোমার পরিহাস-করা স্বভাবটা গেল না, রমেশ। আমি কখনও বলি নি, যে সত্য কথা বল্‌তে নিজেকে বিপদগ্রস্ত মনে করব।"

"না, বলো নি, ভাই।" রমেশ কহিল, "তবে ব'লেই ফেলি পরিষ্কার ভাবে। হাঁ, ধরো, বর্তমানে সিনেমা-শিল্প এমন হু হু ক'রে বেড়ে চলেছে, যে তুমি যদি অভিনেতা ও অভিনেত্রী সরবরাহের জন্য একটা অফিস খোল, তা'হলে দেখবে কিরূপ প্রচুর অর্থাগম হবে। কিন্তু বিপদ কোথায় জান? কোন তরুণী-মেয়ে অভিনেত্রী হবার জন্য তোমার কাছে দরখাস্ত ও ফটো পাঠিয়ে দিলেন। তুমি যদি তরুণীর ফটো দেখে অভিমত প্রকাশ করো, যে আপনার মুখের চেহারা ঠিক ক্যামেরা-উপযোগী নয়, অমুক প্রডিউসর আপনার অপেক্ষা সুন্দরী হিরোইন্ চান, তা' হলে..."

সতী মুখে কাপড় চাপিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

রমেশ ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "হাঁ, তা হ'লে কি হবে?"

রমেশ হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, তা' হ'লে যে কি ঘটবে, তুমি বুঝতে পারছ না, অসিত? সেই মেয়ে যাকে তুমি সুন্দরী নও বলেছ, তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে তোমার গণ্ডে যদি কুসুম-পেলব হস্তে চপেটাঘাত না করেন, তা' হ'লে বহু ভাগ্য মেনে নিতে হবে।"

অসিতকুমার শিহরিয়া উঠিল। সে কহিল, "সর্বনাশ! কাজ নেই আমার ব্যবসাতে!"

রমেশ কৃত্রিম সহানুভূতি-সূচক স্বরে কহিল "আমিও তাই বলছিলাম ভাই। একবার এক তরুণী মেয়ের স্বাস্থ্য ভেঙে যেতে দেখে, সহানুভূতি জানিয়েছিলাম, ফলে আমাকে যে নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল, চিরদিন আমার মনে জাগ্রত থাকবে!"

অসিত কহিল, "তা'র মানে? কারও স্বাস্থ্য খারাপ হ'চ্ছে দেখে, বলা যাবে না, যে ....."

"না, ভাই, না। বিশেষ ভাবে তরুণী মেয়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করার মত দুর্ভোগও আর কিছু নেই। তুমি, তাঁদের, দেবী বল, অসামান্যা বল, এমন সুন্দরী আর দেখি নি বল, তাঁদের মুখে মধুর হাসি ফুটে উঠবে। তাঁরা হাসতে হাসতে পরম প্রীতিপূর্ণ মনে প্রতিবাদ জানিয়ে বলবেন, 'কি যে বলেন আপনি!' কিন্তু ভাই, তাঁরা মনে মনে ভাববেন, যে তুমি সত্য কথাই বলেছ। এই সংসারে কত যে সাবধানে চলতে হয়, তা' বুঝবে, কিন্তু পরে। তোমার সে-সময় এখনও আসে নি, অসিত।"

অজিত ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "যত সময় তোমার এসেছে!"

রমেশ হাস্যমুখে কহিল, "সত্যিই, অসিত, আমার জীবনে যত সুযোগ এসেছে, তত খুব কম পুরুষের ভাগ্যেই ঘটে। আমি দেখেছি, কুরূপা তরুণীকে সুরূপা বলতে বলতে. তাঁর মনে এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যায়, যে নিজেকে সুরূপা ভিন্ন অন্য কোন ধারণাই তিনি আর করতে পারেন না। সেই মেয়েকে যদি তুমি পুনরায় তাঁ'র সত্য পরিচয় দাও, তবে তিনি উন্মাদিনীর মত তোমাকে আক্রমণ করবেন, যা তা বলবেন। এমনই রহস্যময়ী নারী, অসিত!"

অসিতকুমার কহিল, "খুব হয়েছে! এবার তোমার ও-আলোচনা বন্ধ কর। এখন বল, আর [illegible] সপ্তাহ পরে, আমি কি করব!"

রমেশ হাস্যমুখে কহিল, "দেখছি, তুমি একেবারে হতাশ হ'য়ে পড়েছ, অসিত। আমি কিন্তু ভাবতে পারছিনা যে, অনুরাধা দেবীর সঙ্গে তোমার চিরদিনের জন্য সম্পর্ক শেষ হ'য়ে গেছে। শোন, অসিত, সময়ের মত এমন বিশল্যকরণী ঔষধ আর কিছু নেই। সময়েই সব ঠিক হ'য়ে যাবে, ভাই।"

সতী বোধ হয় দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আমার বৌদির জন্য ত চিন্তা নয়—তাঁর মা'-ই হচ্ছেন সমস্ত অনর্থের মূল! কিন্তু আপনি কি ভাবেন যে, সময়ে তাঁর মতেরও পরিবর্তন হবে?"

রমেশ কিছু বলিবার পূর্বে, অসিত ক্ষুব্ধ স্বরে কহিল, "তোমরা যদি আবার ঐসব আলোচনা করবে, তা'হ'লে আমি এখনই বাড়ী থেকে চলে যাব।"

রমেশ ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিল, "বেশ, ত, চল না, আজ একটা ভাল বই দেখাচ্ছে, উত্তরায়। চল, দেখে আসি।" এই বলিয়া সে সতীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "যাবে, সতি?"

তরুণী সতী অগ্রজের মুখের দিকে চাহিতে দেখিল, সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। অসিত কহিল, "বেশ, চল। কিন্তু বাড়ীতে থাকবে কে?"

সতী কহিল, "বাইরের ঘরে রতন বসে আছে, পীরোদা বাসন মাজছে। ঘরগুলোর চাবি দিয়ে গেলেই চলবে। তা'হ'লে যাবে, দাদা?"

"চল্, ভাই, মনটা অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে রয়েছে! যদি দু-তিনটে ঘণ্টাও অন্যমনস্ক হয়ে থাকতে পারি—তবে মন্দ হবে না।" এই বলিয়া অসিতকুমার পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিল।

সত্য কহিল, "তুমি পোষাক বদলে নাও, দাদা। আমি পাঁচ মিনিটের ভিতর আসছি।" এই বলিয়া সতী দ্রুতবেগে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

রমেশ কহিল, "আমি বাড়ীতে মা'কে টেলিফোনে জানিয়ে দিই, অসিত। নইলে তিনি ভাববেন আমার জন্য।" এই বলিয়া সে রিসিভার তুলিয়া লইয়া একটি নম্বরে সংযোগ চাহিল।

অল্প সময় পরে রমেশ কহিল, "মা, আমি অসিতদের বাড়ী থেকে কথা বলছি। অসিত আমাকে নিয়ে বায়োস্কোপে যাচ্ছে। ফিরতে আমার দেরী হবে।"

তারের অপর প্রান্ত হইতে, রমেশের মাতা কহিলেন, "সতী-মাকেও ত নিয়ে যাবি ?"

রমেশ জড়িত স্বরে কহিল, "হাঁ, মা, যাবে।"

রমেশের মাতা কহিলেন, "অসিতকে ও সতী-মাকে আগামী কাল আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণের কথা বলেছিস ত, বাবা ?"

রমেশ সচকিত হইয়া কহিল, "ঐ যা, ভুলে গেছি! এখনই বলছি, মা।" এই বলিয়া সে দ্রুতবেগে রিসিভার নামাইয়া রাখিল।

সতী একখানি আকাশ-নীল বর্ণের সাড়ীতে সজ্জিত হইয়া কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল। সে কহিল, "কি বলতে ভুলেছেন আবার ?"

অসিতকুমার কহিল, "হয় তো এমন কোন কথা, যা বলবার জন্যই এসেছিল, তাই বলতে ভুলে গিয়ে, অন্য সব কথা বলেছে, বুদ্ধিমান।"

"সত্যিই ভুল হয়ে গিয়েছিল, অসিত।" এই বলিয়া রমেশ একবার সতীর জিজ্ঞাসদৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া পুনশ্চ কহিল, "মা, তোমাদের আমাদের বাড়ীতে দু'টি ভাত খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন, ভাই। আমি সেই নিমন্ত্রণ জানাবার জন্য এসেছিলাম, আর তাই ভুলে......"

"চলে যাচ্ছিলে।" অসিতকুমার হাস্যমুখে কহিল, "কিন্তু নিমন্ত্রণটা রাত্রের না হয়ে, দিনের হ'ল কেন?"

"আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতাই জানেন, ভাই! তাঁর হুকুমই আমার নিকট শেষ কথা। সুতরাং তোমরা যে আমাকে বাধিত করবে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি ত?" এই বলিয়া রমেশ পর্যায়ক্রমে ভ্রাতা ও ভগিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

অসিতকুমার কহিল, "জ্যেঠাইমা'র আমন্ত্রণ আমরা কি অমান্য করতে পারি, রমেশ! কিরে, তাই না, সতি?"

সতী লজ্জনতস্বরে কহিল, "হ্যাঁ, আমরা যাব।"

"যাক্, আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম!" এই বলিয়া রমেশ তাহার রিস্টওয়াচের দিকে একবার চাহিয়া কহিল, "আর দেরী করা চলে না, অসিত। চল, সময় আসন্ন হয়ে উঠেছে।"

ইহার পরে সতী কক্ষগুলিতে তালাবদ্ধ করিয়া, পরিচারিকাকে যথাবিহিত আদেশ দিয়া বাহিরে গিয়া, রমেশের অপেক্ষমান মোটরে আরোহণ করিল।

মোটর ছুটিতে আরম্ভ করিলে, তরুণী সতীর মন এক অনাস্বাদিত পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে তাহার স্বল্প জীবনে এমন এক পুলকের স্বাদ কখনও পায় নাই। তাহার দৃষ্টির সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী রূপে, রসে, গন্ধে এক মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিল। সে যেদিকে চাহিতেছিল, তাহাই অভিনব ও নূতনরূপে তাহার মনে প্রতিভাত হইতেছিল। তাহার মানস-দৃষ্টি আসন্ন ভবিষ্যতের শত সুখ ও শান্তিময় দৃশ্যের ভিতর দিশেহারা হইয়া পড়িল। সে এক সময়ে শুনিল, তাহার অগ্রজ বলিতেছে, "তুই কি ঘুমিয়ে পড়লি, সতি?"

সতী চমকিত হইয়া বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিল। সে দেখিল,

সোজায়ের পার্শ্বে উপবিষ্ট, রমেশের চক্ষুদ্বয় পরম বিস্ময়ভরে তাহার উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে। সে কহিল, "ঘুমুই নি ত! কি বলছ, দাদা?"

অসিতকুমার কহিল, "ঘুমুই নি ত! মানুষ জেগে থাকলে বারবার ডাকলেও যে শুনতে পায় না, আমার প্রথম অভিজ্ঞতা হ'ল, বোন।"

সতী কহিল, "কি বলছ, তুমি বল, দাদা?"

অসিত কহিল, মেট্রোয় যাবি, না, উত্তরায়?"

সতী কহিল, "উত্তরায় যাব। আমাদের নিজস্ব জিনিষ থাকতে, পরের জিনিষ পয়সা ব্যয় ক'রে দেখব কেন?"

অসিত কহিল, "তোর সব তা'তেই গোঁড়ামী, সতি। জিজ্ঞাসা করি, মেট্রোয় যদি ভাল ছবি থাকে, আর আমাদের নিজস্ব চিত্রগৃহে যদি রাবিশ দেখবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে কোন্‌টা দেখতে হবে?"

সতী সচকিতে একবার রমেশের মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, উত্তর শুনিবার জন্য, তাঁহার চক্ষু দু'টি পলকহীন হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে। সে অগ্রজের দিকে চাহিয়া কহিল, "তা' হ'লেও আমরা রাবিশ দেখব, দাদা।"

অসিত কোন কথা বলিবার পূর্বেই, রমেশ সোল্লাসে কহিল, "তুমি যথার্থ বলেছ, সতি।"

অসিত মৃদু ব্যঙ্গকণ্ঠে কহিল, "তা'ত বলবেনই! এই জন্যই তোমাকে আমি 'বুদ্ধিমান' ব'লে অভিহিত ক'রে থাকি। ট্যাকের পয়সা ব্যয় ক'রে রাবিশ দেখ্‌ব, তবু ভাল ছবি দেখব না, এমন মনোবৃত্তি না হ'লে কি আর……"

সতী হাস্যমুখে কহিল, "দাদা, তুমি রেগেছ। কিন্তু কেন ভুলে যাচ্ছ, যে আমাদের দেশের সিনেমা-শিল্প এখন শিশুস্তরে। এই শিশুকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে না? মা'র চোখে আপন শিশুকে কখনও কি কদাকার দেখায়, দাদা?"

"ওরে, বাবা!" এই বলিয়া অসিতকুমার সেদিন সেই প্রথম সশব্দে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "রমেশ, তুমিও নিশ্চয়ই সতীর, মত সমর্থন করো?"

রমেশ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "তুমি যে ইঙ্গিত ক'রেছ, তা'র প্রতিবাদ আমি করছি, অসিত। কিন্তু সতীর কথা যথার্থ ব'লেই, আমি সমর্থন করছি।"

"বেশ কর। ভোটে যখন আমি পরাজিত হ'য়েছি তখন রাবিশই দেখি-গে চল।" এই বলিয়া অসিতকুমার মুখ ভার করিয়া বসিল।

সতী মধুর শব্দে হাসিয়া উঠিল সে কহিল, "কে বল্‌লে, যে আমরা রাবিশ ছবি দেখতে যাচ্ছি? আগে ছবি দেখ, তারপর তোমার অভিমত প্রকাশ ক'রো, দাদা।"

মোটর আসিয়া উত্তরার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সকলে অবতরণ করিল। অসিতকুমারের কোন বাধা না মানিয়া, রমেশ তিনখানা উচ্চশ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়া, অসিত ও সতীকে লইয়া হাউসের ভিতর গমন করিল।

অসিতকুমার, সতী ও রমেশ উপবেশন করিবার সঙ্গে সঙ্গে ছবি দেখানো আরম্ভ হইয়া গেল।

বায়োস্কোপ দেখা শেষ হইবার পর, বাহিরে আসিয়া সকলে মোটরে আরোহণ করিল।

মোটর ছুটিতে আরম্ভ করিলে, রমেশ কহিল, "এখন বল, ছবি দেখে কি তৃপ্ত হ'য়েছ?"

অসিতকুমার মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "তৃপ্ত হয়েছি কি-না, তা' একটা বড়ো দরের জিজ্ঞাসা, রমেশ। তবে পয়সা ব্যয় ক'রে যে রাবিশ দেখে ফিরি নি, তা' আমি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলছি।"

সতীর মুখ আলোকিত হইয়া উঠিল। রমেশ কহিল, "এখনও অনেক কিছু উন্নতি করবার আছে। অবশ্য আমেরিকান ছবির সঙ্গে তুলনা করাই চলে না। তা'রও হেতু আছে। ডলার-মিলিওনেয়ারের দেশ, আমেরিকা। সেখানে একটা ছবি তৈরী করতে যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হ'য়ে থাকে, আমাদের দেশে সারা বছরে একটা স্টুডিওতে সে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় কি-না, সন্দেহ আছে। সে তুলনায়, বাঙ্‌লা ছবি যে অনেকখানি এগিয়ে চলেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

অসিত কহিল, "এখনও বহু বছর কেটে যাবে, তবে যদি আমরা ..."

বাধা দিয়া রমেশ কহিল, "শোন, অসিত। বাঙ্‌লা দেশের ছবি-শিল্প আরও বহুদূর অগ্রসর হ'য়ে যেত, যদি-না ......" এই অবধি বলিয়া সহসা সে নীরব হইল।

অসিত কহিল, "বল, যদি-না ?"

"যদি-না ছবি তোলবার দায়িত্ব কোনরূপ শিক্ষা-দীক্ষা-হীন, অনভিজ্ঞ লোকের হাতে পড়ত। বহু ছবি এমন সব ডিরেক্টরের দ্বারা তোলা হয়েছে, যাঁদের কোন অভিজ্ঞতাই পূর্বে ছিল না। এমন অনেক ব্যক্তি ডিরেক্টর সেজেছেন, যাঁদের অভিজ্ঞতা শুধু কোন ধনীর নিকট হ'তে ছবি তোলবার জন্য অর্থ সংগ্রহের শক্তি-সামর্থ্য। ফলে অসংখ্য বাজে ছবি হ'য়েছে, হ'চ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে, যদি না আমরা এ বিষয়ে সতর্ক হই।"

মোটর আসিয়া অসিতকুমারদের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। সতী ও অসিত অবতরণ করিলে, রমেশ কহিল, "আগামী কাল, ঠিক দশটার সময় এসে আমি তোমাদের নিয়ে যাব। অসিত, দয়া ক'রে প্রস্তুত থেকো।"

সতী সহসা প্রথমে অগ্রজকে, পরে রমেশের পায়ের নিকট গড় হইয়া প্রণাম করিল ও দাঁড়াইয়া মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "আমরা প্রস্তুত থাকব।

কিন্তু নিমন্ত্রণ করবার মত যেন আবার আবাহন করছে, ভুলে যাবেন না।”

অসিতকুমার সশব্দে হাসিয়া উঠিল। রমেশ লজ্জিত হাস্যের সহিত কহিল, “জীবনে অনেক কিছুই হয়তো ভুলব, কিন্তু আগামী কালের শুভ মুহূর্তটি আমি ভুলব না।”

অসিত সহসা গম্ভীর মুখে কহিল, “ভুলবে না কেন?”

রমেশ কহিল “সে তুমি বুঝবে না।” এই বলিয়া সে মোটরে আরোহণ করিতে উদ্যত হইল।

অসিতকুমার বাধা দিয়া কহিল, “বুঝিয়ে বললেই বুঝতে পারব। বল?”

রমেশ, অসিতের কানের কাছে মুখ লইয়া নতস্বরে কহিল, “তোমার মস্তিষ্ক উপস্থিত অনুপস্থিত, বন্ধু। তাই তুমি বুঝবে না। বোঝবার চেষ্টা শুধু ব্যর্থ হবে।” এই বলিয়া সে সতীর দিকে ফিরিয়া কহিল, “তা'হলে আমি আসি, সতি।” এই বলিয়া সে মোটরে আরোহণ করিল।

(১৫)

স্যর রাজেন্দ্র তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা লেখাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, রাধা “আজ কেমন আছে, ছোট?”

লেখা ম্লান স্বরে কহিল, “সেই এক রকমই আছেন, ড্যাডি। দিদি সেই প্রথম দিনটির মতই গম্ভীর হ'য়ে, অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে বসে আছেন। মুখে হাসি নেই, দু-একটির বেশি কথা নেই।”

স্যর রাজেন্দ্র তাঁহার মস্তকের টাকের উপর হস্ত বুলাইয়া কহিলেন, "কেন এমন হ'ল, ছোট? বুড়ির ত কোন অসুখ-বিসুখ হয় নি?"

লেখা কহিল, "মা ত সেদিন সিভিল সার্জন্ আনিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করালেন। কৈ, তিনি ত কোন অসুখ আছে বলেন নি?"

স্যর রাজেন্দ্র ম্লান কণ্ঠে কহিলেন, "তোর মা বলে, অসিতের মা, রাধাকে বোধ হয় ওষুধ না-কি করেছে। হাঁ-রে, ছোট, ওষুধ করা কা'কে বলে?"

লেখা কহিল, "জানিনে, ড্যাডি। ওসব মা-ই ভাল বোঝেন। কিন্তু আমি বলি কি ওসব ওষুধ-কষুধ কিছু নয়। দিদি-ভাই, জামাইবাবুর কাছে যাবার জন্ত অস্থির হয়েছেন।"

স্যর রাজেন্দ্র উচ্চাঙ্গ ধরণের হাস্যের সহিত কহিলেন "পাগল মেয়ে! তা'ও বুঝি আবার কখনও হয়? আমার শিক্ষিতা মেয়ে, আমি কয়েকবার বিলাত ঘুরে এসেছি, আমার মেয়ে কি কখনও এমন কথা ভাবতেও পারে, ছোট? না, না, ওসব কিছু নয়। তবে হয় তো ইয়োংম্যানের জন্য বুড়ির মনটা একটু চঞ্চল হয়েছে। হাঁ, তা-ও সম্ভব বটে। কারণ তোদের মুখেই ত শুনলাম যে, তোদের মা—বেচারা যা' তা' ব'লে ভর্ৎসনা করেছেন। কিন্তু এখন উপায় কি? পার্ক স্ট্রীটের বাড়ীখানা সর্বরকমে তৈরী হয়েছে। শুভ পবিত্র বড়দিনও আগতপ্রায়! এমন সময়ে রাধাই সব ভেস্তে দিলে, বড়ো বিপদে পড়লাম যে, ছোট?"

লেখা কহিল, "ড্যাডি, আপনি যদি এক বিষয়ে সম্মত হন, তবে সব গোলমাল এখনই চুকে যায়। কিন্তু মা যদি শোনেন, তবে বিষম রেগে যাবেন কিন্তু।"

স্যর রাজেন্দ্র সভয়ে কহিলেন, "সর্বনাশ! তা'হ'লে ত ভয়ের কথা, মা?"

[illegible] মুখে কহিল, "ড্যাডি, আপনি যা'কে [illegible] কেন [illegible] আপনাকে ভয় করবেন? আপনার কিসের ভয় শুনি?"

স্যর রাজেন্দ্র গম্ভীর মুখে কহিলেন, "আমি জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকেও ধমক দিতে পারি; কিন্তু কেন জানি না, তোর মা'য়ের দিকে চাইলেই আমার বুক গুরুগুরু ক'রে কেঁপে ওঠে!"

লেখা হাসিতেছিল, সে কহিল, "ওটা আপনার মনের দুর্বলতা, ড্যাডি। নইলে, আপনি যদি মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ান, তবে মা'র মাথা আপনার পায়ে আপনা হ'তেই নত হয়ে যাবে। পারবেন না ড্যাডি, আপনি? দিদি-ভাইয়ের সুখের জন্যও, না? আপনি ত শুনেছেন, জামাইবাবু আপনার ক'রে দেওয়া অমন পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরীটাও ছেড়ে দিচ্ছেন? আচ্ছা, বলুন ত, তা'হ'লে জামাই-বাবুর সংসার চলবে কি ক'রে? আর দিদি-ভাই কি তা'হ'লে একটা দিনের জন্যও বেঁচে থাকবেন?"

স্যর রাজেন্দ্র সভয়ে কহিলেন, "সর্বনাশ! তুই বল্, ছোট, আমাকে কি করতে হবে?"

লেখা কহিল, "আপনাকে শুধু একবার জামাইবাবুর বাড়ীতে, দিদি-ভাইকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আর জামাইবাবুর মাকে ও বাপিকে পার্ক স্ট্রীটের নতুন বাড়ীতে যাবার জন্য অনুরোধ জানাতে হবে। এই সামান্য কাজটা পারবেন না ড্যাডি আপনি? দিদি-ভাই, আপনার মুখের দিকে চেয়ে এখনও অপেক্ষা করছেন, ড্যাডি? নইলে কোন-দিন যে কি করে বসতেন, ভাবতেও ভয় পাই আমি!"

স্যর রাজেন্দ্র সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কক্ষের ভিতর পায়চারী করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। লেখা দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে [illegible]

পালিত কন্যার দিকে চাহিয়া কহিলেন, রাধাকে "প্রস্তুত হতে বল্, ছোট। বলবি, আমি তাঁকে বেড়াতে নিয়ে যাব। ব্যস, আর কিছু নয়।"

"আমি এখনই যাচ্ছি, ড্যাডি।" এই বলিয়া ছোট হরিণীর মত দ্রুত ও লঘুপদে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে লেডি-পালিত, কন্যা অনুরাধার সহিত বাহিরে আসিতেছেন দেখিয়া, স্যর রাজেন্দ্র প্রমাদ গণিলেন এবং বলিদানের পূর্বে উৎসর্গকরা পাঁঠার মত ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, কনিষ্ঠা কন্যা সকলের পশ্চাতে থাকিয়া ইসারা করিয়া, তাঁহাকে কিছু বলিতেছে। কিন্তু তিনি তাহা আদৌ বুঝিতে পারিলেন না।

লেডি-পালিত, স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "রাধাকে এনেছি। চল, একটু খোলা হাওয়ায় বেড়িয়ে আসি। এক মাসে মেয়েটার চেহারা আধখানা হয়ে গেছে। খোলা হাওয়ায় মন ও দেহ দুইই ভাল থাকবে, চল।"

স্যর পালিত-জড়িত স্বরে কহিলেন, "তুমি, তুমি আবার কষ্ট করতে যাবে কেন, চন্দ্রলেখা? না, না, তোমার যাওয়া হবে না। একেই ত ...."

কঠিন স্বরে বাধা দিয়া, লেডি পালিত কহিলেন, "থাও, আর গ্রাকামো করতে হবে না। আয়, রাধা, উনি না যান, আমরা যাই আয়।" এই বলিয়া তিনি কন্যার একখানি হাত ধরিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলেন ও স্বামীর দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "উঠে এস।"

স্যর রাজেন্দ্র সভয়ে কহিলেন, "হাঁ, যাচ্ছি, যাচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি কন্যাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

সোফার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। লেডি-পালিত কহিলেন, "কোথায় যাবে তুমি বলবে, না, আমি বলব?"

স্যর রাজেন্দ্র সভয়ে কহিলেন, "তুমিই বল।"

লেডি পালিত একবার মোটরের পার্শ্বে দণ্ডায়মানা কন্যা, লেখার দিকে অবজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া, পরে স্বামীর মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া সোফারের উদ্দেশে কহিলেন, "রাধার শ্বশুর বাড়ী চল, কানাই।"

"যে-আজ্ঞে, মেম সাহেব।" এই বলিয়া সোফার মোটর ছাড়িয়া দিল।

মোটরের ভিতর যদি বজ্রপাত হইত, তাহা হইলেও স্যর পালিত অথবা অনুরাধা ততটা চমকিত হইত না, যতটা চমকিত হইল, লেডি পালিতের উক্তিতে। অনুরাধা বিমূঢ় স্বরে কহিল, "মা!"

লেডি পালিত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ঝঙ্কার তুলিয়া কহিলেন, "ছোট মেয়ের সঙ্গে গোপনে যুক্তি করতে; তা'র পরামর্শ গ্রহণ করতে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। কেন, রাধা কি আমার মেয়ে নয়? না, আমি তা'র সুখের পথে কাঁটা ছড়াতে চাই? ধন্য, তুমি! কি ক'রে যে নাইট হয়েছ, তা' তুমিই জান!"

স্যর রাজেন্দ্র কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ অথবা দুঃখিত না হইয়া, হাসিমুখে কহিলেন, "আমাকে তুমি যাই-না বল, চন্দ্রলেখা, গত চল্লিশ বছর একত্রে ঘর ক'রেও তোমাকে আমি চিনতে পারি নি।"

লেডি-পালিত পুনশ্চ ঝঙ্কার তুলিয়া কহিলেন, "আক্কেলের মাথা কি একেবারে খেয়েছ? মেয়ে রয়েছে কাছে, তা'ও বুঝি হুঁস নেই? চুপ ক'রে বসে থাক।"

মোটর সারদাচরণ বাবুর বাড়ীর দ্বার-সম্মুখে উপস্থিত হইলে, স্যর রাজেন্দ্র, লেডি-পালিত ও অনুরাধা অবতরণ করিল। অনুরাধা সোফারের দিকে চাহিয়া কহিল, "মোটর বড়ো রাস্তায় নিয়ে যান।"

"হাঁ, আমি এখনই নিয়ে যাচ্ছি, মেম সাহেব।" এই বলিয়া কানাই মোটর লইয়া বড়ো রাস্তার উপরে গেল।

এদিকে সারদাচরণ বাবু সস্ত্রীক তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন, সম্মুখে অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখিয়া ব্যস্ত-ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তিনি কিছু বলিবার পূর্বে, লেডি পালিত কহিলেন, "এখানে কোন কথা নয়, বেহাই মশায়। ভিতরে চলুন।"

বাড়ীর ভিতরে, অসিতের শয়ন-কক্ষে শোভাযাত্রাটি উপস্থিত হইল। সহসা কাহারও মুখে কোন কথা বাহির হইতে চাহিল না। লেডি পালিত কহিলেন, "বেহাই, বেহান, আপনাদের পুত্র, আমাদের জামাতাকে, আপনাদের কল্যাণী-বধূ যার জন্য আজ এমন দিনটি সম্ভব হ'ল, আমাদের পার্ক ষ্ট্রীটের একটা বাড়ী উপহার দিয়েছি। কবে আপনারা গৃহ-প্রবেশ করবেন, আমাদের দয়া করে জানাবেন। আমরা নিমন্ত্রিত হ'য়ে সুখী হ'ব।" এই বলিয়া তিনি অসিতের মুখচুম্বন করিলেন। অনুরাধা শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতাকে নত হইয়া প্রণাম করিল। পরে অসিতের সহিত পিতামাতাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহারা উভয়ে সভয়ে পিছাইয়া গেলেন ও লেডি পালিত কহিলেন, "পাগল ছেলে! এরই মধ্যে ব্যারিষ্টারের কথা ভুলে গেলে? ছিঃ বাবা, তোমরা যে মস্তার্ণ ছেলে! কাল অফিসে গিয়েই নোটিশটা প্রত্যাহার ক'রে নেবে। স্যর পালিত সব বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছেন।

সর্বেশ্বরী দেবী সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "আসুন ভাই, গরীব মেয়ে-জামাইয়ের ঘরে একটু মিষ্টি-মুখ ক'রে তবে যেতে পাবেন।"

"চলুন, ভাই!" বলিয়া স্যর পালিত পত্নীর সহিত অগ্রসর হইলেন। অসিতকুমার ও অনুরাধা পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সতী উভয়কে নত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আমাদের

কল্যাণীবধূকে নতুন ভাবে বরণ করবার আয়োজন কর্তে, আমি চললাম দাদা।

অনুরাধা স্বামীকে প্রণাম করিতে গেলে, অসিতকুমার দুই বাহুর ভিতর পরম আবেগভরে অনুরাধাকে বাঁধিয়া ফেলিল, সে কহিল, "সত্যই তুমি কল্যাণী-বধূ, অনু!"

এই লেখকের অন্যতম-শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

"রক্ত দিল ঢেলে"

পড়িয়াছেন কী